সদ্‌বিধায়না

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

সদ্‌বিধায়না

১ম খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

আমাদের স্মৃতি ও চেতনার মূলে আছে পরিবেশের সাড়া, সঙ্ঘাত ও সন্দীপনা। এইগুলি যত শুভদ ও সত্তাপোষণী হয়, আমাদের জীবন তত সুন্দর ও মধুর হ'য়ে ওঠে। কিন্তু পরিবেশ আমাদের কাছে কেমনতর উপঢৌকন নিয়ে উপস্থিত হবে, তার উপর কি আমাদের কোন হাত আছে? হ্যাঁ! কিছুটা আছে বই-কি! সাধারণতঃ দেখা যায়, আমরা যার সঙ্গে যেমনতর আচরণ করি, তার প্রতিদানে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সে আমাদের সঙ্গে তেমনতর আচরণ করতে উৎসাহিত হ'য়ে ওঠে। এর ব্যতিক্রমও আছে—তবে মানবমনের স্বাভাবিক গতি-প্রকৃতি অনেকখানি এমনতর—এ-কথা বললে বোধহয় ভুল হবে না। তাই আমরা অন্যের কাছ থেকে যেমনতর আচরণ আশা করি, অন্যের প্রতি তেমনতর আচরণ করাই যুক্তিযুক্ত। পরিবেশের সঙ্গে আচরণের এই চিরন্তন বিধিকে কেন্দ্র ক'রে দেশ, কাল, পাত্র, অবস্থা, পরিস্থিতি ও প্রয়োজন-অনুযায়ী কোথায়, কোন্ বিশিষ্ট পদ্ধতি ও প্রকরণ অবলম্বন ক'রে চললে সর্ব্বাঙ্গীণ শুভাবহ হবে, তারই অগণিত সূক্ষ্ম ও বিশদ সঙ্কেত 'সদ্‌বিধায়নার' বাণীগুলির মাধ্যমে পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অপূর্ব্ব-ভাবে পরিবেষণ করেছেন। ১৯৪৯ সালের ২৫শে জুলাই থেকে সুরু ক'রে ১৯৫৫ সালের ১৯শে জানুয়ারি পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর যে সহস্র-সহস্র বাণী প্রদান করেন, তার ভিতর থেকে ব্যবহার-বিজ্ঞান সম্পর্কিত বাণীগুলি বেছে নিয়ে এই পুস্তক প্রকাশিত হ'চ্ছে।

'সদ্‌বিধায়না' কথাটির ধাতুগত অর্থ—অস্তিত্বপোষণী বিশেষ ব্যবস্থাপনা। প্রকৃতপ্রস্তাবে আমাদের প্রত্যেকটি বাক্য, ব্যবহার, চালচলন, ভাব-ভঙ্গী, আচার-আচরণ যদি আমাদের ও পরিবেশের অস্তিত্ব-পোষণী না হয়, তবে তার সার্থকতা কোথায়? আর, এই জন্যই চাই আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির শরণাগতি এবং প্রতিটি ব্যাপারে তদনুপূরণী নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাধান, বিন্যাস ও বিনিয়োগ। তাই বাক্য ও ব্যবহারের প্রয়োগকৌশল-সম্বন্ধে জ্ঞান চাই, ধ্যান চাই, মনন চাই, আত্ম-বিশ্লেষণ ও পরিশুদ্ধি-প্রয়াস চাই—যাতে তা' নিখুঁত, অভ্রান্ত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সর্ব্বার্থসিদ্ধিদ হয়। জীবনভোর অতন্দ্র অনুশীলনে এটা কলাবিদ্যার মত শিক্ষা করতে হয়। এ বিষয়ে নৈপুণ্য যার যত বেশী, জীবনে কৃতীও হয় সে তেমনি।

তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে। এটা শুধু বুদ্ধিগত চাতুর্য্য-সাপেক্ষ নয়, এটা প্রধানতঃ সাত্বত, সুকেন্দ্রিক হৃদয়বত্তা ও প্রীতি-প্রাণতার ব্যাপার। এবং তা' যতখানি কুশল-কৌশলী, তমসাবিদারী, নির্ম্মল বুদ্ধির আলোকে আলোকিত হয়, ততই তা' সোনায় সোহাগার মত হ'য়ে ওঠে। তা' তখন জগদ্ব্যাপারের জটিল ও কুটিল আবর্ত্তের বুক চিরে-চিরে অব্যর্থভাবে, লীলায়িত ভঙ্গিমায়, মঙ্গলশঙ্খনিনাদে সমুখপানে এগিয়ে-এগিয়ে চলে। এইখানেই তো জীবনের রস। কেন্দ্রায়িত শ্রেয়-অনুরাগের আদর-আহ্বানে, প্রাণের টানে, বুকভরা সন্ধিৎসু সেবা, সহানুভূতি ও ভালবাসা নিয়ে যখন আমরা বিশ্বভুবনকে আলিঙ্গন করতে ছুটি, সমগ্র বসুধাকে যখন কুটুম্বের মত জ্ঞান করতে শিখি তখনই তো জীবনের মধু-লগ্ন। হৃদয়-রাজ্য তখন প্রেমের বৃন্দাবন হ'য়ে ওঠে, কেন্দ্রায়িত প্রীতি ভূমায়িতি লাভ করায় আমরা তখন নিরন্তর ব্রহ্ম-বিহারের উপযুক্ততা লাভ করি। কিন্তু এখানেই সমস্যার সমাধান হ'লো না। সারা জগৎকে এই পর্য্যায়ে উন্নীত ক'রে তুলতে হবে। তার জন্য প্রয়োজনমত হৃদ্য অসৎ-নিরোধের আশ্রয় নিতে হবে। পরাক্রম-হীন প্রেম কখনও

শাতন-শক্তিকে আয়ত্তে এনে তাকে শুভ-সেবী ক'রে তুলতে পারে না। তবে সব-কিছুর ভিতর-দিয়ে ইষ্টার্থে মানুষ ও সর্ব্বজীবের হৃদয় জয় করার দিকে লক্ষ্য দিতে হবে। পৃথিবীতে অর্জ্জনযোগ্য ও উপভোগ্য শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ হ'লো—মানুষের আন্তরিক স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। স্বার্থপ্রত্যাশারহিত, ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠামুখর, সক্রিয় দরদের ভিতর-দিয়েই এই অমূল্য সম্পদ্ অধিগত হয়। জীবনে এই কথাটা ভুললে চলবে না যে সুখ, শান্তি, স্বস্তি, তৃপ্তি, প্রীতি, দয়া, মায়া, ক্ষমা, সেবা, স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্মান যদি পেতে চাই, তবে কোন প্রত্যাশা না রেখে দু'হাত ভ'রে অকাতরে মুঠো-মুঠো বিলিয়ে চলতে হবে এগুলি জনে-জনে। প্রত্যাশা থাকলেই বিপদ্। তার অপূরণ-জনিত দুঃখ তখন অনিবার্য্য হ'য়ে উঠবে। আবার, মানুষের ভাল করতে গিয়ে নিজের নিরাপত্তা-সম্বন্ধে কিন্তু বেহুঁশ হ'লে চলবে না। এটা ব্যষ্টিগত জীবনেও যেমন সত্য, সমষ্টিগত জীবনেও তেমনি সত্য। লোক-ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ ক'রে জানা চাই—মানুষের হীনম্মন্য অহং ও দোষত্রুটিকে নিয়ে কেমন ক'রে সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়-সহকারে, অব্যাহতভাবে চলতে হবে। দোষ-দর্শন, ক্রোধ, কর্কশ-বাক্য, বিরূপ-সমালোচনা, নিন্দাবাদ সতর্কতার সঙ্গে পরিহার করতে হবে। দোষকে ঘৃণা করা সত্ত্বেও দোষী মানুষটাকে ভালবাসতে হবে—নিজের ও অপরের সত্তাকে বিপন্ন না ক'রে। সমীচীন প্রশংসায় প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত বিশিষ্ট সদ্গুণ বিকশিত ক'রে তুলতে হবে। আবার, মানুষের সঙ্গে মিশতে গিয়ে সম্মানযোগ্য দূরত্ব ও ব্যবধান বজায় রেখে চলতে হবে। সর্ব্বক্ষেত্রে সদাচার, সৌজন্য ও শিষ্টাচারের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে, আপ্যায়নী ব্যগ্রতা নিয়ে চলতে হবে। বিশুদ্ধ সুখ-সঞ্চারই হবে আমাদের প্রতিমুহূর্ত্তের প্রয়াস। আচার-ব্যবহার সম্পর্কে এতজ্জাতীয় কত কথাই যে শ্রীশ্রীঠাকুর তন্ন-তন্ন, পাতি-পাতি ক'রে বুঝিয়ে বলেছেন তার ইয়ত্তা নেই। এগুলি যদি আমরা আচরণে ফুটিয়ে তুলতে পারি তাহ'লে পদ্মপাদের মত আমাদের পায়-

পায় পদ্ম ফুটে উঠবে, আমাদের নিষ্ঠানন্দিত, অমৃতসিক্ত, শৌর্য্যদীপ্ত প্রীতির পরশে দানব দেবতায় রূপান্তরিত হবে, নরক নিভে যাবে, স্বর্গ অতন্দ্র জাগরণে জাগ্রত হ'য়ে চলবে। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ (দেওঘর)
১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯
৩০।১১।৬২, মঙ্গলবার।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
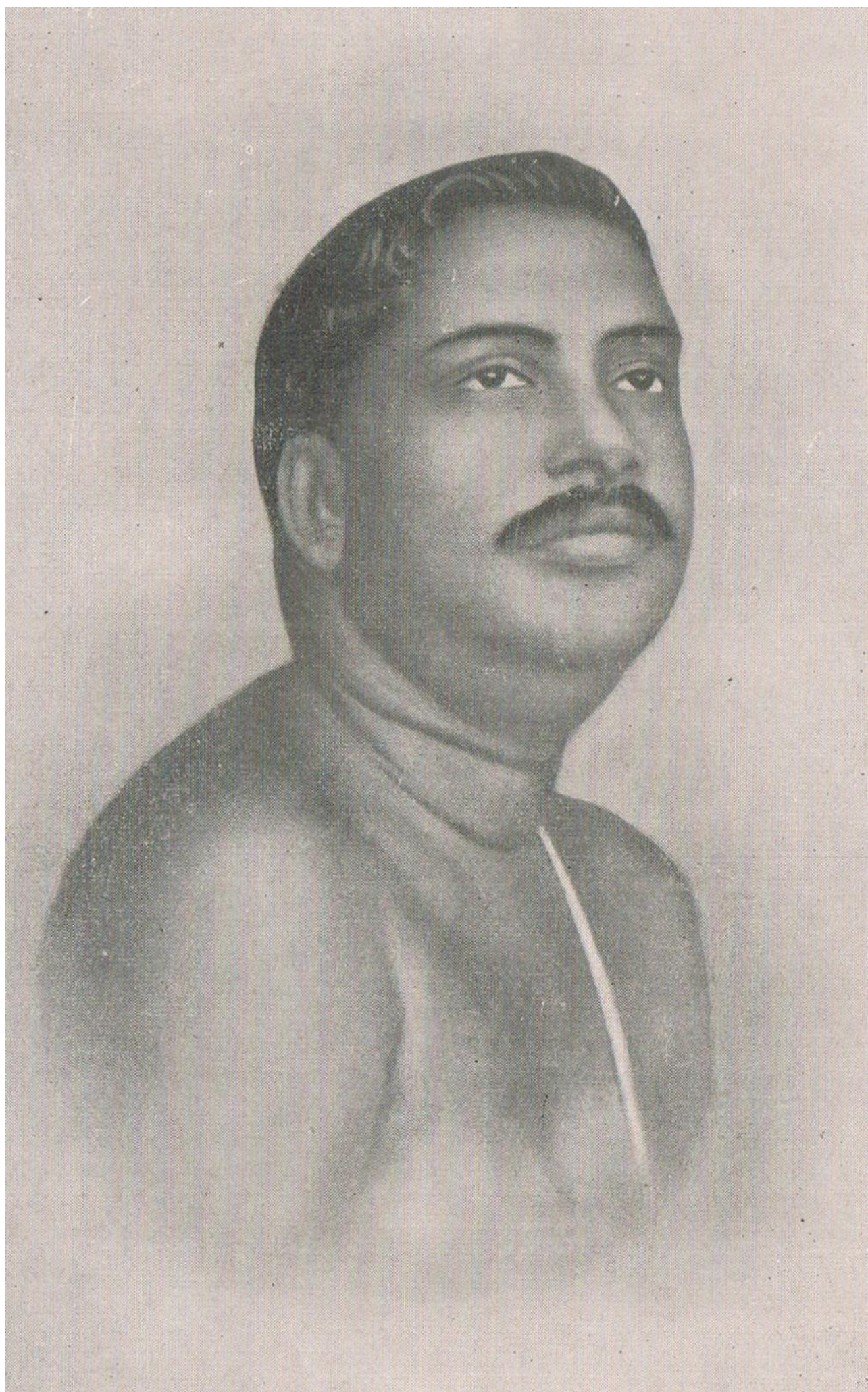
ব্যবহার

যা'র যেমন অভিব্যক্তি
তা'র মনোভঙ্গী তেমনই হ'য়ে থাকে। ১।

কাউকে দোষারোপ ক'রে কি
তা'র তুষ্টি উপভোগ করা যায়? ২।

বিনীত আপ্যায়নী অনুচর্য্যাই
সম্ভ্রমের শুভ আমন্ত্রক। ৩।

বিনীত বাক্
মানুষকে অনুকম্পী
ও অনুচর্য্যী ক'রে তোলে। ৪।

বিনীত হও,—
কিন্তু বৈশিষ্ট্যকে বিক্রয় না ক'রে—
কৃপাভিক্ষু তোষামোদে। ৫।

উপযুক্ত সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ববিহীন ঘনিষ্ঠতা
অবজ্ঞারই সৃষ্টি ক'রে থাকে প্রায়শঃ। ৬।

তৃপ্তি চাও তো
মানুষকে শুভ তৃপ্তির অধিকারী ক'রতে
যত্নশীল থাক। ৭।

হিতবাক্য অপ্রিয় হ'লেও
যথাসম্ভব হৃদ্যভাবে তা' পরিবেষণ ক'রো। ৮।

শুভনন্দিত তর্পণা-বন্দিত
বাক্‌ ও ব্যবহার
মধ্যপন্থার প্রদীপস্বরূপ। ৯।

কুৎসিত ও রূঢ় ভাষাও
হৃদ্য ও ধর্ম্মদ হ'য়ে ওঠে,
যদি তা' প্রীতি প্রণোদিত হয়। ১০।

যে-ঔদার্য্য বা মহত্ত্ব
সংস্থিতিতেই সংঘাত আনে,
তা' কিন্তু সাংঘাতিক। ১১।

এমনতর ঔদার্য্য ভাল নয়কো,
যা' সুকেন্দ্রিক সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনা ও সংহতিকে
ব্যাহত ক'রে তোলে। ১২।

তোমার বুঝ যদি
ব্যবহারে প্রকট না হ'য়ে ওঠে—
সে-বুঝ তখনও মৌখিক মাত্র। ১৩।

ভঙ্গিমাপূর্ণ অনুষ্ঠান হ'চ্ছে—
মানসিক ভাবের নিয়ামক,
তাই, "আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ"। ১৪।

সৌজন্য ও আপ্যায়নী অনুচলন
খুবই ভাল,
কিন্তু স্বস্তিকে সংক্ষুব্ধ করা
ভাল নয়। ১৫।

আলাপী হও—
স্বস্থ, মনোজ্ঞ সার্থক-সমাধান নিয়ে,
কিন্তু প্রলাপী হ'তে যেও না। ১৬।

পার তো চেয়ো না,
পেলে খুশী হ'য়ো—
তা' যতই অকিঞ্চিৎকর হো'ক না কেন,
ধন্যবাদ দিও। ১৭।

বল এবং কর
এমনভাবে
যা'তে পরস্পরের ভিতর কখনই
বৈরীভাবের উদ্ভব না হয়। ১৮।

বিষয়ের বিহিত পরিবীক্ষণী বোধ ও বিচার থেকে
বিবেচনার উদ্ভব হ'য়ে থাকে,
আর, ঐ বিবেচনাই সঙ্গতির অভিদীপক। ১৯।

যে-ব্যবহার
তোমার ও অপরের পক্ষে
শুভদ বা প্রীতিপ্রদ নয়কো,

তা' কিন্তু মূঢ়ত্ব
বা অবিমৃষ্যকারিতারই পরিচায়ক। ২০।

যা'কে যে-কথাই বল না কেন,
সব সময় মনে রেখো—
তা' যেন তা'র
সাত্ত্বিক শুভানুধ্যায়ী হয়। ২১।

সত্যনিষ্ঠ সমীচীন চলায় চল—
হৃষ্ট অনুবেদনা নিয়ে,
মিথ্যা অপবাদ
তোমার কী ক'রবে? ২২।

যে তোমাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান ক'রে
সুখী হয়, হো'ক,
তুমি কিন্তু ও-সব আকাঙ্ক্ষা না রেখে
প্রত্যেককে বিহিত স্নেহ, প্রীতি
বা শ্রদ্ধা ও সম্মান দিয়েই চ'লো। ২৩।

যেখানে বিক্রমই বিহিত
সেখানে বিনয়-বিগলিত হ'তে যেও না,
বরং তোমার বিক্রম যথাসম্ভব
হৃষ্ট হ'য়ে উঠুক। ২৪।

হৃদয়ই হৃদয়ের আহুতি,
তোমার হৃদয়ের স্পর্শবোধই

অন্যের হৃদয়কে পাওয়ার
প্রবর্ত্তনা এনে দেয়। ২৫।

বল,
কিন্তু বিবেচনার সঙ্গে —
কোন্ কথা কেমন ক'রে কোথায়
কী ফল প্রসব ক'রবে তা'তে নজর রেখে,—
তা'তে সুফল সম্ভাবনাই বেশী। ২৬।

যে-অভিপ্রায়ে যেমন আগ্রহ
আচরণও হ'য়ে ওঠে তেমনি—
তা'রই সংরক্ষক,
তাই, অভিপ্রায় ও আগ্রহই
আচারের নির্ণায়ক। ২৭।

তুমি যা'র যত্ন কর না,
সমীচীন সদ্ব্যবহার কর না,
তোমার বেলায়ও তা'র
যত্ন ও সমীচীন সদ্ব্যবহার পাওয়া
স্বাভাবিক নয়কো। ২৮।

ব্যবহার যদি না জান,
ব্যতিক্রম বা বিপর্য্যয়ের অভিঘাত
তোমাকে সহ্য ক'রতেই হ'বে,
কোন যুক্তি-তর্ক
তোমাকে
স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিতে পারবে না। ২৯।

ব্যবহার যা'ই কেন হো'ক না
তা' যদি নিষ্ঠার সহিত
প্রীতি ও প্রশস্তিপ্রতিষ্ঠ হয়
তা' কিন্তু ঢের ভাল,—
হৃদয়কে তা' ক্ষুব্ধ ক'রে তোলে না। ৩০।

এমন কিছু ক'রো না
যা'তে কৈফিয়ত দিতে হয়,
আর, যদি দিতেই হয়
চাইবার আগেই দিও তা'—
তৃপ্তিপ্রদ, সুখসম্বর্দ্ধনী ক'রে
বা অনুগ্রহকে স্বতঃউৎসারণী ক'রে। ৩১।

বিশেষ অবস্থা ব্যতিরেকে
পাঁচজনের মধ্যে থেকে তোমরা দুইজনে
ফিস্‌ফাস্‌ ক'রে কথা ব'লতে যেও না,
তা'তে হয়তো তা'রা সন্দেহ ক'রতে পারে
বা হৃদয়ে ব্যথা পেতে পারে। ৩২।

মানুষের ব্যক্তিত্বের কাছে
বিনয়ী সৌজন্যশীল হও,
অসৎ-নিরোধী দৃপ্ত অনুপ্রেরণায়
তা'কে বিনায়িত কর—
হৃদয়গ্রাহী অনুচর্য্যা নিয়ে,
বান্ধবতার নির্ব্বন্ধ সৃষ্টি ক'রে। ৩৩।

কথার ঝোঁক যেমনতর
আচরণও গজিয়ে ওঠে সেদিকে

ভাবানুপ্রেরণার প্রতিক্রিয়ায়,
—তা' কিন্তু অনেকখানিই ;
তাই, আচরণকেই যদি নিয়ন্ত্রিত ক'রতে চাও
কথার ঝোঁকও তেমনতর ক'রে চল। ৩৪।

হৃদ্য কথা বল,
হৃদ্য ব্যবহার কর,
হৃদ্য অনুচর্য্যাপরায়ণ হও,
আর, হৃদ্য অসৎ-নিরোধী হ'য়ে
তৃপ্ত কর সবাইকে,—
হৃদয়ের অধিকারী হবে। ৩৫।

হৃদ্য চলনকে অবজ্ঞা ক'রে
অবাস্তব ধারণাকে
যত প্রশ্রয় দেবে,
ততই বিশ্বস্ততাও
তোমাকে বিদ্রূপ ক'রবে,—
পাবে অনাস্থা, অবিশ্বাস,
সন্দেহ ইত্যাদি চটুল বান্ধব। ৩৬।

বিষয়, ক্ষণ ও অবস্থার সঙ্গতি-মাফিক
মানুষের চাহিদা-সম্বন্ধে
যত পরিচিত থাকতে পারবে—
কী ব্যাপারে, কখন
কী অবস্থায় প'ড়লে পরে
তোমার কী চাহিদা হয়

তা'র অন্বয়ী বোধ-সঙ্গতি নিয়ে,—
ইঙ্গিতজ্ঞ হ'তে পারবে তেমনতর ততই। ৩৭।

অন্যায় বা অত্যাচার
বিশেষতঃ অশুভসন্দীপী যা'—
তা' যা'র প্রতিই কর না কেন,
প্রতিক্রিয়ায়, নানা আপদ-মূর্ত্তিতে
তোমার কাছে হাজির হবেই কি হবে;
রেহাই পাবে না তা'র আক্রমণ থেকে তুমি,
তাই, হিসেব ক'রে চ'লো। ৩৮।

মর্য্যাদাই যদি চাও—
সদ্ব্যবহার ও যোগ্যতাকে
অন্তরে প্রতিষ্ঠা কর,
আর, অন্যকে মর্য্যাদায়
হ্লাদিত ক'রে তোল,—
তোমাকে মর্য্যাদা দেওয়াই
অনেকের হ্লাদন-তৃষ্ণা হ'য়ে উঠবে। ৩৯।

ভালবাসা বা সদিচ্ছা-প্রণোদিত আস্থা
যা'রা ফিরিয়ে দিতে পারে—
তা'দের প্রতি আস্থা রেখো না,
তবে যত পার
প্রত্যাশাবিহীন হৃদ্য চলন নিয়ে চ'লো। ৪০।

প্রাধান্য তোমার ততই হবে,
যতই তুমি শ্রেয়নিষ্ঠ অনুচলনে

হৃষ্ট ব্যবহারে
সবাইকে প্রীতি-দীপনায়
সব দিক্‌ দিয়ে
ধারণ-পোষণে তৃপ্ত ক'রে তুলতে পারবে—
শুভে ও স্বস্তিতে। ৪১।

তুমি যদি কাউকে
তা'র বিশেষত্ব নিয়ে
আপনার ক'রে নিতে না জান
বা না পার,
সে তোমাকে যতই আপনার
করুক না কেন—
তুমি তা' অনুভব ক'রবে কম,
বুঝতে পারবে কম। ৪২।

ইষ্টার্থী সম্বেগে
বিশৃঙ্খল সমাবেশগুলিকে
কৃচ্ছ্র হ'লেও বিন্যাস ক'রে
সুশৃঙ্খলায় যতই এগিয়ে চ'লবে—
সার্থক উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনা নিয়ে,
প্রদীপ্ত বোধি
তোমাকে প্রাজ্ঞ-নন্দনায়
বিভূষিত ক'রতে থাকবে ততই। ৪৩।

তোমার কথাবার্ত্তা ও আচার-ব্যবহার
তোমার ও অন্যের পক্ষে

হৃদ্য, শুভপ্রসূ, সুখপ্রসূ
ও স্বাস্থ্য-সম্বর্দ্ধনাপ্রসূ হওয়া চাই ;
আর, ঐ দিকে নজর রেখে
ওগুলিকে তেমনিভাবেই নিয়ন্ত্রিত ক'রো,
সুখী হবে তুমি,
অন্যেও হবে। ৪৪ ।

লহমার একটু বেফাঁস কথা,
বেচাল চলন
যেমন সমস্ত ব্যাপরটিকে
বানচাল ক'রে দিতে পারে,
তেমনি এতটুকু সুকেন্দ্রিক
আত্মিক-সাম্যসিদ্ধ সুসঙ্গত কথা ও চলন
সাফল্যের আবাহনে
স্বর্গ-সন্দীপী হ'য়ে উঠতে পারে। ৪৫ ।

যে তোমাকে দেয়
তা'র পাওয়াটা যদি তোমাকে দিয়ে
উচ্ছল হ'য়ে না ওঠে—
তবে তা'-হ'তে তোমার পাওয়াটাও কি
সংকীর্ণ হ'য়ে চ'লবে না?

তাই, যে দেয়—
যদি পেতে চাও
তা'র পাওয়াটাকে উচ্ছল ক'রে তোল,
তোমার পাওয়া যা'তে উচ্ছল হ'য়ে চলে—
তা'র তুকই হ'চ্ছে ওই। ৪৬ ।

অন্যকে সুখী ক'রবার মতন
আপ্যায়িত ক'রবার মতন
বাক্য, ব্যবহার, ভাবভঙ্গী
সহানুভূতি-সম্বুদ্ধ অনুচর্য্যা যদি না থাকে,
এক কথায়, অন্যকে সুখী ক'রবার মতন
চারিত্রিক সম্পদ্ যদি না থাকে,
তোমার সুখী হ'তে চাওয়ার প্রত্যাশা
আত্মপ্রবঞ্চনী বিদ্রূপ ছাড়া
কিছুই নয়—
যা' তুমিই তোমার প্রতি
অযথা অন্যায্যভাবে ক'রে থাক—
নিজেকে দুঃখিত রাখতে। ৪৭।

ভাল কথা, ব্যবহার, চালচলনে
যদি ভঙ্গীর সুষ্ঠুতা না থাকে—
তবে তা'ও লোকের কাছে
অপ্রীতিকর হ'য়ে ওঠে,—
সেটা হৃদয়তোষণী হ'য়ে ওঠে না,
তাই, তুমি যা'ই কর
যেমনই চল
আর যেমনই বল—
ভঙ্গী-সৌষ্ঠব যেন তা'তে নিহিত থাকে,—
যদি তা' তৃপ্তিপ্রদ ক'রে তুলতে চাও
লোকের অন্তরে,
আর, তৃপ্ত হ'তে চাও তা'তে। ৪৮।

যে বা যা' ভাল নয়,
তা'কে ভাল ভেবে

তেমনতর চলা
যেমন বেকুবি,
আবার যে বা যা' ভাল
তা'কে মন্দ ভেবে
তা'র প্রতি তেমনতর ব্যবহার করাও
তেমনই খারাপ,
বাস্তব বিন্যাসে
হৃদ্য অনুকম্পা নিয়ে
যেখানে যেমন বিহিত
তা'ই করাই শ্রেয়,
তা'তে তোমারও ভাল,
অন্যেরও ভাল। ৪৯।

যা'ই কর না কেন,
সব সময়ই তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নজর রেখো,
তোমার চালচলন, বাক্য-ব্যবহার বা কর্ম্মানুপ্রেরণা যেন
ইষ্টার্থকে ব্যাহত ক'রে না তোলে,
বা তা'কে গৌণ বা বিক্ষিপ্ত ক'রে না তোলে;
সুসঙ্গত বোধিবীক্ষণায়
উপচয়ী তাৎপর্য্যে
এতটুকু নজর রেখে যদি চল,
দেখবে ক্রমশঃই তোমার বোধি
বহুদর্শী তৎপরতায়
সুসঙ্গতি নিয়ে
দক্ষকুশল পদক্ষেপে
ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠছে,
কৃতিত্ব ও আত্মপ্রসাদে

জীবনকে উপভোগ ক'রতে পারবে—
ইষ্টার্থে সার্থক হ'য়ে । ৫০ ।

তোমার শ্রদ্ধার্হ ও স্নেহাস্পদ যা'রা
বা সৌহার্দ্দ্য-প্রত্যাশী যা'রা—
তোমার উদ্ধত ব্যবহারে
ক্ষুব্ধ বা ক্ষুণ্ণই যদি হ'য়ে থাকেন,—
বিহিত বিনীত পরিচর্য্যায়
তোমার দোষ-দুর্ব্বলতাকে স্বীকার কর,
প্রস্বস্তি এনে দাও তা'দের অন্তরে,
তোমার সন্দেহ-সঙ্কুল হীনম্মন্য অহং
চোখের জলে নিঃসৃত হ'য়ে বেরিয়ে যাক,
তা'দের নন্দিত ক'রে নন্দিত হও,
প্রস্বস্তি
স্বস্তিবাচী হ'য়ে
'শুভমস্তু' ব'লে
শান্তি-সেচন করুক । ৫১ ।

তোমার ব্যবহারে রুষ্ট যিনি,
বিনয়ী প্রীতি-অনুচর্য্যার সহিত
তাঁ'র দিকে অগ্রসর হও—
সুনিয়ামক হ'য়ে—
কুশলকৌশলী সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণে,
তোমার বাক্য, ব্যবহার ও অনুকম্পী আবেগের সহিত
তাঁ'কে প্রশমিত কর—
অন্তরে প্রস্বস্তি এনে দিয়ে,
তাই ব'লে, অসৎ বা অশ্রেয়-সমর্থনী হ'য়ো না;

ক্ষোভকে বিক্ষোভদ্বারা প্রশমিত করা যায় না,
রুষ্টকে ঔদ্ধত্যের দ্বারা প্রশমিত করা যায় না,
ঐ বিনয়ী আবেগ-পরিচর্য্যায়
তোমার অবস্থায় তা'কে অনুকম্পী ক'রে
প্রস্বস্তি-প্রণোদনাকে উপভোগ কর—
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ
জীয়ন্ত অনুবেদনায়
তৃপ্তই ক'রে তুলবে তোমাকে। ৫২।

পরিচিতই হো'ক আর অপরিচিতই হো'ক,
তোমার আওতায় এলে,
অপরিচিতকে স্মিতসৌজন্যে
পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রো,
বুঝতে চেষ্টা ক'রো তা'কে,
সাধ্যমত অনুচর্য্যায় তা'কে স্নিগ্ধ ক'রে তুলো,
ফুল্ল ক'রে তুলো
বাক্যে, ব্যবহারে ও আচরণে;
পরিচিতকে
আপ্তসৌজন্যে নন্দিত ক'রে তুলো,
সাধ্যমত বিহিত যা' করণীয় তা'র প্রতি
তা' ক'রো,
নজর রেখো, অবজ্ঞাত না হয় সে;
এতটুকু করাকেও যদি তাচ্ছিল্য কর—
উপঢৌকনও মিলবে তাচ্ছিল্যই,
নিরাপত্তাও নিথর হ'য়ে রইবে,
এর ফাঁকে, বিপাকও এগিয়ে আসতে পারে;
তাই, যা'ই কর না কেন,

সাবধানতা ও সতর্কতাকে বিসর্জ্জন ক'রো না,—
অসৎ যা'-কিছুকে
যথাসৌজন্যে নিরোধ ক'রে,
আপদের সর্পিল নিঃশ্বাস থেকে
অনেকখানিই রেহাই পাবে। ৫৩।

কথাবার্ত্তা, ব্যবহার
বিনয়নিষিক্ত হওয়া খুব ভাল,
বিনয় মানুষের হৃদয়কে আকৃষ্ট করে,
সমর্থন ও সহযোগপ্রবণ ক'রে তোলে,
তা'তে তা'দের হৃদয়কে স্পর্শ করা
সম্ভবপর হ'য়ে ওঠে,
তা'দের অন্তঃকরণ হ'তে অনুগ্রহ ক্ষরিত হ'য়ে
বিনয়ীর সত্তাপোষণী হ'য়ে ওঠে ;
তাই, অসৎ-নিরোধী পরাক্রমী হ'য়েও
ব্যবহার, কথাবার্ত্তা
যদি বিনয়সিক্ত থাকে,—
তবে অন্যেরও তৃপ্তি,
বিনয়ী যে তা'রও তৃপ্তি,
দ্রোহকে দীর্ণ ক'রে
হৃদয়ের আশীর্ব্বাদ আলিঙ্গন করাতে
বিনয় মোক্ষম কিন্তু ;
তাই, অসৎ-নিরোধী পরাক্রমী হওয়া ভাল,
বিনয়ী হওয়া তা'কে আরও
দীপন-অনুগ্রহমণ্ডিত ক'রে তোলে। ৫৪।

ছোটদিগকে স্নেহল সম্বোধন ক'রো,
বড় যা'রা

তা'দিগকে সম্ভ্রমাত্মক সম্বোধন ক'রো,
সমান যা'রা
সম্বন্ধানুপাতিক আপ্যায়িত অভিনন্দিত ক'রো,
দর্পী জমকাল যা'রা
সম্মানাত্মক সৌজন্যে সম্বোধন ক'রো,
প্রতিটি সম্বোধনই যেন
সৌজন্য-উদ্দীপী হয়,—
সবাই যেন তোমাকে
আপনার জন মনে ক'রতে পারে—
তেমনতর ব্যবহার, বাক্য ও অনুচর্য্যায়
নিরত হ'য়ে চলো—
অনেকেই তৃপ্ত হবে
তুমিও তৃপ্তি পাবে ;
বিশেষ স্থল ছাড়া এই নীতি
শ্রেয়প্রসূই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ। ৫৫।

কা'রও দ্বারা যদি
উপকৃত হ'তে চাও,—
তবে বিনীত অনুচর্য্যী অর্চ্চনা,
হৃদ্য বাক্ ও ব্যবহারের সহিত
তা'র সাহায্য যাচ্ঞা ক'রো,
আর, তা'কে সহ্য করার
অনুদীপনাও রেখো ;
অপরের চরিত্রের অনেক-কিছু
তোমার কাছে ভাল নাও লাগতে পারে,
সহ্য ক'রে যদি তা'কে
প্রয়োজনীয় ক'রে না নিতে পার—

নেহাৎ অবাধ্য অসৎ-অনুদীপনা ছাড়া,
তা' হ'লে তা'র কাছ থেকে
কোন উপকার পাওয়া
কঠিনই হ'য়ে উঠবে ;
আর, উপকার পেলে
কৃতজ্ঞ চিত্তে
তদনুগ কর্ম্মপ্রবণতা নিয়ে
প্রয়োজন-মত তা'র কাজে লাগতে
সজাগ সন্ধিৎসা নিয়ে প্রস্তুত থেকো ;
তোমার এই সুকৃত-স্বভাব
মানুষের স্নেহ ও শ্রদ্ধার
আবাহক হ'য়েই চলবে ;
দারিদ্র্য-ব্যাধি-আরোগ্যেরও
এও একটা প্রকৃষ্ট উপায়। ৫৬।

হৃদ্য আপ্যায়নী ব্যবহার
সবার সাথেই ক'রো,
কিন্তু যাঁ'দের কাছে তুমি কৃতজ্ঞ,
দায়ী যাঁ'দের কাছে তুমি,
কৃপামুগ্ধ ভঙ্গীতে
আপ্যায়না-অন্বিত, বিনীত, সেবা ও সৌষ্ঠবমণ্ডিত
বাক্য, ব্যবহার ও আচরণে
তাঁ'দের তৃপ্তিবিধানে ত্রুটি ক'রো না,
যদি সম্ভব হয়,
যেমন সামর্থ্য
অর্ঘ্য নিবেদন ক'রতেও শ্লথচেষ্ট হ'য়ো না,

স্বস্তির শুভপ্রসাদ হ'তে
বঞ্চিত হ'বে কমই। ৫৭।

তুমি যা'র মন বুঝে চ'লতে পার না,
কথায়-বার্ত্তায়, কাজে-কর্ম্মে,
ইচ্ছায় অনিচ্ছায়
অবজ্ঞা কর যা'কে,
তোমার আত্মমর্য্যাদা
যা'র মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ ক'রে তোলে,
তোমার জীবন
কোনক্রমেই যা'র স্বার্থ হ'য়ে
উঠতে পারে না—
নিরন্তর হৃদ্য আবেগে
আত্মবিনায়নী সুখচর্য্যায়,—
তা'র মনোজ্ঞ হওয়া তোমার কাছে সুদূরপরাহত,
এটা বেশ বুঝে রেখো—
কাউকে অবজ্ঞা ক'রে,
অনুবর্ত্তী না হ'য়ে
তা'র মনোজ্ঞ হওয়া যায় না,
সে যতই তোমাকে তা'র সাধ্যমত
পরিচর্য্যা করুক না কেন,
প্রসাদ-পুষ্ট হওয়া
সুদূরপরাহত তোমার কাছে। ৫৮।

তুমি যতই অক্লান্ত পরিশ্রম কর,—
তোমার শরীর ক্লান্তিতে
যতই ধ্ব'সে যাক্ না কেন,

যা'র অনুচর্য্যা-নিরত হ'য়ে আছ—
যতক্ষণ তোমার বাক্য, ব্যবহার ও চরিত্র
স্থবিন্যাসে তৎপর
ও দক্ষতার সহিত তাঁ'র মনোজ্ঞ হ'য়ে না চ'লছে,—
তুমি নিজেও সুখী হবে না,
অন্যকেও সুখী ক'রতে পারবে না,
সুখ ও সুখ্যাতির অভিনন্দনা
তোমার পক্ষে সুদূরপরাহত তখনও ;
যেমনই কর না কেন,
সুষ্কিৎসু নজর নিয়ে
ব'লতে, চ'লতে, ক'রতে
তাঁ'র মনোজ্ঞ হ'তে চেষ্টা কর,—
যত কৃতকার্য্য হবে
আত্মপ্রসাদও লাভ ক'রবে ততই। ৫৯।

যা'ই বল, যা'ই কর, আর যেমনই চল,
তা'তে যেন, পরিবেশে
যে বা যা'রাই থাকে তোমার কাছে
আন্তরিক দীপনা নিয়ে
তোমাতে লগ্ন হ'য়ে ওঠে,
আর, ঐ লগ্ন
সংহতিতে উচ্ছল হ'য়ে
তোমার উদ্দেশ্যে সক্রিয়ভাবে উপচয়ী হ'য়ে
তোমার ইষ্টার্থকে
উপচয়ে উদ্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে,
তবে তোমার ঐ করা-বলা-চলা
সার্থক হ'য়ে উঠবে

উপচয়ী ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠায় ;
তাই, পরিবেক্ষণী পরিচর্য্যা নিয়ে
ভাবভঙ্গীতে তীক্ষ্ণ নজর রেখে
লগ্নকে লাগোয়া ক'রতে ভুলো না,
স্মিত-শুভ্র পরিবেদনা
বোধে উচ্ছল হ'য়ে উঠবে,
আত্মপ্রসাদের মন্দার-মালা
তোমাকে অভিষিক্ত ক'রবে। ৬০।

তোমার জীবন-চলনার যা'-কিছু প্রয়োজন
তা' নিষ্পন্ন ক'রতে
যে-সমস্ত উপকরণগুলির দরকার হয়,
সেগুলির সহজ সুবিন্যাসে
যেখানে যা' যেমনতর রাখলে
সুচারু ও সুন্দর দেখায়, মানায়,
আর, কাজ নিষ্পন্ন ক'রবার সুবিধা হ'য়ে ওঠে,—
এমনতর মনোজ্ঞ ব্যবস্থিতিকে
সুন্দর সাজগোজ বলা যায়,
এই এমনতর সৌন্দর্য্যজ্ঞানের সহিত সুবিন্যাস
তোমার অন্তর-বিন্যাসেরই প্রতিচ্ছবি ;
তাই, যেখানে
জীবনচলনার যা'-কিছুর সাথে
অর্থাৎ, কথাবার্ত্তা, আচার, ব্যবহার ইত্যাদির সাথে
ঐগুলির সুতাল সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়,
তোমার বোধাত্ম-অনুভূতি
নন্দিত হ'য়ে ওঠে সেখানে,
তুমি তৃপ্তি পাও ;

তোমার যদি অমনতর হয়
তুমিও তৃপ্তি দেবে অন্যকে,
নন্দিত ক'রে তুলবে। ৬১।

ভাবভঙ্গী ও ব্যবহারের ভিতর-দিয়েই
অন্তঃকরণ অভিব্যক্ত হ'য়ে ওঠে,
আর, উদ্দেশ্যানুরাগ কতখানি শ্রেয়মুখীন—
প্রীতিপ্রদীপ্ত,—
কথায়-কাজে মিলন-তাৎপর্য্যই তা'র নিশানা;
তাই, কেউ যদি তোমার স্বার্থ ই হ'য়ে থাকে
তা' ভাবভঙ্গী-ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে
কথায়-কাজে সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
অন্তরাসী অভিদীপনায়
স্বতঃই ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে,
আর, এর যেখানে যেমনতর খাঁকতি
বা অস্বাভাবিক অভিব্যক্তি,
অন্তঃকরণে গলদ বা ভাবসঙ্গতির অভাবও
তেমনতরই সেখানে;
একমুখীন অকপট অন্তরাসপ্রবণ হও—
অভিব্যক্তিকে অষ্টপাশমুক্ত ক'রে—
তোমার অন্তর বিহিত তাৎপর্য্য নিয়েই
ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে। ৬২।

তোমার বাক্য, ব্যবহার ও অনুচলন
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অন্বিত সার্থকতায়
আপূরণী হওয়া তো চাই-ই,

তা' ছাড়া রাজনীতি ও কূটনীতিকেও
সার্থক ক'রে
ঐ আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অনুপোষণী হ'য়ে ওঠা চাই—
সুযুক্ত অন্বয়ী তাৎপর্য্যে,
যা' দর্শন, বিজ্ঞান ও তাত্ত্বিক প্রতিভাকেও
তড়িৎ-চমকে প্রদীপ্ত ক'রে তোলে—
বৈশিষ্ট্যের সুদীপ্ত বিন্যাস-বিভবে,
যা'র ফলে,
তোমার বাক্য, ব্যবহার ও অনুচলনের
প্রত্যেকটি অঙ্গুলি-সঙ্কেত
সুস্থ সত্তাপোষণী হ'য়ে
প্রতিপ্রত্যেকের সম্বর্দ্ধনার
হোমপ্রেরণা হ'য়ে ওঠে,
আর তা' যেন বোধ ক'রতে পারে প্রত্যেকেই—
নিজের বৈশিষ্ট্যে অনুস্যূত থেকেও,
তবেই তো তোমার বাক্য-বিনায়না সার্থক। ৬৩।

কথায় বলে—
দাঁড়াতে জানলে স'রতে হয় না,
আর ব'সতে জানলে উঠতে হয় না;
সব কাজেই কিন্তু তা'ই,
যা'ই কর—
লক্ষ্য ক'রে চ'লো—
তোমার করা, চলা বা বলায়
কা'রও অসুবিধা হ'চ্ছে কিনা,
আর, ক'রোও না তা',

বরং মানুষের অসুবিধাকে
যা'তে কমিয়ে দিতে পার
তা'ই ক'রো—
যেখানে যেমন প্রয়োজন—
শ্রেয় যা' তা'কে অব্যাহত রেখে,
তোমার বলা, চলা, করা
যেন মানুষের হৃদ্যই হ'য়ে উঠতে থাকে,
সঙ্গে-সঙ্গে তা' যেন
মানুষের সত্তাপোষণী হ'য়ে ওঠে—
স্বাভাবিক সহজ অনুরঞ্জনায় ;
তগ্‌লিব পোহাতে হবে কমই। ৬৪।

যদি কা'রো সহযোগ চাও,
বা সহানুচর্য্যা চাও,
তবে তোমার ভাবভঙ্গী, আদব-কায়দার
এমনতর হৃদ্য সঙ্গতি নিয়ে বাক্যালাপ কর,
যা'তে তোমাতে সে অন্তরাসী হ'য়ে ওঠে ;
পরিহাস ক'রে
বা ঠাট্টায় খোঁচা মেরে
বা দোষারোপ ক'রে
কিংবা উত্ত্যক্ত বা সঙ্কুচিত ক'রে
তা'র হৃদয়খানা তুমি পাবে না—
তা'তে সে বরং
দ্রোহভাবাপন্ন, বিরক্ত হ'য়ে উঠবে,
জব্দ ক'রে কাজ হাসিল ক'রতে যাওয়া
জব্দ হওয়াকেই ডেকে আনা ছাড়া
আর কিছুই নয় ;

সুশাসন-শিষ্ট সত্তাপোষণী চর্য্যাই
তোমার সম্পদ্‌,
অধ্যবসায়ী সহ্য, ধৈর্য্যের সহিত
হৃদ্য, সৌজন্যপূর্ণ বাক্‌ ও ব্যবহার
মানুষের অন্তরকে আকৃষ্ট ক'রে তোলে ;
নয়তো, চালবাজি ক'রে
আধিপত্যের অহৈতুকী দাবী
মানুষের হৃদয়কে আকর্ষণ ক'রতে পারে না,
শ্রেয়ই যদি চাও,
বুঝে চ'লো। ৬৫।

তুমি নিজের বেলায়
যেমনতর চাহিদা, চলন, বলন ও করণ
শুভদ ব'লে বিবেচনা কর,
পছন্দ কর,
পেয়ে সুখী হও,
হৃষ্ট হ'য়ে ওঠ তুমি,
তোমার বাঞ্ছিতের প্রতি
স্বতঃ-অনুরাগ-সন্দীপনায়
সক্রিয়ভাবে
চ্যুতিহীন একাগ্র অনুবেদনায়
যখন তেমনি ক'রতে পারবে,
মনে রেখো—
তখন থেকেই
ভজন-প্রবর্ত্তনার সুখী চেতনা
আরম্ভ হ'লো ;
আর, এমনতরভাবে এগিয়ে চ'লবে

যেমনতর যতই
তোমার ব্যক্তিত্ব ও বোধি
ভক্তি-বিনায়িত লাস্য-নন্দনায়
জীয়ন্ত হ'য়ে চলবে তেমনি,
ভাগ্যরেখাও ভজন-পরিক্রমায়
তেমনি প্রতিক্রিয়া নিয়েই
চ'লতে থাকবে। ৬৬।

যদি শ্রেয়ই চাও,
শ্রেয়চলনে নিজেকে সজ্জিত ক'রে তোল—
কথায়-বার্ত্তায়, সাজে-সজ্জায়,
আচারে-ব্যবহারে,
অনুবেদনায়,
অনুকম্পী আগ্রহে ;
যেমনটি তুমি অন্যের কাছে প্রত্যাশা কর
অন্যের প্রতিও তেমনতর ক'রো—
যেমনটি চাও—তা' না পেলেও ;
তোমাকে যা'রা শ্রেয় ব'লে মনে করে,
দেখবে—
তা'রাও অমনতর হ'য়ে উঠতে
প্রচেষ্টাবান হ'য়ে উঠছে,
তা' যতই হবে,
তুমি পাবেও অমনতর ;
ফল কথা, তুমি নিজে যেমন চাও,
অন্যের প্রতি তেমনতরই হও—
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ার্থ-তৎপর অনুবেদনা নিয়ে। ৬৭।

তুমি যেই হও না কেন,
যে-বিষয়ে যেই যা' বলুক,
অবস্থা ও সঙ্গতিতে যতখানি অনুমোদন করে
খোলা মনে
বিবেচনার চশমায়
তা' দেখ ও শোন—
বড়-ছোট নির্ব্বিশেষে,
আর, মানসচক্ষুতে দেখতে চেষ্টা কর
তা' তোমার
আদর্শ, উদ্দেশ্য ও অনুচলনের
সহায়ক হয় কিনা,
বুঝে
তোমার কর্ম্ম-পদবিক্ষেপের
পথ-নির্দ্ধারণ কর,
কিংবা কখন কোথায় তা' কাজে লাগে
সেটাও বিবেচনায় রাখ—
বাস্তবতার সাথে বেশ ক'রে খতিয়ে নিয়ে,
যথাসম্ভব কাউকে
তোমার কাছে
তা'র কথা প্রাণখুলে বলার স্পৃহা হ'তে
বঞ্চিত না ক'রতে চেষ্টা ক'রো;
বিশেষ ও বিহিত স্থল ব্যতিরেকে
কাউকে নিরঙ্কুশ কথা দিও না,
ভাল হ'লে ধন্যবাদ দিও,
আবার, অপছন্দ হ'লে
ব'লো—'বেশ! শুনে রাখলাম',
আর, অসৎ বা নিন্দার্হ হ'লে

পার তো সৌজন্যের সহিত প্রতিবাদ ক'রো ;
তা'তেও মানুষের অসৎ-প্রবৃত্তির
খানিকটা নিরোধই হবে,
দেখবে, তোমার এই অভ্যাস
তোমাকে অনেকেরই কাছে তৃপ্তিপ্রদ ক'রে তুলবে,
আর, তুমিও অনেকস্থলে
লাভবান হ'য়ে উঠবে। ৬৮।

তুমি স্মিতশ্রদ্ধ অন্তঃকরণের সহিত
বাক্য, ব্যবহার ও বোধব্যবস্থ অনুচর্য্যা নিয়ে
যা'কে যেমন ক'রবে,
প্রতিক্রিয়ায়ও সাধারণতঃ তেমনিই পাবে,
চক্ষুর তৃপ্তিজনক
এবং শ্রবণের শ্রুতিমধুর বাক্যের
প্রীতি-উৎসারণ যা',
তাই-ই তোমার হৃদয়কে স্পর্শ ক'রে
অন্তরকে প্রীতিদীপনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে,
তাই, প্রীতিপূর্ণ সহানুভূতি নিয়ে
তুমি যেখানে অমনতর আচরণ ক'রবে,
পাবেও তাই-ই প্রায়শঃ ;
অবশ্য যা'কে যা'ই কর না কেন,
প্রত্যাশালুব্ধ হ'য়ে যত না কর—
ততই ভাল,
কারণ, তোমার করার ভিতর-দিয়ে
প্রতিক্রিয়ায় তুমি যদি
যা' প্রত্যাশা কর, তা' না পাও,
তা'তে কষ্ট পাবে তুমিই,

ঈশ্বর প্রীতি-বিকিরণার ভিতরেই
উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠেন—
বোধ-সন্দীপনী প্রদীপনায়। ৬৯।

তুমি অচ্যুত শ্রেয়নিষ্ঠ হ'য়ে
বাক্, ব্যবহার ও অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
মানুষের যতই হৃদ্য হ'য়ে উঠবে,
দরদী হ'য়ে উঠবে,—
তোমার ব্যক্তিত্ব
তোমার পরিবেশের
প্রীতি-সন্দীপনী ও মর্ম্মস্পর্শী হ'য়ে উঠবে ততই,
তা'রা তোমাকে নির্ব্বিচারে
আপনার জন ব'লে আলিঙ্গন ক'রবে;
বিদ্রূপ-কটাক্ষ
মানুষকে বিপরীতই ক'রে তোলে,
এমন-কি, মিষ্ট অসৎ-নিরোধী তৎপরতা নিয়ে
কুৎসিত লোকদের প্রতিও
যতই অমনতর হ'য়ে উঠবে—
সাবধানী সুবিন্যাস-তৎপরতায়,—
হয়তো দু-দশবার ঠ'কতেও পার,
কিন্তু তোমার ঐ হৃদ্য স্বভাব
তোমার প্রতি
তা'দিগকে অনেকখানি
সশ্রদ্ধ ক'রে তুলবেই কি তুলবে,
তা'র ফলে, আশু কিছু না হ'লেও
উত্তর জীবনে হয়তো
তুমিই হ'য়ে উঠবে তা'দের

একটা বিবর্ত্তনী দীপনকেন্দ্র ;
ঈশ্বরের আশিস্‌-ধারা সবা'তেই স্রোতকল্লোলী,
ঐ অনুবেদনী অনুপ্রাণতা
মানুষের অন্তর্নিহিত ঐ স্রোতকেই স্পর্শ ক'রে
তা'দের মর্ম্মকে মহৎ-সম্বেগী ক'রে তোলে,
ঈশ্বরই চির-মহৎ। ৭০।

সু-সমীক্ষু চৌকস চলন—
অর্থাৎ, শুভ-অশুভ ন্যায়-অন্যায়ের
ভিতর-দিয়ে
সুবীক্ষণী তৎপরতায়
বোধ ও ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
অস্তিবৃদ্ধির সম্পোষণী যে-চলন,
তা'ই কিন্তু সাম্য-চলন,
এই সাম্য-চলনের ব্যতিক্রমে
একটা বিরাট্‌ ওজঃ-উদ্দীপ্ত
ক্রিয়া-তৎপরতা হ'তে পারে ;
আবার, এর অভাবে
অর্থাৎ, ঐ সম্যক্‌ দৃষ্টি ও বিবেচনার
অভাবে
অব্যবস্থ হ'য়ে যে-চলন অবলম্বিত হয়,
তা' জাহান্নমের দিকেও হ'তে পারে,
তাই, জলুস-ওয়ালা চলন যে
সব সময়ই সাম্য-চলন হয়
তা' নয়কো,
সাম্য-চলনই সম্মানের ও সম্বর্দ্ধনার ;
অবিবেকী গোঁয়ার চলন

তা' ভালই হো'ক
আর মন্দই হো'ক
বাহবার উপযুক্ত কমই। ৭১।

কেউ যদি তার দরদী, দয়িত
বা প্রয়োজনীয় কা'রও কাছে
হৃদয় খুলে কথা ব'লতে চায়, মিশতে চায়—
ভারাক্রান্ত হৃদয়ের গুরুভারকে লাঘব ক'রতে
পাতলা হ'য়ে একটু সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে,
সে যদি তোমারও দরদী, দয়িত
বা প্রয়োজনীয় হয়—
তবুও তা'র ঐ প্রত্যাশার
বাধা হ'য়ো না কখনও,
সমবেদনার আপ্যায়নে
সুবিধা ক'রে দিও তা'র,
আর, তা'র সোয়াস্তির নিঃশ্বাস লাভ করার
অন্তরায় তুমিও হ'য়ো না,
সামর্থ্যমত অন্যকেও হ'তে দিও না ;
পরিশ্রান্ত হৃদয়ে
সুবাতাসপূর্ণ ক্ষণিকের ছায়াতেও
যেমন তোমার ক্লান্তি হরণ করে
তেমনি তা'রও কিন্তু,
সমব্যথী এমনতর সহচর্য্যায়
তুমিও সোয়াস্তি পাবে,
অনুকম্পার পাত্র হবে অনেকেরই ;
কিন্তু যেখানে দেখবে
তোমার দয়িত, দরদী বা প্রয়োজনীয় কেউ

দলিত হবার সম্ভাবনা,
স্বার্থসন্ধিক্ষুতার বিষাক্ত বিষে
জর্জ্জরিত হওয়ার সম্ভাবনা,—
সন্ধিৎসা ও সাবধান বিচক্ষণতা নিয়ে
কুশলকৌশলী কঠোর নিয়ন্ত্রণে
তা'কে নিরস্ত ক'রো,
তা'তে দয়িতও ত্রাণ পাবে,
আত্মপ্রসাদ তোমাকেও নন্দিত ক'রে তুলবে। ৭২।

প্রত্যাশা-প্ররোচিত ক'রে
মানুষকে আয়ত্তে আনতে যেও না,
ভেবো না, ঐ প্রত্যাশার প্রলোভন দিয়েই
তুমি তা'কে কিনে ফেলবে,
বরং ঐ প্ররোচিত প্রত্যাশা
তোমাকেই
তা'র শিকার ক'রে নিতে কসুর ক'রবে না;
প্রলোভন দেখিয়ে
কাউকে কিনতে পারা যায় না,
তাই, তোমার আচার, ব্যবহার, অনুকম্পা,
সহৃদয়ী সৌজন্য, সেবানুচর্য্যা
ও সার্থক সুসঙ্গত বাস্তব বোধি-বিন্যাসের ভিতর-দিয়ে
মানুষ তোমার হৃদয়ের স্পর্শলাভ করুক,
সশ্রদ্ধ আনতিতে অচ্ছেদ্যভাবে
তোমাতে প্রীতিনিবদ্ধ হ'য়ে উঠুক;—
এমনি ক'রে হৃদয় দাও, হৃদয় পাবে,
তোমার অন্তরস্থ অনুকম্পী আকর্ষণ
মানুষের হৃদয়কে আকৃষ্ট ক'রে তুলবে;

অবশ্য, অযথা বিজ্ঞতার
প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ খোলস প'রে
যা'রা শম্বুকবৃত্তি অবলম্বন ক'রে আছে,
সেই খোলস না ফাটা পর্য্যন্ত
তা'রা নিজেকে খুলতে পারে না,
কিন্তু তা'দের অন্তরেও যদি
ইষ্টার্থ প্রতিষ্ঠা ক'রতে পার,
তাই-ই তোমাকে সুপ্রতিষ্ঠ ক'রে তুলবে
সাত্ত্বিক স্বভাব-সঙ্গত বান্ধবতায়,
এমনি ক'রেই তোমাতে সর্ব্বতোভাবে
স্বার্থান্বিত ক'রে তোল তা'দিগকে,
তুমিও তা'দের স্বার্থ হ'য়ে ওঠ—
ইষ্টানুগ নিয়ন্ত্রণ-অনুচর্য্যায়,
সম্বর্দ্ধিত হবে তুমি,
তাপস ক্লেশসুখপ্রিয়তার ভিতর-দিয়ে
সম্বর্দ্ধনার স্বাগতম্-আমন্ত্রণে
ক্রম-যোগ্যতায় তা'রাও সার্থক
ও সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠবে। ৭৩।

যখন দেখবে
কেউ কা'রও সহিত বা কাহাদের সহিত
কথোপকথনে -নিযুক্ত,
তখন তুমি অনাহূত অবস্থায় উপস্থিত হ'য়ে
ঐ কথোপকথনের অংশীদার হ'তে যেও না,
যতক্ষণ পর্য্যন্ত না দেখছ,—
ঐ কথোপকথন একটা বিসদৃশ অবস্থায়
বা অপমান-সূচক অবস্থায় আবির্ভূত হ'চ্ছে;

আবার, কেউ যদি কাহাদেরও সঙ্গে
কথোপকথনে নিযুক্ত থাকে,
তুমি যদি আহূত হও,
বা সেখানে যদি উপস্থিত থাক,
তোমার পক্ষে যদি সম্ভব হয়—
সুষ্ঠু, হৃদ্য বাগ্‌ভঙ্গী ও অনুচর্য্যা নিয়ে
ঐ আলোচনা যা'তে
সুসঙ্গতিতে সার্থক হ'য়ে ওঠে
এমনতরভাবে তা'র আদর্শ বা উদ্দেশ্যমাফিক
সাহায্য যদি ক'রতে পার,
তাই-ই কিন্তু শ্রেয় ;
আর, জিজ্ঞাসা ক'রলে
বিনীত সৌজন্যে
সুযৌক্তিক, বীর্য্যশালী, দৃঢ়প্রত্যয়ী সমর্থনে
তৎ-সম্বন্ধে নিজের মত ব্যক্ত ক'রো—
যা'তে কথোপকথনে নিযুক্ত যে বা যা'রা
বা শ্রোতা যা'রা
তা'দের প্রত্যেকেই উপকৃত হ'য়ে ওঠে ;
তাই, অনাহূতভাবে যেয়ে
বা সেখানে উপস্থিত থেকে
একটা বিসদৃশ অবস্থার সৃষ্টি করা
অভদ্রোচিত, অনৈতিক স্নায়ুবিকার ছাড়া
আর কিছুই নয়কো ;
হৃদ্য অভিব্যক্তির সহিত
যতখানি সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়
ও অনুচর্য্যার প্রয়োজন,

তা' নিয়ে
যে-বিষয় বা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হ'চ্ছে
তা'র উপচয়ী অনুবর্ত্তনায়
শ্রেয় সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওনই
কিন্তু কথোপকথনের সার্থকতা ;
নয়তো, ব্যতিক্রমে ব্যাঘাত-সৃষ্টি
উভয়ের পক্ষে অমঙ্গলসূচক,
এবং তা' দ্রোহেরই আমন্ত্রক। ৭৪।

মনোজ্ঞ হওয়া মানেই মন-বুঝে চলা,
আর, মন বুঝতে হ'লেই
মানুষের অবস্থা, বাক্য, ব্যবহার, ভাব, ভঙ্গী
চালচলন দেখেই বুঝতে হয়—
মানুষ কী ভেবে কী করে,
কোন্ অবস্থায় কী চায়,
কেমন ভঙ্গী করে,

তা'র চাউনি-চলন কেমনতর হয়,
সে আচার-ব্যবহারই বা কেমন করে,
বলেই বা কী,
কোন্ ভাব লুকিয়ে কেমন চলাবলা হ'লে
সেই চলাবলার ভিতর-দিয়ে
অন্তরস্থ ভাবের কী অভিব্যক্তি আসে,
কী অবস্থায়, কী চাহিদায় মানুষ কেমনতর কী করে,
তা'ই বুঝে-বুঝে, ধিইয়ে-ধিইয়ে
মনোবিচারণায় সেগুলি খাটিয়ে-খাটিয়ে
অধিগত ক'রে যে যত চ'লতে পারে,
মানুষের মনোজ্ঞও হ'তে পারে সে তেমনি ;

তেমনতরই, তুমি যদি কা'রও স্বার্থে
স্বার্থান্বিত হ'য়ে উঠতে চাও,
তা'র চাহিদাগুলিকে
তোমার চাহিদা ক'রে তুলতে হবে,
তোমার যদি কোন পছন্দ বা চাহিদা থাকেও,—
এবং সে-চাহিদা তা'র যদি মনঃপূত না হয়,—
তৎক্ষণাৎ তা'র চাহিদা চলন-বলনের ভিতর-দিয়ে
যা' প্রকট হ'য়ে ওঠে,
বিবেচনায় কুশলকৌশলী তাৎপর্য্যে
সেই ধারায়
তোমাকে তেমনি ব'লতে হবে, ক'রতে হবে—
তা'কেই আপনার ক'রে নিয়ে,
শ্রেয়-দীপনায় আত্মনিয়ন্ত্রণে
নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা-ধী দিয়ে
তা'কে উপচয়ী ক'রে,
তোমার বুদ্ধি, মেধা
ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যবস্থিতিকে সক্রিয় ক'রে
তা'র বলবৃদ্ধি ক'রেই চ'লতে হবে—
আপদ্-নিরাকরণ-তৎপর হ'য়ে
মাঙ্গলিক অভিদীপনায়,
শুভ-বোধায়নী পরিপ্রেক্ষায় অশুভকে নিরোধ ক'রে;
কিছুদিন এমনি ক'রতে-ক'রতে দেখতে পাবে—
তুমি সেই লোকটার স্বার্থে
স্বার্থান্বিত হ'য়ে উঠেছ,
তা'র চাহিদা, চলন, ইচ্ছাগুলি
তোমার সাথে একতানে বেজে উঠছে,
তা'র শুভতে তোমার সমস্ত ধী

কুশলকৌশলী তাৎপর্য্যে
তেমনি ক'রেই
তোমার অন্তরে গেয়ে উঠবে—"শুভমস্তু" । ৭৫ ।

শুধু কর্ত্তব্যবোধ মানুষকে
প্রেরণাপ্রদীপ্ত ক'রে তুলতে পারে না,
অন্তরকে আগ্রহান্বিত ক'রে
বলীয়ান্‌ও ক'রে তুলতে পারে না—
যদি প্রীতি না থাকে,
স্বার্থান্বিত হ'য়ে না ওঠে,
অনুকম্পী ও উপচয়ী হ'য়ে না ওঠে
কেউ কা'রও প্রতি
সক্রিয় পারস্পরিকতায়—শ্রেয়-সন্দীপনায় ;
তাই,—যদি কাউকে তুমি তোমার
পৃষ্ঠপোষক ক'রে তুলতে চাও,
সমর্থক ক'রে তুলতে চাও,
তোমার উপচয়ে উদ্‌বুদ্ধ ক'রে তুলতে চাও—
যা'তে সে তোমার উপভোগ্য হ'য়ে
তোমাকে উপভোগ ক'রতে পারে
এমনতর ক'রে তুলতে চাও,
তাহ'লে তুমি তা'তে প্রীতিপ্রদীপ্ত হও
প্রসন্নতায় প্রসাদপুষ্ট ক'রে,
অন্তরাসী হ'য়ে ওঠ,
তা'র স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠায়
সক্রিয় অনুধ্যায়ী হ'য়ে ওঠ,
সমর্থন ও সম্বর্দ্ধনার আরতি হ'য়ে ওঠ তুমি তা'র
শ্রেয়ার্থপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে,

তবে তো সে তোমার যশস্তপাঃ হ'য়ে উঠবে,
স্বার্থ, সমর্থন ও প্রতিষ্ঠার
দীপক দায়িত্ব নিয়ে
স্বেচ্ছ ক্লেশসুখপ্রিয়তার সহিত
তোমার জন্য যা' করণীয়
ক'রতে অবাধ হ'য়ে চ'লতে চাইবে সে,
কারণ, মানুষ যা' পায় না
অথচ চাহিদা আছে—
তা' যেখানে পায়
সেখানেই সে আনত হ'য়ে ওঠে
অন্তরাসী হ'য়ে ওঠে তা'তে ;
নয়তো, কা'রও জন্য ক'রবেও না কিছু,
কা'রও হবেও না আপন,
ভাঁওতায় চাহিদা সিদ্ধ ক'রতে চাইবে—
তাহ'লে মানুষের অন্তর্নিহিত জীবন-দেবতা
ক্ষুণ্ণই হ'য়ে রইবেন
তা' তোমাতেও,
তাই বলি, চাও তো কর ;
আর, এটাও ঠিক জেনো—
ঐ করাটা যদি পারস্পরিক না হয়
সামর্থ্য ও সঙ্গতি-অনুপাতিক—সহৃদয়তা নিয়ে
এমন-কি, তা'রই দেওয়া যা'—
তা'র ভিতর-দিয়েই
একতরফা একজনই যদি ক'রে চলে—
অসৎনিরোধী না হ'য়ে,
শ্রেয়প্রতিষ্ঠ না হ'য়ে,
আর একজন শুধু তা'র সুযোগ গ্রহণ করে,

সে কিন্তু ধীরে-ধীরে
অপ্রীতিকর শোষকপ্রবৃত্তি-সম্পন্ন হ'য়ে উঠবে,
অবাঞ্ছিত হ'য়ে উঠবে সে। ৭৬।

কেউ তোমাকে ভালই ভাবুক,
বা মন্দই ভাবুক,
বিদ্রূপই করুক
বা উপহাসই করুক,
তুমি সেদিকে অযথা উদ্‌গ্রীব উৎকণ্ঠ
হ'তে যেও না,
আর, তা' নিয়ে অযথা
কষাকষিও ক'রতে যেও না ;
তুমি সবারই সাথে
হৃদ্য ব্যবহার ও হৃদ্য অনুচর্য্যার
সংস্রব রেখে চ'লো ;
আর, ঠিক ভেবো—
তোমার প্রেয় ব'লে যদি কেউ থাকেন,
তাঁ'র পক্ষে যে যেমনতর প্রয়োজনীয়,
পুষ্টি ও স্ফূর্ত্তিপ্রসূ,
তাঁ'র সংরক্ষণে, সম্পূরণে, সম্পোষণে
কৃতিমুখর যে যেমন যত—
নিরন্তরতা নিয়ে,—
সেই তোমার আপন ততখানি ;
তা'র সেবা ও শুশ্রূষাপরায়ণ
নিজেকে যতখানি ক'রে তুলতে পার—
এমনভাবে
যা'তে সে বা অন্য কেউ

অস্বস্তি অনুভব করার মত
বিহিত কারণ না পায়,
তা' তোমার পক্ষে ততই কল্যাণপ্রসূ,
নয়তো, কে তোমায় কেমন ভাবে,
কেমন ক'রে,
এই দেখে যদি চ'লতে চাও,—
অযথা ধারণার অভিভূতি নিয়ে
তুমি নিজেকেই ভারাক্রান্ত
ক'রে তুলতে থাকবে ;
তাই বলি,—অমনতর সহজ চলনায়
চ'লতে থাক,
হৃদ্য হও সবারই,
স্বস্তি পাবে,
সুখী হবে। ৭৭।

কাউকে মানবে না,
অথচ সবাই তোমাকে মেনে চ'লবে,
এ আহাম্মকী প্রত্যাশা
তোমাকেই ক্লিষ্ট ও ভারাক্রান্ত ক'রে তুলবে,
কারণ, তোমার মানাই
অন্যের মানবার প্রবৃত্তিকে অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে ;
তুমি সহ্য ক'রবে না কাউকে,
তোমাকে সহ্য করুক সবাই—
এ প্রত্যাশা ধৃষ্টতামাত্র,
অন্যের অশোভন ব্যবহার
যা' তোমার কাছে ভাল লাগে না,
তা' বিহিতভাবে সহ্য ও বিনায়িত করার ফলে

অন্যের ভিতর তোমাকে সহ্য ও বিনায়িত করার প্রবৃত্তিই
সঞ্চারিত হ'য়ে থাকে ;

তুমি দেবে না কিছু,
অথচ চাইবার বেলায় শতহস্ত হ'য়ে উঠছ,
তা'র মানেই হ'চ্ছে
ঐ শতহস্ত তোমাকে
ঐ পাওয়া হ'তে প্রতিনিবৃত্ত ক'রে তুলবে,

কা'রও আপদে-বিপদে, সুখে-সম্পদে
উচ্ছল আত্মপ্রসাদ নিয়ে
তুমি যদি অধ্যবসায়ী অনুচর্য্যায়
বিহিত করণীয় যা' তা' না কর,
ঠিক মনে এঁকে রেখো—
তোমার বেলায়ও অন্যে অমনতর ক'রবে,
তাই-ই প্রত্যাশা করা যায় বেশী ;
ঐ প্রত্যাশাকে অতিক্রম ক'রে যেখানে পাচ্ছ,
তা'ও কিন্তু মানুষের
অন্তর্নিহিত দরদী অনুকম্পারই অবদান,

তোমার অধ্যবসায় নাই,
আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষা বহুৎ,
ঐ আধিপত্যের প্রচেষ্টা
তোমার বিকৃত ব্যাধিরই উপস্রষ্টা,

ফল কথা, যেমনভাবে যে-ভঙ্গীতে
বা অভিব্যক্তিতে
যে-সুরে, যে-ব্যবহারে
মানুষের প্রতি যেমন যা' ক'রবে,—
প্রতিক্রিয়ায় তুমি ইচ্ছাই কর,
আর অনিচ্ছাই কর,—

ঐ জাতীয় পাওয়ার জন্য
তোমার অদৃষ্ট অপেক্ষা ক'রে থাকে ;
ব্যত্যয় হয় যেখানে
তা'ও কিন্তু ব্যত্যয়ের প্রতিক্রিয়াই,
তুমি জান বা না জান
মুখ্য বা গৌণরূপে
তা' তোমার কাছে হাজির হ'য়ে ওঠে ;
ঈশ্বর বিধিস্রোতা,
তাঁ'র আশিস্‌-সম্বেগ
সত্তার অন্তর্দ্দেশে অধিষ্ঠিত থেকে
জীবনকে চেতন-সম্বেগী ক'রে রাখে ;
মনে রেখো—ভজনই ভাগ্যের প্রদীপ,
যা'র প্রতি যা'ই কর না কেন,
সে-করার প্রেরণা ঐ তাঁ'কেই স্পর্শ করে,
পাও-ও তেমনি,
তাই ভগবানের উক্তি ঃ—
"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ" । ৭৮ ।

বর্ত্তমানে তোমার চালচলন, আচার-ব্যবহার
কথাবার্ত্তা ইত্যাদি,
তোমার পরিবার-পরিবেশে
যদি হৃদ্যও হয়,
এবং পূর্ব্বে যদি তা' পরিবার-পরিবেশে
উদ্ধত, আত্মম্ভরি হ'য়ে চ'লে থাকে,
তবে মনে ক'রো না—

বর্ত্তমানের আপাতঃ
ঐ হৃদ্য বাক্য-ব্যবহার অনুশীলন-তৎপরতা
পরিবার ও পরিবেশের সবাইকে
এখনই তোমার প্রতি
শ্রদ্ধোষিত প্রীতিমুখর ক'রে তুলবে ;
পূর্ব্বে তোমার সক্রিয় জীবন যেমন ছিল—
আচারে, ব্যবহারে, বাক্যে, চালচলনে,—
সেগুলির সঞ্চিত প্রতিক্রিয়াকে উপেক্ষা ক'রে
তা'রা তোমার কাছে
প্রীতিমুখর অনুচর্য্যাপরায়ণ হ'য়ে চলবে,—
তা' কিন্তু নাও হ'তে পারে ;
তা'দের সহিত বর্ত্তমানে সদ্ব্যবহার করা সত্ত্বেও
সহজে তা'দের অন্তঃকরণে
আস্থাই আসবে না যে,
তুমি তা'দের প্রতি
প্রীতিমুখর হ'য়ে আছ ;
পূর্ব্বের প্রতিক্রিয়া পুনঃপুনঃ আসা সত্ত্বেও
যখন তুমি তা'দের প্রতি
প্রীতিসন্দীপ্ত হ'য়ে
তদনুগ অনুচর্য্যায়
তা'দের হৃদয় ফুল্ল ও প্রবুদ্ধ ক'রে চ'লবে,
ঐ পূর্ব্বের প্রতিক্রিয়াগুলি
তোমাতে সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
যখন পূর্ব্বের মত
সাড়া আর পাবেই না,
তখন থেকে দেখতে পাবে—
ক্রমশঃই তা'রা তোমার প্রতি

কতখানি শ্রদ্ধোষিত হ'য়ে উঠেছে,
তোমার জীবনে জীয়ন্ত হ'য়ে চ'লতে
কতখানি আগ্রহান্বিত হ'য়ে উঠেছে—
অস্তিবৃদ্ধির অনুদীপনী অনুশাসন-অনুবর্ত্তিতায়
প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলিতে
অর্ঘ্যান্বিত ক'রে তোমাকে ;
তুমি যেমন কর,
নানা সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
তা'র প্রতিক্রিয়া যেমন আসে,
সেই প্রতিক্রিয়াকে বিনায়িত ক'রে
যতই জীবনীয় ক'রে তুলতে পারবে,—
তুমি জীবনীয় হ'য়ে উঠবে
সকলের কাছে তেমনি ;
ঈশ্বরই প্রীতি-তীর্থ,
জীবন-বন্দনা,
সম্বুদ্ধি ও সম্বর্দ্ধনার পরম উৎস। ৭৯।

যেখানেই যাও,
আর, যেখানেই থাক না কেন,—
তোমার প্রতিষ্ঠান বা তোমাকে দেখার উদ্দেশ্যে,
বা আলাপ-আলোচনা করবার উদ্দেশ্যে,
যদি কেউ তোমার কাছে আসে,
ব্যস্ত-ত্বরিত সৌজন্যপূর্ণ আপ্যায়নী অনুচর্য্যা নিয়ে
তাকে তোমার কাছে বসাও,
তার সঙ্গ কর,
তোমার আলাপ-আলোচনাগুলি সবই যেন
ইষ্টানুগ সার্থকতায় অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে ;

হৃদ্য ব্যবহার ক'রো—
তা' বাক্যে ও চাল-চলনে,
আবেদন কর বা না কর,
তোমার বিনীত আবেদনী ভঙ্গী
যেন তা'কে তোমার প্রতি দরদী ক'রে তোলে,
যেই আসুক না তোমার কাছে
আর সে যেমনই হো'ক্,
অন্ততঃ এতটুকু হৃদ্য অভিব্যক্তি দিতে
কিছুতেই কসুর ক'রো না ;
প্রণম্য গুরুজনদের
বিনম্র প্রণতি-আপ্যায়নায়
তোমার প্রতি স্নেহাকৃষ্ট ক'রে তুলো,
ফুরসুত ক'রে প্রায়শঃই
আলাপ-আলোচনায় নন্দিত ক'রে তুলো তা'দিগকে,
সম্ভ্রান্ত বরেণ্য যা'রা,
স্মিত-নম্র অনুচর্য্যায়
তৃপ্ত ক'রে তুলো তা'দিগকে,
স্বতঃ-উৎসারণী আকুতি নিয়ে
তাঁ'রা যেন তোমাতে
সক্রিয়ভাবে আকৃষ্ট থাকেন,
ছোট স্নেহাস্পদ যা'রা
উৎসারণী উৎসাহে
তা'দিগকে এমনতর অনুদীপ্ত ক'রে রেখো,—
যা'র ফলে, সব সময়ই তা'রা
তোমাকে কেন্দ্র ক'রে নিয়ন্ত্রিত হ'তে ভালবাসে ;
সন্ধিৎসাপূর্ণ সুবীক্ষণায়
কে কোথায় কেমন ক'রে এগুচ্ছে,

সেদিকে নজর রেখো—
আদানে-প্রদানে আপ্যায়নায়
সত্তাপোষণী রক্ষণায় লক্ষ্য রেখে,
তোমার অমনোযোগিতার অবশ আচরণ
যেন কাউকে না হারায়,
আরো মনে রেখো,
তোমার সহচর, অনুচরবৃন্দ বা বন্ধুবান্ধব
তোমার দায়িত্বে যা'রা বসবাস করে,
তা'রা যেন
কা'রও প্রতি এতটুকু আপ্যায়নী অভিব্যক্তি দিতে
ত্রুটি না করে,—
যে-ত্রুটি কোন-না-কোন সময়ে
তোমাকে শঙ্কিত ক'রে তুলতে পারে;
তুমি যদি অন্যথা ব্যস্ত থাক,
এমন সময় আগন্তুক কেউ যদি আসে,—
তা'কে বিহিত ব্যবহার ও অনুচর্য্যায়
আপ্যায়িত ক'রে
কৌশলে তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'রে
যথাকরণীয় ক'রতে
ঐ তা'দিগকে অভ্যস্ত ক'রে তুলো,
মনে রেখো, তোমার বা তা'দের
অননুচর্য্যী দায়িত্বহীনতা
দুঃস্থিকেই আমন্ত্রণ ক'রতে পারে। ৮০।

বয়োবৃদ্ধ গুরুজন যাঁ'রা তোমার,
তাঁ'দের প্রতি শ্রদ্ধোদ্দীপী সেবা
মানুষের অন্তঃকরণকে সশ্রদ্ধই ক'রে তোলে,—
সজাগ থেকো ওতে;

স্মরণ রেখো—
তাঁ'দের বহুদর্শী বিজ্ঞতা
শ্রদ্ধাশীল সেবানুচর্য্যার ভিতর-দিয়েই
তোমাদিগেতে সঞ্চারিত হ'য়ে
সুষ্ঠু সমাবেশে
সার্থক অন্বয়ে
সুসজ্জিত হ'য়ে উঠতে পারে ;
যাঁ'রা তোমার প্রণম্য
স্বাভাবিক সঙ্গত-সৌজন্যের সহিত
তাঁ'দের প্রণাম ক'রো,
কুশল জিজ্ঞাসা ক'রো,
অবস্থাক্রমে সঙ্গত হ'লে
আপ্যায়িত সৌজন্যে
অন্নপান গ্রহণের অনুরোধ ক'রো—
বৈশিষ্ট্যপালী বৈধী বিবেচনা নিয়ে,
কিন্তু অন্যায্যভাবে চাপাচাপি ক'রো না ;
যা'রা অশক্ত তা'দের সাহায্য ক'রো,
হয়তো, হাতের লাঠিখানা, পাদুকা
বা যা'ই থাকুক না কেন
এগিয়ে দিলে,
ঝেড়ে-মুছে একটু পরিষ্কারই ক'রে দিলে—
যেখানে যেমন সমীচীন,
প্রয়োজন-বোধে হয়তো ধ'রে তুললে
সঙ্গে-সঙ্গে খানিকটা এগিয়ে গেলে—
স্বতঃস্বেচ্ছ আগ্রহে
ব'লবার আগে বা চাইবার আগে,
সশ্রদ্ধ সম্ভ্রমে কাউকে আসতে দেখলেই

হয়তো ব'সবার আসন প্রস্তুত ক'রে রাখলে,
আসা-মাত্র দিলে,
প্রয়োজন যদি বোঝ—
পা ধোবার জল ও গামছা
তোমার পক্ষে সঙ্গত হ'লে
এনে দিলে,
সশ্রদ্ধ বিনয়ে তাঁ'দের সম্মুখে
তাঁ'দের অসুবিধা না হয়—
এমনতরভাবে দাঁড়িয়ে রইলে
সেবার আগ্রহ নিয়ে,
তাঁ'রা গাত্রোত্থান ক'রলে, উঠে দাঁড়িয়ো,
ব'সবার ইঙ্গিত বা নির্দ্দেশ দিলে ব'সো,
বা তাঁ'রা ব'সলে
তোমার নিজের আসন গ্রহণ ক'রো;
কিন্তু তাঁ'দের থেকে উচ্চ আসনে ব'সো না;
ইত্যাদি রকম চলনার ভিতর-দিয়ে
তুমি বিনীত হ'য়ে উঠবে,
তোমার হৃদয় শ্রদ্ধোচ্ছল হ'য়ে উঠবে,
আত্মপ্রসাদও লাভ ক'রবে সাথে-সাথে;
যে-কোন ভদ্র বা মর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির সহিতও
যেখানে যেমন বিহিত
তেমন করাই শ্রেয়
ছোটদেরও স্নেহল আপ্যায়নে সম্বর্দ্ধনা ক'রো—
তাই ব'লে, অসৌষ্ঠব বাড়াবাড়িও ক'রতে যেও না,
এই সামান্য একটু শিষ্টাচারের
সন্ধিৎসু পরিবেক্ষণ ও পরিচর্য্যায়
কতটুকু তৃপ্তি লাভ কর—

ক'রে দেখো';
তুমি যদি শিষ্টাচার পালন কর
সেটা তোমার পক্ষেই ভাল—
যা'দের প্রতি কর
তা'দের কিছু এসে যা'ক্ বা না যা'ক্;
অন্তর্নিহিত গর্ব্বেপ্সু হীনম্মন্যতা থাকলে
মানুষ এতটুকুও ক'রতে পারে না,
বিনীত হ'তে পারে না,
স্পর্দ্ধাপূর্ণ ঔদ্ধত্যকেই
তা'রা সম্মানের ভেবে নেয়,
ও যে ইতর পন্থার পাথেয়
তা' বুঝতে পারে না তা'রা;
যদি আত্মপ্রসাদ চাও,
তুমি কিন্তু তা' ক'রতে যেও না,
যদি অমনতর মনোভাব থাকেও—
তা' ঝেড়ে ফেলে দিয়ে
হাতেকলমে অতটুকু থেকেই আরম্ভ ক'রো
তোমার জীবনচর্য্যা। ৮১।

বোধিপ্রাঞ্জল শাসন-তোষণের ভিতর-দিয়ে
মানুষকে সৎপ্রেরণা-প্রবুদ্ধ ক'রে তুলে
সক্রিয় শ্রেয়ার্থপরায়ণ ক'রতে পারলে
সে শ্রেয়-তৎপর হ'য়ে ওঠে প্রায়শঃ। ৮২।

বিষয় ও ব্যাপারের বিচক্ষণ অনুধাবনা নিয়ে
শ্রেয়-তাৎপর্য্যে তা'র বিন্যাস ও ব্যবহার ক'রো
বিহিত মত—সঙ্গত সমীক্ষায়,
দ্রোহবুদ্ধি জঞ্জালে ফেলবে কমই তোমাকে। ৮৩।

ক্ষমতার অপলাপী যা', তা'কে দলিত ক'রে,
নিষ্পেষিত ক'রে, নিরস্ত ক'রে
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ক'রে তোলাই ক্ষমার তাৎপর্য্য। ৮৪।

তোমার প্রতি যে যেমনতরই,
অত্যাচার করুক না কেন,
অসম্মান করুক না কেন,
যত পার হাসিমুখে তা' সহ্য ক'রে চ'লো,
কিন্তু অন্যের প্রতি যখন অমনতর কেউ করে,
তা' যদি নীরবে সহ্য কর,
নিরোধ না কর,—
তোমার ব্যক্তিত্ব দুর্ব্বল, সঙ্কীর্ণ, স্বার্থগৃধ্নু,—
পাপ-প্রলোভী,
খতিয়ে দেখ—তুমি কী? ৮৫।

কাউকে শাস্তি দিতে
বিবেচনা ক'রে দেখো
তুমি যদি কোনপ্রকার অন্যায়
কখনও ক'রে থাক—
তা'র জন্য তোমার কেমনতর কী শাস্তির
ব্যবস্থা করা উচিত ছিল,
আর তা'তে তুমি প্রীতই বা হ'তে কেমনতর,—
অন্যের বেলায়ও তদ্রূপই কিন্তু। ৮৬।

চিত্ত-বিশ্লেষণী সংক্ষুধা
সক্রিয় হ'য়ে উঠেছে যা'দের,

যা'রা অনুতাপ-সন্তপ্ত,
তা'দের দণ্ডই হ'চ্ছে
সোহাগ-সন্দীপনী অনুশাসন,—
যা'র ফলে, তা'দের অপরাধ-রিক্ত হবার প্রবৃত্তি
উদগ্র তাৎপর্য্যে জাগরিত হ'য়ে ওঠে। ৮৭।

যদি সোহাগ ক'রতে না জান—
শাসন ক'রতে যেও না
কারণ, শাসনের সাথে
সোহাগ যদি না থাকে,—
তবে সেই অবিমিশ্র শাসন
মানুষকে বিরক্ত ও বিষাক্তই ক'রে তোলে,
তা'তে সংশোধন হয় না,
তাই কবির কথা—
'শাসন করা তা'রই সাজে
সোহাগ করে যে গো'। ৮৮।

যা'কে তুমি ঘৃণা কর,
নিন্দনীয় ব'লে কুখ্যাত যে,
তোমার সুনিষ্ঠ সক্রিয়
শ্রেয়ানুবেদ্য হৃদয়ের পরশ পেয়ে
শ্রেয়শ্রদ্ধ অনুগতিতে
যতই সে তর্পিত হ'য়ে ওঠে,
আর, ঐ তর্পণা যতই তা'কে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোলে,
সে বন্দনীয় হ'য়ে ওঠে তেমনি। ৮৯।

রঙ্গরস-হাসিঠাট্টায়ও
কখনও মানুষের প্রাণে আঘাত দিতে নাই,
যদি দিতেই হয়,
প্রবৃত্তি বা প্রবর্ত্তনায়
সমালোচনী চক্ষু নিয়ে
সুসংগঠনী তাৎপর্য্যে—
তা'ও ব্যক্তিত্বকে পরিপুষ্ট ক'রে,
এতখানি সাবধানতা অবলম্বন ক'রে চ'লতে হয়,
তবেই সেটা প্রায়শঃই
উপভোগ্য হ'য়ে ওঠে সকলেরই। ৯০।

তোমার পরিহাস, মস্কারী বা ঠাট্টাতেও
যদি লোক প্রবুদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
আনন্দদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
তখনই বুঝবে,
তোমার অন্তঃকরণে যা'ই থা'ক্ না কেন
তা' প্রীতিপ্রদীপ্ত, সৎ;
আবার, তোমার ঐ পরিহাস
শুভসন্দীপী প্রয়োজন ছাড়া
মানুষকে যদি প্রবুদ্ধ না ক'রে
অযথা দুঃখিত ক'রে তোলে,—
বুঝতে হবে, তোমার অন্তঃকরণের চাপা প্রবৃত্তি
বিষাক্ত ফণা মেলে ফোঁস্-ফোঁস্ করছে,—
এটা ধর্ত্তব্য না হ'লেও কিন্তু বাস্তবে তা'ই। ৯১।

কা'রও সম্বন্ধে কোন কুৎসিত ধারণা,
যা' তোমার চিত্তকে

ক্ষোভান্বিত ক'রে তোলে,
পার তো যথাসত্বর
সার্থক আত্ম-নিয়মনে
তা'র নিরাকরণ ক'রো,
যা'তে চিত্ত তোমার
স্মিত-সম্বেগী হ'য়ে চল্‌'তে পারে ;
নয়তো, ক্ষোভ
স্বস্তিপ্রসাদে সংঘাত এনে
তোমাকে ধিক্কার-বিড়ম্বিত ক'রে তুলতে পারে। ৯২।

সুসঙ্গত ভিত্তি ছাড়া
কাউকে এমন কোন সন্দেহ ক'রো না,
বা সন্দেহ ক'রে এমনতর কোন কাজ ক'রো না—
যা'তে তা'র কোনরকমে ক্ষোভ ও ক্ষতি হ'তে পারে,
কোথাও যদি সন্দেহই হয়
বরং নিজেই সাবধান হ'য়ে চ'লো ;
যেখানে সন্দেহের কোন ভিত্তি নাই
তেমনতর স্থলে
অযথা সন্দেহ প্রকাশ ক'রে
যদি কা'রও ক্ষোভ বা ক্ষতির কারণ হও,
ঐ ক্ষোভ ও ক্ষতিই তোমাকে
শাসিত বা দণ্ডিত ক'রে
তোমার জীবনচলনায়
ব্যাঘাত সৃষ্টি ক'রতে পারে। ৯৩।

পরস্পর-বিরোধী-পক্ষের
সম্মুখীন যখনই তোমাকে হ'তে হয়,

তোমার চলন যেন
উভয়ের সমবায়ী সুসঙ্গতির
মধ্যমাকে রক্ষা ক'রে চলে,
তাই-ই উচিত,
আর, ঔচিত্য মানেই হ'চ্ছে—
সমবায়ী বা মিলনপ্রবণ বাক্য, চলন ও কর্ম্ম। ৯৪।

যেখানে সম্মানিত হ'তে চাওয়াটাই অসম্মানের—
বা যা'র তোমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাই
তোমার পক্ষে অসম্মানের—
সেখানে বিনীত আনুগত্যই
তোমার সম্মানের শ্রীবৃদ্ধিকারক ;
আর, তা' করাই তোমার পক্ষে সম্ভ্রমাত্মক। ৯৫।

তোমার প্রতি যদি কেউ
কুৎসিত ব্যবহার করে,
তোমার তা'দের প্রতি
কুৎসিত আচরণ না করাটাই ভাল,
কারণ, কুৎসিত যা'
প্রতিক্রিয়ায় তা' কুৎসিতেরই
আমন্ত্রক হ'য়ে ওঠে ;
যদি কোথাও তা'কে ব্যাহত ক'রতে হয়,—
সৌজন্যপূর্ণ অসৎ-নিরোধী অনুবেনা নিয়েই
তা' ক'রো,
আর, তাই-ই শ্রেয়। ৯৬।

মানুষের অন্যায়কে যথাসম্ভব আবৃত কর,
পরিশুদ্ধ ক'রে তোল তা'কে—

হৃদ্য অসৎ-নিরোধী অনুবেদনায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে,—
নিজের বেলায় যেমন ক'রে থাক ;
এই প্রচেষ্টায় যতই কৃতিত্ব লাভ ক'রবে,
তুমি আদৃত হ'য়ে উঠবে ততই—
উন্নতির উৎসারণী অনুপ্রেরণা হ'য়ে। ৯৭।

কা'রও অগুণকে অন্যের কাছে প্রকাশ ক'রো না—
তা'কে পরিশুদ্ধ হবার
উপযুক্ত সময় দিও,
আর, যতটা পার সাহায্য ক'রো—
যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ অগুণ
সংক্রামক রূপ ধারণ ক'রে
অন্যকে বিষাক্ত ক'রে তুলবার মতন না হয়,
কারণ, লোকের কাছে
সে যতই হীন হ'য়ে প'ড়বে—
সেই প্রতিষ্ঠা ফিরিয়ে পেতে
তা'র পক্ষে অনেকখানি
কঠিন ও কঠোর হ'য়ে প'ড়তে পারে। ৯৮।

তুমি অন্যের ব্যবস্থাকে বিবেচনা না ক'রে
তোমার খেয়ালমত কোন-কিছুর ব্যবস্থা ক'রে
বা তাচ্ছিল্য ক'রে যদি চল,—
তুমি নিজেই ঐ অবস্থাকে বিবেচনা না ক'রতে
বা তদনুপাতিক ব্যবস্থা না ক'রতে
মানুষকে প্রণোদিত ক'রবে,
তাই, যা'র প্রতি যা'ই কর,

তা' তা'র অবস্থার প্রতি নজর রেখেই ক'রো;
মানুষও তোমার প্রতি তেমনিই হ'তে থাকবে অনেকটা। ৯৯।

যে-ভাবে যে-পরিস্থিতেতে
যেমন প্রক্রিয়া অবলম্বন ক'রে যা' ক'রবে—
প্রত্যুত্তরে তোমার পরিস্থিতিতেও
তাই-ই প্রত্যাশা ক'রে রেখো,—
মন্দকে নিরোধ ক'রবার
ও শুভকে স্বাগতম্ সম্বর্দ্ধনার প্রস্তুতি নিয়ে,
ব্যত্যয়ী অনাসৃষ্টির দুর্দ্দান্ত সংঘাত থেকে
অনেকখানিই রেহাই পেতে পারবে তাহ'লে। ১০০।

উচিত ব্যবহার মানে
বিরোধ সৃষ্টি করা নয়,
বরং বিরোধকে নিরোধ করা,
ঔচিত্যকে মিলনপ্রবণ ক'রে
নিজের সত্তায় সুসঙ্গত ক'রে তোল,
আর, এ যতই ক'রে তুলবে,—
তোমার ঔচিত্যের উপদেশও
ফলপ্রসূ হবে ততটা,
কারণ, ঔচিত্যকে তুমি ধারণ ও পালন কর,
তা'তে তোমার আধিপত্য জ'ন্মেছে। ১০১।

সম্ভব হ'লে প্রীতির আহ্বানকে অবজ্ঞা ক'রো না,
বিহিত প্রস্তুতিতে সব সময়ই প্রস্তুত থেকো—
সন্ধিৎসু বোধি-তৎপর সৌজন্য নিয়ে,
যা'তে শুভ পন্থা তোমার

অবাধ ও উন্মুক্ত হ'য়ে থাকে,
প্রীতি-সংহতিই তোমাকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে—
কেন্দ্রায়িত সার্থকতায়,
তৃপ্তি পাবেও তা'তে,
তৃপ্ত হবেও অনেকে। ১০২।

তুমি যদি মানুষের স্বার্থ হ'য়ে না ওঠ
সৎ-দীপনায়—
কদর্য্য ও ক্ষতিকর যা'
তা'কে নিরোধ ক'রে,—
প্রতিক্রিয়ায় অদূরেই চেয়ে দেখ,
অনর্থ হামাগুড়ি দিয়ে
তোমার দিকে কেমনতর এগিয়ে আসছে,—
তা'র উদ্‌ভ্রান্ত নখর
তোমাকেই সহ্য ক'রতে হবে সপরিবেশে। ১০৩।

যা'রা যে-প্রত্যাশায় দৈন্যগ্রস্ত
তা' মান-মর্য্যাদা, আদর-প্রশংসা
বা ব্যবহার—যা'ই হোক না কেন,
সঙ্গত হ'লে অর্থাৎ ক্ষতিকারক না হ'লে
তা'কে তা' দিতে কুণ্ঠা বোধ ক'রো না,—
তা'দের কাছে তোমার গতি
অকুণ্ঠিতভাবেই চ'লবে প্রায়শঃ,
আর, তোমাতে শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে
তোমার সদ্‌গুণের অনুসরণে
উৎকর্ষলাভ ক'রবে তা'রাও। ১০৪।

সবারই যদি দোষ দেখ
আর তেমনি ব্যবহার কর তা'দের প্রতি,
ক্রমেই তুমি জনসঙ্গ-বর্জ্জিত হ'য়ে উঠবে,
দোষ দেখলে সহৃদয়ী ব্যবহারে বুঝিয়ে
নিরাকরণ ক'রতে চেষ্টা ক'রো ;
মনে রেখো, দুনিয়ায় চ'লতে হ'লে
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও অনুচর্য্যা
নিয়েই চ'লতে হয়—
ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারে,
ধৈর্য্য নিয়ে, মানুষকে সহ্য ক'রে
অধ্যবসায় ও অনুচর্য্যায়
তা'দিগকে যত স্বস্থ ক'রে তুলতে পারবে,—
স্বস্তিও আসবে তোমার ভিতর ততই,
নইলে, ঠগ্ বাছতে গাঁ উজোড় হ'য়ে যাবে—
তোমারও তা'তে লোকসান ছাড়া ফয়দা নেই। ১০৫ ।

যদি কেউ কখনও
তোমার সাথে এমনতর কথা কয়
বা ব্যবহার করে,
যা' তোমার কাছে বিদ্রূপভঙ্গী ব'লে মনে হয়,
সে-ক্ষেত্রে যতক্ষণ তুমি তা'র ন্যায্য সুস্পষ্ট
অভিব্যক্তি না পাও,
ততক্ষণ তা' গ্রাহ্যই ক'রো না,
বরং বিনীত সৌজন্যপূর্ণ অভিব্যক্তি নিয়েই
সুষ্ঠু সম্বর্দ্ধনায়
তা'কে আপ্যায়িত ক'রতে ভুলো না ;

সভ্য জাতকের ন্যূনতঃ এতটুকু
চরিত্রচর্য্যা থাকা উচিত,
আর, তা' মানুষকে
সম্মানেই সমাসীন ক'রে তুলে থাকে ;
স্পর্শকাতর হীনম্মন্যতা
যেই বিরক্তির অভিব্যক্তি এনে দিল তোমাতে,
তুমি ঠ'কলে তখনই,—
এটা মনে রেখো। ১০৬।

তোমার নিন্দা যদি কোনও
সৎ-সন্দীপন, সদনুপ্রেরণা
আপূরয়মাণ সৎ-ব্যক্তিত্ব ও উদ্বর্দ্ধনাকে
ব্যাহত ক'রে
নিজের প্রবঞ্চিত অনুপ্রেরণায়
অন্যকেও বঞ্চিত ক'রে তোলে—
শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত সৎ-সম্বর্দ্ধনী
কর্ম্মঠ জীবন-আনতি হ'তে,
অভ্যুদয়ী-অনুচর্য্যা হ'তে,—
তুমি তো অপরাধী নিশ্চয়ই,
আবার অন্যকে
অভ্যুদয়ের পথ হ'তে বিভ্রান্ত ক'রে
তা'র উন্নতিতে আঘাত হানার দরুন
তুমি পাপী,
তুমি মানুষের শাস্তা নও,
অধঃপাতের অগ্রদূত ;
অদূরেই চেয়ে দেখ—
নারকীয় দণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে
তোমার দিকে এগিয়ে আসছে। ১০৭।

তোমার ভুল, অব্যবস্থ চলন,
বা দায়িত্বের ভাঁওতা
যদি কা'রো ক্ষতি বা বেদনার কারণ হয়,—
তা'র জন্য দায়ী কিন্তু তুমি,
তা'র ক্ষতির আপূরণে বা বেদনা-নিরাকরণে
বিহিতভাবে যা' যা' ক'রতে হয়,
সত্তাসঙ্গত নৈতিক অনুশাসন-অনুযায়ী
তুমি তা' ক'রতে বাধ্য,
যদি বিহিতভাবে ক'রেও
নিস্ফল মনোরথ হও,
তা'তে তোমার অনেকটা সান্ত্বনা আসতে পারে,
তাহ'লেও প্রকৃতির শাসন
তোমাকে অনুতপ্ত ক'রতে কুণ্ঠিত হবে না,
আত্মশুদ্ধিই কেবল
বিধ্বস্তির হাত হ'তে রেহাই দিতে সক্ষম। ১০৮।

যে তোমাকে সোহাগ ক'রে
উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে—
একটা বাস্তব অভিব্যক্তির
বিভূতি-সন্দীপনায়
তোমার সোহাগ যদি তা'কে
উচ্ছ্বসিত ক'রে তুলতে না পারে
তদনুগ অনুচর্য্যী অনুবেদনী শুশ্রূষায়,
তোমার হৃদয় মধুমরীচিকায়
ক্রমেই অতর্পিত হ'য়ে উঠবে ;
তাই, তৃপ্ত কর, তৃপ্ত হও—
সদনুচর্য্যী উৎক্রমণী উদ্দীপনা নিয়ে। ১০৯।

যা'র প্রতি তোমার শ্রদ্ধা,
সম্মান, সমীহ, দয়া বা দান
শ্রেয়কে অবসাদগ্রস্ত, অপদস্থ, বিপন্ন
ক'রে তোলে বা ক'রতে পারে,
অসৎ-প্রশ্রয়ী হ'য়ে উঠে
ক্ষয় বা ক্ষতির আমন্ত্রণী হয়,
বিশ্বাসঘাতকতা, কৃতঘ্নতা বা অকৃতজ্ঞতার
হোম-ইন্ধন হ'য়ে দাঁড়ায়,—
তা' কিন্তু পুণ্যের নয় কখনও,
পাপের—নারকীয় তা',
অসদ্ব্যবহার ক'রো না সেখানে,
কিন্তু তা'কে নিরোধ ক'রতে,
স্তম্ভিত ক'রতে,
সৎ-এ উদ্‌বুদ্ধ ক'রে তুলতে যা' ক'রতে হয়,
সাধ্যমত তা'র এতটুকুও ত্রুটি ক'রো না। ১১০।

ন্যায়ভাবেই হো'ক
আর অন্যায়ভাবেই হো'ক
কেউ যদি তোমাকে কোন বিষয়ে দোষারোপ করে,
আর, তা'র যদি উত্তরই দিতে হয়,
বিনীত অভিব্যক্তি নিয়েই তা' ক'রো,
অন্যায্য অন্যায় স্থলে যদি
নিরোধও ক'রতে হয় তা'কে
এবং তা' যদি তিক্তও হয়,
যতদূর সম্ভব বিহিতভাবে
ঐ বিনয়ী মর্য্যাদাকে রক্ষা ক'রে
চ'লতে চেষ্টা ক'রো,

ঔদ্ধত্যব্যঞ্জক প্রতিরোধে
বিষাক্ত দ্রোহেরই সৃষ্টি হয় ;
আর, যদি অন্যায়ই ক'রে থাক,
নিজের দোষই যদি স্বীকার ক'রতে হয়,—
অন্যের অহিত হয়
এমনতরভাবে তা' ক'রতে যেও না,
তাই ব'লে অন্যায়কেও প্রশ্রয় দিও না। ১১১।

তুমি যেই হও না কেন,
সব সময়ই মনে রেখো,
মানুষের শাস্তা তুমি,
শাস্তা নওই,
শাসন যেখানে বিহিত প্রয়োজনীয় হ'য়ে উঠেছে
তা'ও কিন্তু তা'দের
সান্ত্বনা ও সমৃদ্ধির জন্যই,
আর তা' হওয়া চাই-ই,
কারণ, অস্তিত্বের আবেগই হ'চ্ছে
সব বিঘ্নকে অতিক্রম ক'রে
স্বস্তিতে স্বতঃ হ'য়ে ওঠা ;
তোমার সাত্ত্বিক নিয়মন
যতই এমনতর হ'য়ে উঠবে,
স্বস্তিও ততই নন্দিত ক'রে তুলবে তোমাকে—
একটা সৎ-সন্দীপনী শ্রেয়ার্থপরায়ণ অভিনন্দনায়। ১১২।

যদি কেউ সৎ-সাত্ত্বিকভাবেই হো'ক
বা স্বচাহিদার দরুনই হো'ক
তোমাকে কিছু দেয় বা দিতে স্বীকার করে,

ঐ দেওয়া বা স্বীকারকে অবলম্বন ক'রে
প্রথমেই তা'কে কৃতজ্ঞ ধন্যবাদে
ফুল্ল অভিব্যক্তিতে
প্রসাদ-উদ্দীপ্ত ক'রে তোল—
বাক্যে, ব্যবহারে ও সম্ভ্রান্ত অনুচর্য্যায়,—
যা'তে তোমার ঐ উৎফুল্ল আবেগ
তা'কে তোমার প্রতি অন্তরাসী ক'রে
সম্বেগোদ্দীপ্ত ক'রে তোলে,
আর, এই কল্পার ভিতর-দিয়ে
আপ্যায়িত উদ্বুদ্ধ অনুপ্রেরণায়
অনুপ্রাণিত ক'রে তোল তা'কে,
যা'তে তোমাকে দিয়েও
মানুষ সশ্রদ্ধ আত্মপ্রসাদে ফুল্ল হ'য়ে ওঠে। ১১৩।

প্রবৃত্তি-অভিভূতি নিয়ে
তা'রই আহুতি-অনুসন্ধিৎসায়
যদি কেউ তোমার কাছে আসে—
তা'র স্বস্তিতে আগ্রহ-আতিশয্য রেখেও
ঐ প্রবৃত্তিচর্য্যায় উদাসীন থেকো,
দরদী হ'য়েও
তোমার সঙ্গ যেন
তা'র ঐ প্রবৃত্তি-অভিভূতিকে
এমনতরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে
যা'তে সে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের
সার্থক-সুন্দর আবহাওয়ায়
সুরভি-সন্দীপনায়

তোমার ইষ্ট বা আদর্শে
উদ্দীপ্ত আগ্রহ নিয়ে
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠে স্বতঃই। ১১৪।

তুমি অন্যের প্রতি যেমন ব্যবহার ক'রবে,
তা' প্রত্যক্ষভাবেই হো'ক
পরোক্ষভাবেই হো'ক—
বিশেষতঃ শুভ-অনুচর্য্যা নিয়ে,
অন্যের নিকট হ'তেও কিন্তু
তেমন প্রত্যাশা ক'রতে যেও না,
পেলে খুশি হ'য়ো;
তুমি মানুষের ভালই ক'রো—
যেমন তোমার সাধ্যে কুলায়,—
সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে;
কেউ যদি তোমার প্রতি
কোন কুৎসিত ব্যবহারও করে,
তুমি তা'র প্রতি
যথাসম্ভব সমীচীন ব্যবহারই ক'রো—
সতর্ক, সাধু ন্যায্যতায়। ১১৫।

তুমি যদি কাউকে আপন ক'রতে না পার,
অপ্রীতিকর ব্যবহার সহ্য ক'রে
অধ্যবসায়ের সহিত
কাউকে নিজের স্বার্থ ক'রে তুলতে না পার—
মিত ও সম্ভ্রান্ত দূরত্ব বজায় রেখে,—
তুমি মনে করো না
তোমাকে কেউ আপন ক'রে নিতে পারবে,—

দায়িত্ব নিয়ে
সহ্য ও ধৈর্য্য-সহকারে
তোমার পালন, পোষণ ও পূরণচর্য্যায়
সার্থক হ'য়ে উঠে
তৃপ্ত থাকবে তোমাতে ;
তাই, যদি অন্যকে চাও
তা'কে আপন ক'রে নাও—
তুমিও আপন হ'য়ে উঠতে পারবে তা'র
প্রায়শঃই। ১১৬।

নিজের স্বার্থ-সন্ধিক্ষুতায় মস্‌গুল হ'য়ে
অন্যের স্বার্থ, সুবিধা বা সম্বর্দ্ধনার
সক্রিয় সহচর্য্যাকে অবজ্ঞা ক'রে
যেই চ'লতে সুরু ক'রলে—
অমনি কিন্তু তোমার স্বার্থপরতা
তোমাকে সম্বর্দ্ধনা ক'রবার সশ্রদ্ধ
লোক-আকৃতিকে নিকেশ ক'রে দিল,
মানুষকে ঠকাতে গিয়ে
আষ্ঠেপৃষ্ঠে ললাটে
নিজেকে ঠকাবার পথ উন্মুক্ত ক'রে দিলে,
অনতিবিলম্বে আপসোসী সমবেদনাও
তুমি পাবে না কিন্তু—
দেবে না, পাবে,
ক'রবে না, হবে—
তা' কিন্তু হয় না,
তাই বলি, এখনও সাবধান হও। ১১৭।

ঘটনা ও ব্যাপারকে অনুধাবন ক'রে
অবস্থাকে বুঝতে চেষ্টা কর
সামঞ্জস্য-নির্ণয়ী সন্ধিৎসায়—
যা'তে ব্যাপারগুলির কেমনতর আশ্লেষণে
ঐ অবস্থার সম্ভব হ'তে পারে—
এমনতর ধী নিয়ে,
আর, তা' যখন নির্দ্ধারিত
হ'য়ে উঠবে তোমার কাছে
নিরাকরণ বা সংরক্ষণী বিধান ও ব্যবস্থিতি
তদনুরূপই ক'রে তোল,—
নিরূপণ যেন বিকৃত না হয়। ১১৮।

তোমার ভর্ৎসনাও যেন
মাঙ্গল্য-প্রীতি-উদ্দীপনী হয়—
তা' অন্যের কাছে অমনতর পাও আর না পাও,
তোমার ঐ ধাঁজে শ্রদ্ধাবহুল হ'য়ে
সে তোমাকে সেবা না ক'রেই
পারবে না একদিন। ১১৯।

তোমার তিক্ত বাক্ ও ব্যবহার
যেন মানুষের ভিতরে
পুষ্টিপ্রদ হজমসৌষ্ঠব সৃষ্টি করে,
নয়তো, বুঝে রেখো—
তিক্তাধিক্য দহন বা জ্বলনেরই সৃষ্টি ক'রে থাকে,
তাই, উপযুক্ত স্থলে তা' সমীচীন মাত্রায়
প্রয়োগ করাই শ্রেয়। ১২০

মনে রেখো—
তোমার অন্যের প্রতি
যেখানে যেমনতর করণীয়—
বাক্য, ব্যবহার, সুজনোচিত আপ্যায়না
অনুচর্য্যা ইত্যাদি,
তুমি যদি তা' না কর,
লাখ নৈতিক নিয়ন্ত্রণের কথা
বল না কেন,
তা' কিন্তু নিষ্ফল হ'তে দেখবে প্রায়শঃ। ১২১।

প্রবৃত্তিই যা'দের স্বার্থপর, দ্বেষসুলভ,
আক্রোশপরায়ণ, কৃতঘ্ন,
তা'দের সাথে ব্যবহার ক'রতে গেলে
নিরাপত্তা ও নিরাকরণ-প্রস্তুতিকে
প্রবল ও প্রাচুর্য্য-সমন্বিত ক'রে
সহৃদয় ব্যবহারে
তা'দের হৃদয়কে যদি স্পর্শ ক'রতে পার,—
খুবই ভাল ;
কিন্তু নজর রেখো—
তোমার সৎপ্রবৃত্তির দরুন
তুমি অপঘাতবিদ্ধ না হও,
তাই, নিরোধ ও নিরাকরণ-প্রস্তুতি প্রবল রেখো। ১২২।

যে-সমীচীনতা বা ন্যায়ের কথা ব'লে
তুমি লোককে
তোমার সমর্থনে আনতে চাও,
তুমি আগে ঐ সমীচীন সন্দীপনায়

বাস্তবে ন্যায্য হ'য়ে ওঠে সবারই কাছে,
তোমার ঐ ন্যায্য নিয়মন-তৎপরতা
শুভ-প্রসাদমণ্ডিত হ'য়ে
সমীচীন সঙ্গতিতে
অনেককেই ন্যায্যতায় আকৃষ্ট ক'রে তুলবে,
আর, ঐ আকর্ষণই হবে
ন্যায়-পরায়ণতার অনুপ্রেরণা। ১২৩।

মানুষকে দোষদর্শী ধিক্কার বা শাসনে
উদ্দীপ্ত ক'রে তোলা কঠিনই,
বরং সৎকর্ম্ম বা শুভকর্ম্মে
সক্রিয়ভাবে অনুপ্রেরিত ক'রে
উসকিয়ে দিয়ে
হাতেকলমে সে যা'তে তা'তে সাফল্য লাভ করে
এমনতর নিয়মনে
তা'কে যত বেশীবার
অভ্যাস-অভিদীপ্ত ক'রে তুলতে পারবে,
তা'র তৎপ্রাণতাও বেড়ে চ'লবে ক্রমশঃ,
যদিও তা'কে সুনিবদ্ধ রাখতে হবে
সর্ব্বতোভাবে সৎ-কেন্দ্রিক ক'রে। ১২৪।

মানুষের বৈশিষ্ট্যকে যদি
অবজ্ঞায় অপদস্থ ক'রে তোল,—
বড়াইয়ের ঔদ্ধত্য-ব্যবহারে
নিজের আত্মগরিমার বেকুব প্রতিষ্ঠায়
তোমার বৈশিষ্ট্যকে
তুমিই তখন পদাঘাত করলে,—

আভিজাত্যকে অপমান ক'রলে,—
গৌরবের বিনিময়ে
আত্মমর্য্যাদার বিক্ষোভ ঘটালে,—
অন্ধতমের সঙ্কীর্ণ গহ্বর
তুমিই নির্দ্ধারণ ক'রলে তোমার জন্য,—
ইতর সম্বর্দ্ধনা মজুত রাখলে তখনই,—
প্রতিক্রিয়া অজ্ঞাতসারে তোমার জন্য
অমনতরই বিশেষত্বকে
নির্ব্বাচন ক'রে রাখলো,
তাই, যদি সময় থাকে এখনও সাবধান হও। ১২৫।

কা'রও পক্ষে দাঁড়িয়ে
সুসমর্থনে তা'র বিপক্ষকে
যদি নিরোধ না কর—
সানুকম্পী সক্রিয়-সৎসন্দীপনায়
সুসঙ্গতি নিয়ে—দ্রোহ-নিরসনে,
তোমার পক্ষে দাঁড়িয়ে
কেউ কি তোমার সমর্থনে
অমনতর ক'রবে—আশা কর?
ক'রবেও যেমন, দেবেও যেমন—পাবেও তেমন। ১২৬।

বিরোধ, ঝগড়া-ঝাঁটিতেও
তোমার ভর্ৎসনাও যেন প্রশংসাসূচক হয়,
তোমার চাপান কথাও
বীর্য্যবান আবেদনী হয় যেন,
ভঙ্গীও যেন তুষ্টিপ্রদ বা স্নেহল হ'য়ে ওঠে,—
যা'র ফলে, অনুতাপ ও আনতি

দু'য়েরই উদ্ভব হ'য়ে ওঠে
প্রতিপক্ষের অন্তরে,
তোমার প্রতি শ্লেষ-বাক্য
শেল-সন্তাপী হ'য়েও
তোমাতে অনুরাগ-উদ্দীপী হয় যেন,
যদি পার, এমনতর ঝগড়া-ঝাঁটিতেও—
সুখী হবেও এবং ক'রবেও অনেককে। ১২৭।

শরীর, মন, অবস্থা ও সামর্থ্য না বুঝে
নিজের কা'রো প্রতি যদি অসৎ ব্যবহার
বা অন্যায় কর,
এবং তা'রপর তা' হ'তে যেমনতর ব্যবহার
প্রত্যাশা ও পছন্দ কর,
অন্যে যদি তোমার
শরীর, মন, অবস্থা, সামর্থ্য না বুঝে
তোমার প্রতি তেমনতর ব্যবহার করে,—
তুমি তোমার প্রতি যেমনতর
সহানুভূতিপূর্ণ সুষ্ঠু ব্যবহার পছন্দ কর
অন্যের প্রতিও তা'ই ক'রো ;
কারণ, তোমার পক্ষে যা' প্রীতিপ্রদ
ও আত্মসংশোধনের সহায়ক,
অন্যের পক্ষেও কিন্তু তাই-ই প্রায়শঃ,
ক্রমাগত যদি ঐ রকম ব্যবহার ক'রে চ'লতে পার,
অনেকেই তোমার প্রতি তেমনি ক'রবে
তা'ই প্রত্যাশা করা যায়,
কারণ, আমাদের ব্যবহারই
অনুপাতিক ব্যবহার আমন্ত্রণ ক'রে থাকে। ১২৮।

সমীচীন বাক্য ও ভঙ্গীর সমাবেশে
নিজ উদ্দেশ্যকে বিহিতভাবে অভিব্যক্তি না দিয়ে
উপযুক্ত উত্তর বা ব্যবস্থা পাবার
প্রয়াস করতে যেও না,
তা' বৃথাই হবে,
তোমার চাপা প্রত্যাশা
তোমার অন্তরে বিক্ষোভেরই সৃষ্টি ক'রবে,
সহানুভূতিসূচক, সক্রিয় চেষ্টা বা যত্ন
যা' তোমাকে সার্থকতার পথে
এগিয়ে দিতে পারে
তা' হ'তে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী;
তাই, যেমন চাও,
যা'তে তা' পেতে পার
এমনতর অভিব্যক্তি নিয়ে
অগ্রসর হও সেদিকে। ১২৯।

জঘন্য পাপী, কুৎসিত-কর্ম্মা যে
তার প্রতিও তোমার বাক্
এমন-কি শাসন ও ভৎ‍র্সনাও যেন
হৃদ্য হ'য়ে ওঠে,
অনুচর্য্যায় সত্তাপোষণী হ'য়ে ওঠে—
দৃঢ় অনুশাসন-তৎপর থেকেও;
তুমি তা'র কাছে ভয়াল হ'য়ে উঠো না,
তা'র ঐ পাপাসক্তি যেন
তা'র কাছে ভয়াল হ'য়ে ওঠে,
তোমার ঐ হৃদ্য ব্যবহার
তা'র ঐ স্নায়ুগুলিকে নিথর ক'রে তোলে,

এমনতর যতই ক'রতে পারবে,
সংশোধনের পন্থাও ততই সুগম হ'য়ে উঠবে,
তাই, কবি বলেছেন—
'দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা কাঁদে যবে
সমান আঘাতে……
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার'। ১৩০।

যে-কোন ব্যাপারেই হো'ক না কেন,
কটু ব্যাখ্যার দিগ্‌দারীতে প'ড়ে
নিজেকে বিব্রত ক'রে তুলতে যেও না,
সহজ, সরল ও সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
তা'কে বুঝতে চেষ্টা কর—
কুশল সন্ধিৎসা নিয়ে,
তা'র ভিতর কটুত্বও যদি কিছু থাকে,
বিনীত বিনায়নে
নিরাকরণ ক'রতে চেষ্টা কর,
বাঁকা বুঝ,
যে-বুঝ অন্যের অবস্থাকে
বিবেচনা করে না,
নিজের সঙ্কীর্ণতার ইঙ্গিতে চ'লতে চায়,
তা' নিজেকেই কিন্তু ভারাক্রান্ত ক'রে তোলে। ১৩১।

অবস্থা বা ব্যাপারের সম্মুখীন হ'লে
চিন্তায় অনেক কথাই মনে আসে,
কিন্তু যে-কথা তদ্‌ব্যাপারে হিতপ্রদ—
তোমার পক্ষে ও ব্যাপারের দিক্ দিয়ে,—
তা'ই সাধারণতঃ হিতী-বাক্,

নয়তো, উত্তেজনার আবেগ-উচ্ছ্বাসে
তোমার প্রবৃত্তি-অনুরঞ্জিত ভাব বা ধারণা
যা' অহিত-সন্দীপী,
ও তোমার বা তোমার উদ্দেশ্যানুস্যূত বিষয়ের পক্ষে
প্রতিকূল,—
তা'র অভিব্যক্তি দেওয়াই
বিকৃতি ও বেকুবী ছাড়া কিছুই নয় ;
আবার, তেমনি তোমার কা'র প্রতি
কখন কী করণীয়,
অবস্থা ও পরিস্থিতি হিসাবে
যা'র প্রতি যখন যেমন ক'রছ
তা' তা'র পক্ষে হিতপ্রদ কিনা
বিবেচনা ক'রে দেখো,
নয়তো, অনেক সময় ভাল ক'রতে গিয়েও
মন্দ ফল হয়। ১৩২।

তোমার শত্রুকেও শত্রু ক'রে রেখে
সুখী হ'তে যেও না,
অসৎ-নিরোধী সুতৎপর প্রস্তুতি নিয়ে
যথাবিহিত শুভ সন্তর্পণায়
যতটা পার
তা'কে তোমার প্রীতি-বিকিরণায়
উদ্ভাসিত হ'তে দিও—
দক্ষকুশল তৎপরতায় ;
মনে রেখো—তা' যেন আবার
তোমাকে বিপরীতভাবে
বিদ্ধ না ক'রে তোলে,

চেষ্টা ও চর্য্যার
ইষ্টার্থ-নিয়ন্ত্রণী অনুবেদনায়
তুমি অমনতর হ'তেই
যত্নশীল থেকো,—
আঘাতের কুঞ্চিত ক্রূরতা এড়িয়ে
তুমি অনেকখানি প্রস্বস্তি লাভ ক'রবে। ১৩৩।

কা'রও প্রতি কোন ক্ষোভ,
কা'রও ব্যবহারের দুষ্ট সংঘাত, অপমান, অমর্য্যাদা
তোমাকে যদি তা'র প্রতি
বিরুদ্ধ, বিক্ষোভিত
বা ঘৃণার্হ দ্রোহ-আলম্বিত ক'রে রাখে—
তা'র নিরসন ও নিরাকরণে
তুমি যদি অসমর্থই হ'য়ে থাক,
ঐ ক্ষোভপ্রসূত অলীক-ধারণার অনুবর্ত্তনায়
তুমি যদি নানাপ্রকারে দুরপনেয়
দ্রোহচিন্তাফলক সৃষ্টি ক'রেই চ'লতে থাক—
দেশ, কাল, পাত্র, অবস্থা
ও স্বভাব-অনুপাতিক বুঝ নিয়ে
তা'কে পরিশুদ্ধ না ক'রে,—
দেখবে, কোন্ দিন কোন্ ফাঁকে
কোন্ বিপর্য্যয়ের হা'তে প'ড়ে
কোন্ বিড়ম্বনাতেই যে তুমি নিপীড়িত হবে
তা' কিন্তু কিছুই বলা যায় না,
কোথাও অমনতর কিছু হ'লে
অতি সত্বরই নিরাকরণ ক'রে ফেলো তা'কে—

একটা অনুকম্পী হিতী-আগ্রহের সৃষ্টি ক'রে,
অনেক রেহাই পাবে। ১৩৪।

অপকৃষ্ট যা'রা, অসমর্থ যা'রা,
তা'দের সঙ্গে মেলামেশা-ব্যাপারে
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্বকে যতই অপসারিত ক'রে তুলবে—
তা'দের শ্রদ্ধোৎসারিণী ভজনানন্দ-উদ্যোগ
ততই শিথিল হ'য়ে উঠবে,
দাবী ও প্রত্যাশাপ্রলুব্ধতায়
শ্রেয়ের প্রতি শীলতাহারা ঘৃণ্যানুচলনশীল
হ'য়ে উঠবে তা'রা—
জাহান্নম-পথযাত্রী হ'য়ে
যোগ্যতার অনুশীলনী অভিগমনকে ব্যাহত ক'রে,
তাই, তা'দের স্বাধ্যায়ী চলনকে
ব্যাহত ক'রো না,
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্বকে
ঝাপ্‌সা নৈকট্য-মলিন ক'রে তুলো না,
নিজেরা অত্যন্ত সুলভ ও সস্তা হ'য়ে
তা'দের শ্রেয়-সঙ্গলাভের প্রলোভনকে
নষ্ট ক'রে
উন্নতির পথকে রুদ্ধ ক'রে তুলো না,
আবার, অযথা মহার্ঘ্যও হ'য়ে উঠো না। ১৩৫।

সবার সহিতই প্রীতিসম্বুদ্ধ থাকা উচিত—
ইষ্টার্থপোষণী বাক্‌, ব্যবহার ও সেবানুচর্য্যা নিয়ে,
যা'তে তোমাদের সংহতি
জমাট বেঁধে থাকে,

কিন্তু যা'র বা যা'দের সাথে
অপরিহার্য্যভাবে প্রীতিনিবদ্ধ থাকতে হয়—
যাওয়া-আসা, ভাবের আদন-প্রদান
সত্তাপোষণী, শ্রেয়ার্থসন্দীপী বাক্, ব্যবহার
ও সেবানুচর্য্যা নিয়ে
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে
মেলামেশা, দেওয়া-নেওয়ার ভিতর-দিয়ে
উভয়পক্ষেই ঐ প্রীতিকে অপরিহার্য্য ক'রে তোলা
অতি সমীচীন ;
নইলে, আপদ্ বিঘূর্ণিবাত্যার সৃষ্টি ক'রে
ছিন্নভিন্নতায়
সবাইকে বিপাকমর্দ্দিত ক'রে তুলতে পারে,
কথায় বলে—'এলে-গেলে মানুষের কুটুম,
চাট্‌লে-চুট্‌লে গরুর কুটুম'। ১৩৬।

তুমি প্রীতি-অনুকম্পার সহিত
যা'কে যেমনতর সম্ভব
বাক্য ও ব্যবহারে,
আপ্যায়নী অনুবেদনা নিয়ে
অনুচর্য্যা ক'রে যেও ;
কেউ যদি তোমার অবস্থা বিবেচনা না ক'রে
তোমার পক্ষে সম্ভব নয়
এমনতর অনুচর্য্যা প্রত্যাশা করে,
তা' না পেয়ে দুঃখিত বা বিরক্তও হয়,
তুমি কিন্তু তা'তে
দুঃখিত হ'য়ো না কিছুতেই,
তোমার সাধ্যে

সমীচীনভাবে যা' কুলায়,
প্রয়োজন হ'লেই তা' ক'রো—
স্মিতফুল্ল সৌজন্য-অনুকম্পায়,
এতে তুমি আত্মপ্রসাদেরই অধিকারী হবে। ১৩৭।

মানুষের অন্তরকে যদি জয় ক'রতে চাও—
তা'র অন্তরকে
কিছুতেই ক্ষোভান্বিত ক'রে তু'লো না,
এমনতর নিন্দা বা প্রশংসার অবতারণা ক'রো না
যা'তে তা'র হৃদয় ব্যাহত হ'য়ে ওঠে,
তোমার প্রীতিসম্বুদ্ধ সুযৌক্তিক আলোচনা
অনুচর্য্যা ও অনুবেদনা
যতই তা'কে তোমাতে
প্রীতি-সংযুক্ত ক'রে তুলতে পারবে,
তুমিও তা'কে পাবে,
সেও তোমাকে পাবে ততই;
জয় কথার তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে
আপনার করা ও আপনার হওয়া। ১৩৮।

তুমি সন্দেহপরবশ হ'য়ে
কাউকে কোন বিষয়ে যদি দোষারোপ কর,
আর, সে যদি তা' দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে,
যতক্ষণ তুমি ঐ দোষ-সম্বন্ধে
বিহিত বাস্তব প্রমাণ না পাচ্ছ,
তা'কে যদি তা' নিয়ে তুমি আঘাত কর,
ঠিক জেনো—তা'র সত্তাকে সংক্ষুব্ধ ক'রে
তুমি পাপই আহরণ ক'রছ,

দণ্ডদৌরাত্ম্য তোমাকে যে একদমই ত্যাগ ক'রবে—
তা' কিন্তু নয় ;
আর, প্রত্যক্ষভাবেই হো'ক, অপ্রত্যক্ষভাবেই হো'ক—
তুমিও যে ঐ দোষদুষ্ট
তা' ধ'রে নেওয়া যেতে পারে ;
বরং সে-সম্বন্ধে
চক্ষুষ্মান্ দৃষ্টি নিয়ে তুমি চ'লতে পার,
তাই ব'লে, তা'র ব্যক্তিত্বের অপলাপী আচরণ
তোমার পক্ষে লৌকিকতঃ, আত্মিকতঃ
ইতর অপরাধ। ১৩৯।

তুমি অন্যায় না ক'রতে পার,
কিন্তু অপরাধও ক'রো না,
অন্যায় কথার মানেই হ'চ্ছে—
কা'রও ন্যায্য যা', হক্ যা'
তা'তে আঘাত জন্মান
বা তা'-থেকে বঞ্চিত করা ;
আর, অপরাধের তাৎপর্য্য হ'লো
মানুষকে বিহিত সম্ভ্রম, সৌজন্য
বা আপ্যায়নায় তৃপ্ত না করা,
নন্দিত না করা,
এক-কথায়, যা'র প্রতি বা যেখানে
যখন যা' করণীয়
বিহিতভাবে তা' না করাই অপরাধ ;
মানুষের প্রতি মানুষের সৌজন্য,
আপ্যায়না ও সম্ভ্রম
যেখানে যেমন প্রয়োজন

বা যখন যা' করণীয় তোমার
তা' যদি কর,—
তোমাকে পেলেই মানুষ
উৎফুল্ল হ'য়ে উঠবে,
ঐ উৎফুল্ল আবেগই
মানুষকে তোমার শুভে সক্রিয় ক'রে তুলবে,
আর, যা' করণীয় তা' যদি
বিহিতভাবে নিষ্পন্ন কর,
তা'তে তুমিও সম্বুদ্ধ ও সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে। ১৪০।

পরমত-অসহিষ্ণুতা হীনম্মন্যতার একটা লক্ষণ;
এটা যা'র যত বেশী
অসহযোগিতাও তা'র তত বেশী,
ভ্রান্তিবিক্ষুব্ধও হয় সে তেমনি;
অন্যে কী বলে সেটা শোন,
ধৈর্য্যের সহিত বিবেচনা কর,
তা'র অভিজ্ঞতার ভিতর কতখানি বাস্তবতা আছে
সেটাও কুড়িয়ে নিতে চেষ্টা কর,
সুসঙ্গতি থাকলে
তা'কেও সমর্থন কর তেমনি ক'রে,
আর, অসঙ্গতি যদি থাকে
বিনীত সদ্ব্যবহারের সহিত
সুবিশ্লেষণী তাৎপর্য্যে
বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে
তা'র কাছেও সেটা ব্যক্ত কর—
ঔদ্ধত্য-আবিষ্ট দাম্ভিকতাকে এড়িয়ে,
যা'তে তা'র স্বতঃ-প্রবৃত্তিই হয়

তোমার সাথে একমত হ'তে
এবং সক্রিয়তায় তোমাকে সমর্থন ক'রতে ;
এমনতর সুষ্ঠু ব্যবহারই
তোমাকে প্রতিষ্ঠা ক'রবে,
আরো শ্রদ্ধার্হ হ'য়ে উঠবে তুমি অনেকের কাছে,
নয়তো, সমর্থন ও সহযোগিতা হ'তে
বঞ্চিতই হ'য়ে উঠবে,
তোমাকে পছন্দও ক'রবে না কেউ,
চাইবেও না কেউ ;
বুঝে চ'লো । ১৪১ ।

তুমি মানুষকে তোমার দোষদর্শী ভঙ্গিমায়
তা'র নিজের দোষের কথা যতই ব'লবে—
বিশেষতঃ রূঢ় সংঘাতে,
স্পর্দ্ধাপ্রত্যাশাপীড়িত আত্মম্ভরিতা নিয়ে,—
মানুষ তোমা হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'তে থাকবে ততই—
বিরক্ত বা ঘৃণারঞ্জিত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তোমাতে,
ফলে, তা'দের থেকে
তুমিও লাভবান হ'তে পারবে না,
তা'রাও হবে না,
পাবে ঘৃণা, বিরক্তি ও শত্রুতা মাত্র,
তোমার বা তা'দের ক্ষতি ছাড়া
লাভ হবে না কিছুই ;
তোমার বাক্য, আচার, ব্যবহার
ও অনুবেদনী অনুচর্য্যা নিয়ে
তা'দিগকে সশ্রদ্ধ ক'রে তোল তোমাতে—
ইষ্টানুগ অনুপ্রেরণায়,

যা'তে তা'রা তোমার
প্রীতিপ্রদ শাসন ও তোষণের ভিতর-দিয়ে
যথাসম্ভব তোমাতে শ্রদ্ধানুকম্পী হ'য়ে
তা'দের ঐ দোষ-অনুশীলনী প্রবৃত্তি-প্রীতিকে
স্বতঃই পরিহার ক'রে চ'লতে পারে,
ফলে, তুমিও অনেকখানি সুখী হ'তে পারবে,
তা'রাও তোমাকে নিয়ে সুখী হবে,
তোমার প্রত্যাশাও আপূরিত হ'তে পারবে ক্রমশঃ। ১৪২।

তোমার মত বা বিবেচনাকে
উগ্র স্পর্শাসহিষ্ণু ক'রে তুলো না,
তা' কিন্তু স্নায়বিক দৈন্যেরই লক্ষণ,
যা' ঔদ্ধত্য-উদ্‌ভ্রান্তি নিয়ে
হীনম্মন্যতাকে ভিত্তি ক'রে
বিক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে,
বরং তোমার মত বিবেচনাকে
অযথা অন্যের উপর চাপান না দিয়ে
সর্ব্বসঙ্গতিসম্পন্ন ক'রে
পরিপুষ্ট ও প্রবল ক'রে তোল,
যা' আপূরণী হ'য়ে ওঠে—
সব দিকের সব কিছুরই,—
তোমার উদ্দেশ্যের সার্থক শুভদ পরিবেষণে
বস্তু বা বিষয়ের সঙ্গতি নিয়ে
সার্থক-সন্দীপনায়,—
যা' শুভ-সঙ্কল্পী যা'রা
তা'দের কাছে হৃদ্য না হ'য়েই পারে না;
তাই, সবারই কথা শোন,

সব-কিছুকেই দেখ,
আর, সেই বিষয়ীভূত বোধকে
সুসঙ্গতিতে সংগ্রহ ক'রে
মত বা বিবেচনাকে সুসংস্থ ক'রে তোল—
সব দিকের যা'-কিছুকে ওজন ক'রে,
তা'তে সুখীও হবে সবাই,
আত্মপ্রসাদও লাভ ক'রবে তুমি । ১৪৩ ।

তোমার চাহিদা, সঙ্গ,
আলাপ-আলোচনা, কর্ম্মতৎপরতায়
মানুষ স্ফীত-অনুকম্পী না হ'য়ে
স্বচ্ছন্দতায় সঙ্কীর্ণ হ'তে যতই থাকবে,—
মানুষ তোমার প্রতি
বিরক্তও হ'য়ে উঠতে থাকবে তেমনি ;
যদি কা'রও স্বার্থকে
উপচয়ী আপোষণ-পূরণে
পরিপালিত না ক'রে,
বরং তা'র ক্ষতি ক'রে
তোমার স্বার্থকে স্ফীত ক'রতে যাও,
বা তোমার খেয়ালের
আপূরণ ক'রতে যাও,—
সে কিন্তু বিক্ষুব্ধই হ'য়ে উঠতে থাকবে—
তোমার প্রতি তেমনতরই,—
ব্যাহত-স্বার্থ হ'লে
অন্যের প্রতি
তুমি যেমনতর হ'য়ে থাক ;

তাই, বুঝে চ'লো,—
তোমার চাহিদাকে এমন আস্কারা দিও না,
বা তোমার স্বার্থকে
এমনতর প্রলুব্ধ ক'রে তুলো না,
যা'তে অন্যে তোমাতে
উৎফুল্ল-অনুকম্পী না হ'য়ে
ক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
তাহ'লে, তুমি ব্যর্থ হবে কমই। ১৪৪।

কোথাও তা' বলতে যেও না,
যা' বল'লে—
ব্যষ্টিগতভাবেই হো'ক
আর সমষ্টিগতভাবেই হো'ক,
মানুষ ক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
অসৎ-সন্দীপী অহঙ্কার-আক্রুদ্ধ হ'য়ে ওঠে;
ইষ্টানুগ অনুনয়নে
তা'ই ব'লো,
আর তেমনিই চ'লো—
যা'তে মানুষ প্রীতি-সন্দীপনায়
তোমার বাক্য-ব্যবহারে বিনায়িত হ'য়ে
বান্ধবমনা হ'য়ে ওঠে,
আর, তা'ই কিন্তু সৎ—ন্যায়,
আর, যা'তে মানুষ অন্যায্য পন্থায়
উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে.
তা' কিন্তু অন্যায়—অসৎ-সন্দীপী;
ন্যায় মানে যা' নিয়ে যায়,
চালিত করে;

তোমার বাক্য, ব্যবহার ও যুক্তি-পরিচালনা
যদি অসৎ-সন্দীপী হয়,
তা' কিন্তু অসৎ-গতিসম্পন্ন,
সৎ বা শুভে নিয়ন্ত্রিত করে যা'
তাই-ই সৎ-নিয়মনী বা সৎ-গতিসম্পন্ন। ১৪৫।

তীব্র সংঘাতে তুমি যদি কাউকে
শঙ্কাশঙ্কিত ক'রে তুলে থাক,
এবং তা' স্বস্তি-সন্দীপী না হ'য়ে
তা'কে অপলাপে অবসন্ন ক'রে তোলে,
উপযুক্ত বলিষ্ঠ সংঘাত-সন্দীপনায়
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলো তা'কে,
যা'তে সে ঐ শঙ্কার আবর্ত্ত হ'তে
নিষ্ক্রান্ত ক'রতে পারে নিজেকে
আশায়-ভরসায় সঞ্জীবিত হ'য়ে
নবীন উদ্যমে
জীবনের পথে চ'লতে পারে,
তা' যদি না পার তুমি—
তবে কাউকে অযথা শঙ্কাশঙ্কিত
ক'রে তুলতে যেও না ;
প্রীতি ও দাক্ষিণ্যের অনুপ্রেরণায়
মানুষ স্বস্তিতে অনুপ্রেরিত হ'য়ে ওঠে,
স্বস্তিই কাম্য মানুষের,
স্বস্তিকে ত্রস্ত ক'রে তুলো না,
সে-অপরাধ তোমাকেও ছাড়বে না কিন্তু। ১৪৬।

রঙ্গরস-রহস্য যা' তোমার ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য, মর্য্যাদা
ও বিবর্দ্ধনকে আহত করে না

তা'তে যেই উৎক্ষিপ্ত হ'লে
দৈন্যের দীর্ণী আঘাত
অমনিই তোমাকে স্পর্শ ক'রে ফেললো,—
তুমি দ'মে গেলে,
আর, ঐগুলি বহুরূপী হ'য়ে
তোমার অন্তরে নানান ধাঁজে
ব্যতিক্রমের সৃষ্টি ক'রতে লাগলো,—
ফলে, অসামাজিক-মনোবৃত্তিসম্পন্ন
স্বকপোল-কল্পিত ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে
দুনিয়াকে সেই চক্ষুতে
দেখতে সুরু ক'রে দিলে,
প্রতিপদক্ষেপে বেদনাই
তোমার সাথীয়া হ'য়ে উঠতে লাগলো ;
যা'ই কর, যে-অবস্থাতেই পড়—
নিজেকে অন্য-কিছুতে প্রতারিত হ'তে দিও না,
প্রবঞ্চিতও হ'তে দিও না,
বজায়ী তাৎপর্য্যকে তীক্ষ্ণ ক'রে চ'লতে থাক,
এড়াবে অনেক, রেহাই পাবেও অনেক। ১৪৭।

যেই যা' বলুক,
আর যেই যা' করুক না কেন—
তুমি ইষ্ট বা আদর্শে
অচ্যুতভাবে নিবদ্ধ থেকে
তাঁ'র আপূরণ-পোষণ-সার্থকতায়
যা'র যতটুকু পাবে
তা'ই গ্রহণ ক'রো,
আর, ক'রোও তেমনি,

বুঝে রেখো—
তা'ও যেন তোমার
বোধিবীক্ষণী নিয়ন্ত্রণের ইন্ধন হ'য়ে ওঠে—
নিজের দাঁড়াকে শক্ত ক'রতে—
অসৎনিরোধী তাৎপর্য্যে ;
আরও নজর রেখে
তা'দের প্রতি তুমি এমনতর
হৃদ্য অনুবেদনী আপ্যায়না নিয়ে চ'লো,—
যা'তে তোমাকে তা'রা অনায়াসে
আপন দরদী ব'লে গ্রহণ ক'রতে পারে ;
বিশ্লিষ্ট হবে না,
অব্যবস্থ হবে না,
ক্রমশঃই সার্থক হ'য়ে উঠবে। ১৪৮।

তোমাকে যদি কেউ
খোঁচা মেরে কথা বলে,
তা' যেমন পছন্দ কর না,
বিরক্ত হও,
যে অমনতর বলে
তা' হ'তে বিচ্ছিন্ন হও,
তেমন তুমিও যদি কা'রও প্রতি
অমনতর ব্যবহার কর,
তা'র ফলে সেও কিন্তু
অমনই হ'য়ে থাকে ;
তোমার দ্বারা তা'র
বা তা' হ'তে তোমার শুভ পরিচর্য্যা
বিপর্য্যস্ত ও উদ্ভটই

ক'রে ফেলা হয় তা'তে,
কেউ কা'রও কাছে
হৃদ্য আনতিসম্পন্ন হয় না,
বরং শত্রুভাবাপন্নই হ'য়ে থাকে। ১৪৯।

ঈশ্বরের নামে যদি কোন শপথ ক'রে থাক,
অনুরোধ, উপরোধ বা মনগড়াভাবে
কোন সিদ্ধান্তই যদি ক'রে থাক,
আর, তা' যদি অসৎ-সন্দীপী হয়,
ইষ্টার্থপরায়ণতাকে ব্যাহত ক'রে তোলে,
সে-শপথ বা প্রতিশ্রুতি
অসৎ-প্রতিশ্রুতি—
বর্দ্ধনের পরিপন্থী,
তোমার অন্তরস্থ ঈশ্বরকে
কৃতঘ্নতায় ব্যাহত করে তা',
তুমি তা'কে কখনই অনুসরণ ক'রো না,
প্রতিশ্রুতি-পালনের গর্ব্ব
যে-পাপের আশঙ্কা ক'রছে
সেই পাপই তোমাকে সযত্নে সংস্থাপিত ক'রবে,
বেকুব গর্ব্বেপ্সা-প্রণোদিত
শপথ বা প্রতিশ্রুতিই বরং পাপের। ১৫০।

যারা হীনম্মন্য গর্ব্বেপ্সাপূর্ণ হ'য়ে
আত্মম্ভরি প্রচেষ্টা নিয়ে চলে,
স্বীয় প্রতিষ্ঠার ক্রূর আবেগে
অন্যকে অপদস্থ ও বঞ্চিত করে,
তা'দের কাছে

হৃদয়খোলা নৈকট্য নিয়ে যতই চ'লবে,—
সংঘাতবিদ্ধ হবে ততই;
সম্যক্ গাম্ভীর্য্যে সম্ভ্রান্ত দূরত্ব বজায় রেখে
দৃঢ়, অকাট্য, যুক্তিপূর্ণ, অল্পভাষী, কর্ম্মঠ সম্বেগ নিয়ে
তা'দের অন্তরকে যতই ধাঁধিয়ে দিতে পারবে,—
সশ্রদ্ধ সম্ভ্রমাত্মক পদক্ষেপে
তা'রা তোমার সাহচর্য্যে
প্রলুব্ধ হ'য়ে উঠবে তেমনি,
অবশ্য অযথা আঘাত বা অবজ্ঞায়
তা'দের আহত ক'রতে যেয়ো না,
তাই ব'লে, অন্যায্য যা'
তা'রও প্রশ্রয় দিও না। ১৫১।

তোমার শ্রদ্ধাভাজন যাঁ'রা
তাঁ'দের সহিত
এমন সংস্রব স্থাপন ক'রতে যেও না,
যা'তে তোমার অলস-সন্ধিৎক্ষু
প্রবৃত্তি-অভিভূত স্বার্থ-প্রত্যাশা
দোষদৃষ্টির দুঃশীল উপচয়নে
নির্ব্বোধ বিচারে
কতকগুলি দোষের আরোপ ক'রে
তোমার উত্থানের পথ ব্যাহত ক'রে তোলে,
সহজ-উদ্বর্দ্ধনী সঞ্চালন খঞ্জ হ'য়ে
তোমাকে আতুর ক'রে তোলে ;
তা'তে ঐ শ্রদ্ধাস্পদের
যতটুকু ক্ষতি হো'ক বা না হো'ক
তোমার ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী,

বিকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
অপলাপের শাতন-আক্রমণ
সাদরে আলিঙ্গন করাই
তোমার জঘন্য-স্বার্থ-লেলিহান
গর্ব্বেপ্সা-অনুপ্রেরিত জীবনের
উপঢৌকন হ'য়ে উঠবে। ১৫২।

মানুষের হাবভাব দেখে
তা'র সম্বন্ধে একটা অনুমান ক'রে নিলে,
কিন্তু তা' বাস্তব অবস্থার সাথে মিললো না,
অথচ তোমার ধারণাকে অভ্রান্ত ভেবে
তা'র প্রতি তদনুপাতিক ব্যবহার ক'রতে লাগলে,—
এমনতর ভ্রান্ত অনুমান কিন্তু সর্ব্বনাশা ;
তোমার বহুদর্শী বোধিদৃষ্টিকে শুদ্ধ ক'রে নাও,
তা' যেন
বাস্তব অবস্থাকে নিরূপণ ক'রতে পারে,
তোমার ধারণা বাস্তব অবস্থার সাথে
যদি সঙ্গতি লাভ না করে,—
উদ্ধত গর্ব্বেপ্সার উপর নির্ভর ক'রে
যা'-তা' ক'রে মানুষকে বিপন্ন ক'রো না,
তা'তে তা'কে তো বিপন্ন ক'রবেই,
তোমার ভাল হওয়াও
কালো হ'য়ে উঠতে থাকবে ক্রমশঃ। ১৫৩।

তোমার আত্মম্ভরি গর্ব্বেপ্সার
উদ্ধত অভিমানের দাবীতে
কাউকে দোষারোপ ক'রে

বা' অযথা বেধন-অভিমত বা ভর্ৎসনায়
বিদ্ধ ক'রতে যেও না—
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী আপ্যায়নাকে
অবহেলা ক'রে ;
তুমি যদি তা'কে সহ্য ক'রতে না পার,
বেধন-অভিমত বা ভর্ৎসনায়
নিজের উদ্ধত আত্মম্ভরিতায়
তা'র হৃদয়কে বিদ্ধ ক'রে চল,
তা' কিন্তু তোমার নিজের প্রতি
ঐ-জাতীয় প্রতিক্রিয় বেদনার সৃষ্টি ক'রবে ;
দাবীই যদি ক'রতে হয়,
এমন ক'রেই কর—
যা'তে তৎ-পূরণী আবেগ
তা'দের অন্তরে স্বতঃই উৎসারিত হ'য়ে ওঠে,
নয়তো, ঐ-জাতীয় ব্যবহার
তোমাকে কিছুতেই রেহাই দেবে না,
তুমি পাবেও তা'ই ;
অহেতুক দোষ ধরা
মানুষকে ঐ দোষ-ধৃষ্ট ক'রে তোলে। ১৫৪।

কা'রও সাথে মেলামেশা
বা কথাবার্ত্তা কইবার আগেই
তোমার অন্তরকে
উদ্দেশ্যানুগ যুক্তিপূর্ণ সুসঙ্গতির পারম্পর্য্যে
এমনতরভাবে সম্বুদ্ধ ক'রে তুলো'
যেন প্রত্যেকটি কথা, ভাব, ভঙ্গী ও ব্যবহার

অনুচর্য্যা নিয়ে
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে
তা'দের অন্তঃকরণকে
এমনতরই উচ্ছ্বসিত ক'রে তোলে,
আগ্রহ-আকর্ষণে
সশ্রদ্ধ ক'রে তোলে তোমার প্রতি,—
যা'তে প্রত্যেকটি শব্দ, ব্যবহার ও ভাবভঙ্গী
স্বভঙ্গিমায়
ইষ্টার্থ-প্রতিষ্ঠায় প্রবুদ্ধ ক'রে তুলবেই কি তুলবে তা'দের ;
আত্মপ্রতিষ্ঠা ক'রতে যেও না,
ঠ'কবে কিন্তু তা'তে,
তোমার অপ্রতিষ্ঠাই প্রতিষ্ঠালাভ ক'রবে সেখানে—
একটা গর্ব্বেপ্সু হীনম্মন্যতার প্রতিক্রিয়ায় ;
বেশ বিবেচনায় নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রো—
যা'তে বোধ ও অভিব্যক্তিতে
বেফাঁস কিছু না ক'রে বস,
এবং তোমার ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠ উদ্দেশ্য
ব্যাহত না হয় কিছুতেই,
এতে তুমিও তা'দের পাবে—
তা'রাও তোমাকে পেয়ে ধন্য হবে,
সমবেত সন্দীপনায়
কৃতিত্বের অভ্যুদয়ী পথের যাত্রী হ'তে পারবে। ১৫৫।

যা'রা হীনম্মন্য গর্ব্বেপ্সার আপূরণে
প্রতিষ্ঠা-প্রলুব্ধ হ'য়ে
লোকের সাথে সাময়িক সুব্যবহার
সৌজন্যপূর্ণ সমাদর ও আন্তরিকতা দেখিয়ে

বদান্য ব্যবহারে মানুষকে প্রলুব্ধ করে—
অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যমাফিক স্বার্থসিদ্ধির কৌশলে,—
তা'দের বিশেষত্বই হ'চ্ছে—
তা'দের অবিবেকী গর্ব্বেপ্সা মতের সঙ্গে
এতটুকু বিরোধ বা মনান্তর হ'লেই
তা'রা তোমাকে পায়ে মাড়িয়ে কোথায় ফেলে দেবে
তা'র ইয়ত্তা নেইকো,
দুর্ব্বিনীত ব্যবহারে
সহৃদয়তা কোথায় উড়ে যাবে—
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়কে পদদলিত ক'রে,—
তা'র ঠিক নেইকো,
তা'দের সুকেন্দ্রিক একানুধ্যায়িতা নাইকো,
তাই, চরিত্রও নাইকো,
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় তা'দের কাছে
মানুষকে হতভম্ব করার মৌখিক বাক্-কৌশল মাত্র;
সাবধান! তা'দের ফাঁদে প'ড়ো না,
আস্থাও রেখো না তা'দের প্রতি,
তাই ব'লে, অন্যায্য অসদ্ব্যবহারও ক'রতে যেও না;
মনে রেখো, নয়তো ঠকবে,
আহত হৃদয়ে ফেরা ছাড়া
আর কোন পথই থাকবে না তোমাদের,
বুঝে চ'লো—
যতটা সম্ভব সৎ-সহযে [illegible]তায়। ১৫৬।

সুকেন্দ্রিক সন্ধিৎসা নিয়ে
নিজেকে পড়,
দেখতে থাক নিজেকে,

কোথায় কতটুকু কী বা ব্যবস্থ আছে,
অব্যবস্থই বা কোথায় কতখানি কী আছে,
চলনবলন ভাবভঙ্গীতে
ভুলত্রুটি বা বেখাপ্পা ধরণের
কোথায় কেমনতর কী আছে—দেখে
সেগুলিকে বিনায়িত ক'রতে থাক,
ব্যবস্থ ক'রতে থাক,
বোধ ও ব্যক্তিত্বকে অমনতর সুসঙ্গত ক'রে
হৃদ্য চরিত্রের অধিকারী হও,
মানুষের হৃদয়স্পর্শী হ'য়ে ওঠ,
সার্থক-অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে
সক্রিয় সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
বিনায়িত ক'রে তোল নিজেকে—
উচ্ছল আগ্রহ-অনুদীপনায় উদ্বুদ্ধ রেখে ;
তোমার ব্যক্তিত্বই যেন
মানুষের সত্তাকে
স্বস্তির অনুপ্রেরণায়
প্রবুদ্ধ ও প্রকৃষ্ট ক'রে তোলে ;
বাস্তব হ'য়ে ওঠ এমনি ক'রেই,
মানুষের শুভদ হ'য়ে ওঠ এমনি ক'রেই,
সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে
সবারই হৃদয়ে সুন্দর হ'য়ে ওঠ
এমনি ক'রেই,
আর, ঐ ব্যক্তিত্বকে ঈশ্বরেই সার্থক ক'রে তোল,
ঈশ্বরই পরমার্থ। ১৫৭।

অন্যের স্বস্তিসম্পাদন যা'রা ক'রতে পারে না—
আচারে-ব্যবহারে, চাল-চলনে

কথায়-কায়দায়, সঙ্গতিশীল তৎপরতায়,—
তা'রা জীবনে হৃষ্ট হ'তে পারে না,
ব্যবস্থও হ'তে পারে না ;
ব্যবস্থ হ'তে হ'লেই
সঙ্গতিশীল প্রস্তুতি-তৎপরতা নিয়ে
নিজেকে
সার্থক সুধী-অনুচর্য্যায়
ব্যাপৃত রাখতে হয় ;
ইচ্ছামত চাহিদার আওতায়
নিজেকে নিয়ে ব্যাপৃত হ'য়ে চ'ললে
কিন্তু ব্যবস্থ হওয়া যায় না ;
তোমার ব্যবস্থ চলন
অন্যের স্বস্তি-সম্পাদনী হওয়া চাই—
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
প্রেয়কেন্দ্রিক অনুপ্রেরণায়, উপচয়ী সমন্বয়ে,—
তবে তো ব্যবস্থ জীবন পাবে ?
তা' তোমাকেও তেমনি
ব্যবস্থ-তৎপর ক'রে তুলবে,
আর, অন্যকেও তদনুরূপ ;
শুভ ব্যবস্থ-জীবন শুভেরই মঙ্গল-ঘট। ১৫৮।

অসৎ ও অপচয়ী যা'
তা' ছাড়া কোন-কিছুরই
পরিধ্বংসী সমালোচনা ক'রতে যেও না,
যত পার, শুভ সমালোচনায়
স্ফুরণ-প্রেরণায় অনুপ্রাণিত ক'রে তোল তা'কে ;
আর, নিজে কর না,

অথচ অন্যের সমালোচনা ক'রছ,
যে-সমালোচনায় স্ফুরণ-প্রেরণা নাই,
তা' কিন্তু নিন্দারই রূপান্তর মাত্র ;
তা' যতই ক'রবে,
ততই তুমি দুর্ব্বল-মনোবৃত্তিসম্পন্ন হ'য়ে উঠবে—
লোকের অরুচি-সম্পাদক হ'য়ে,
শ্রদ্ধোচ্ছল প্রীতিপরায়ণ হ'য়ে উঠবে
তোমাতে খুব কম লোকই,
বেশ ক'রে খতিয়ে
শুভদ যা' হয়, তা'ই কর,
আর, বলও তেমনি। ১৫৯।

যা'তে বা যে-বিষয়ে
তুমি সশ্রদ্ধ সানুকম্পী সন্ধিৎসু নও—
সেই সম্বন্ধে তোমার সমালোচনা
সমন্বয়ী সর্ব্বদর্শী হ'য়ে উঠবে না,—
কোন-কিছুকে বিশেষ ক'রে দেখতে গিয়ে
তা'র সহানুবর্ত্তী বৈশিষ্ট্য
যা' ঐ বিশেষত্বকে বিশেষ ক'রে তুলেছে
সমন্বয়ী সামঞ্জস্যে তা'কে সার্থক ক'রে তুলে
পরিস্ফুটই ক'রতে পারবে না—
কেন-না, তোমার দর্শন দিক্‌হারা
ভুজহারা, প্রবৃত্তিপরতন্ত্রী ;
যা' হয়তো আত্ম ও গণকল্যাণে উপাদেয়—
তোমার দর্শন তা'কে একদম
অকেজোই ক'রে তুলতে পারে,
ফলে, প্রবঞ্চনায়ই সৃষ্টি ক'রে থাকে

ঐ সমালোচনা প্রায়শঃ ;
তাই, সমালোচকই যদি হ'তে চাও—
সানুকম্পী, সশ্রদ্ধ সন্ধিৎসা নিয়ে
তৎস্থ হ'য়ে
সমন্বয়ী তাৎপর্য্যে
সামঞ্জস্যে সার্থক ক'রে তুলো' তা'কে,
নয়তো, ঐ সমালোচনা
বিভ্রান্তি ও ব্যতিক্রমেরই আমন্ত্রক হবে। ১৬০।

যে-যে বাক্যের অবতারণা ক'রে
তুমি অন্যকে আঘাত দিতে থাকবে,
যা'কে আঘাত দিচ্ছ
তা'র অন্তরে তেমনতর কিছু থাক্‌ বা না থাক্‌,
ঐ অবতারণা তা'কে তাড়িত ক'রে
অর্থাৎ উস্‌কে দিয়ে
তোমার প্রতিও ঐ-জাতীয় সংঘাত সৃষ্টি ক'রতে
কসুর ক'রবে না কিন্তু ;

তাই বলি—
তোমার ভৎ'সনা বা আঘাত যেন,
যা'কে আঘাত দিচ্ছ,
হৃদ্য হ'য়ে ওঠে তা'র পক্ষে,
সে-আঘাত তোমার জীবন-চলনায়
ব্যাঘাত সৃষ্টি ক'রবে কমই,
আর, যা'কে আঘাত দিলে—
শ্রেয়-সন্দীপনায়
সুবিনায়িত উদ্যোগী হ'য়ে উঠতে
সাহায্য ক'রবে তা'কেও ;

তুমি সক্রিয় হ'য়ে ওঠ তেমনি ক'রেই—
যা'র প্রতিক্রিয়া তোমাকে
পুষ্ট ও পরিতুষ্ট ক'রে তোলে ;
ঈশ্বর সবারই প্রাণন-তোষণা,
আর, পোষণার বাস্তব-বিভূতি। ১৬১।

তুমি যা'র প্রতি যেমনতর
স্বার্থ, সমর্থন ও সহানুভূতিসম্পন্ন হ'য়ে
হৃদ্য অনুচর্য্যা নিয়ে চ'লবে—
অবদান-আপ্যায়নায়,
সেও তোমার প্রতি
অমনতরই হ'য়ে উঠবে—
অন্তর্নিহিত প্রবণতাকে
অমনতর ক'রে তোমার অনুচর্য্যায় ;
মৌখিক ও লৌকিকভাবে
যেমনতর ক'রবে, চলবে,—
তোমার অন্তর্নিহিত আবেগ-অনুদীপনা
যেমনতর চরিত্রকে উসকে তুলে'
যে-প্রবণতায়
তোমাকে বিকশিত ক'রে তুলবে—
সৎ বা অসৎ আনতি নিয়ে
বিহিত ক্রমপদক্ষেপে,—
অন্যেও তোমার প্রতি তেমনতর করবে ;
তুমি ক'রবে না,
কিন্তু পাবে,
তা'ও কি হয় ?
পেতে—করার পাল্লা তোমারই আগে। ১৬২।

তোমার সাথে অসদ্‌ভাব আছে
বা দ্রোহভাবাপন্ন যা'রা তোমাতে,
তুমি যদি তা'দের দ্বারা আহূত হও
বা কোন কারণে তা'দের কাছে উপস্থিত হও,—
এমনতরই সৌজন্যপূর্ণ হিতী ব্যবহার ক'রো,
যা'তে তোমার সৌজন্যে
তা'রা আকৃষ্ট হয় তোমাতে,
সঙ্গতি বা সামর্থ্যের ভিতর
তোমার পক্ষে
তা'দের প্রতি যতখানি হিত করা সম্ভব
তা' ক'রতে একটুও ত্রুটি ক'রো না—
তোমার নিরাপত্তাকে বজায় রেখে,
তোমার সহিত ক্রম-ব্যবহারে
তোমাকে যেন তা'রা
বান্ধব ব'লেই গ্রহণ ক'রতে পারে,
আপনার জন ব'লে মনে ক'রতে পারে ;
এমন বাক্য, ব্যবহার বা ঔদাসীন্য প্রকাশ ক'রো না
যা'তে তা'দের অহং আঘাতপ্রাপ্ত হয়
বা তোমার প্রতি বিরক্ত হ'য়ে ওঠে তা'রা—
সেই সূত্রকে অবলম্বন ক'রে ;
তুমি নৈতিক-ব্যক্তিত্বসম্পন্নই হও,
আর, দক্ষ কূটনৈতিকই হও,
তোমার শ্রেয়হিতী উদ্দেশ্যে দক্ষ-সঙ্গতি নিয়ে
ব্যক্তিগত ও সংঘগত নিরাপত্তায় উচ্ছল থেকে
যতই নিখুঁতভাবে এমনতর ক'রতে পারবে,
লোক-বরণীয় হ'য়ে উঠবে তুমি ততই

বিরোধ ও শত্রুতাও
নিষ্প্রভ হ'তে থাকবে তেমনি। ১৬৩।

কেউ দুষ্ট ব'লে,
অন্যায়কারী ব'লে, অপরাধী ব'লে
তা'কে ত্যাগ ক'রতে যেও না,
বরং প্রীতি-পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
পালন-পোষণের ভিতর-দিয়ে
সংশোধন-প্রয়াসী হ'য়েই চ'লো;
অবশ্য, সহ্য-ধৈর্য্য-অধ্যবসায় নিয়ে
তা'র পরিশুদ্ধিতে লাগোয়া থাকতে গিয়ে
নিজে শ্রেয়ার্থপরায়ণ সৎতপাঃ হ'য়ে চ'লতে
কসুর ক'রো না;
ভালকে সবাই ভালবাসে, পছন্দ করে,
কিন্তু দুষ্টকে যা'রা সংশোধন করে—
তা'র জন্য যথোপযুক্ত কষ্ট স্বীকার ক'রে
তা'র ভাল যা'-কিছুকে পোষণপুষ্ট ক'রে
দুঃশীলতার অপনোদন ক'রে,—
আত্মীয়তার লক্ষণ কিন্তু সেখানে;
মনে রেখো, তুমি যদি অমনতর হ'তে,
কী-পরিচর্য্যায়, কেমন ব্যবহারে
কেমন শাসনে বা তোষণে
তুমি শ্রেয়লুব্ধ হ'য়ে উঠতে পা'রতে,
সেই পথে তেমনি ক'রে তা'ই ক'রো;
সে যতই স্বস্থচেতাঃ হ'য়ে উঠবে,
ঝঞ্ঝাট-ঝামেলার ভিতর-দিয়েও
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ
তোমাকে প্রদীপ্ত ক'রে তুলবে ততই। ১৬৪।

কেউ যদি তোমার প্রতি কখনও
রুষ্ট হ'য়ে ওঠেন—
তোমার ভুলচুক, অন্যায়-অপরাধ
বা অমনোজ্ঞ ব্যবহারে মর্ম্মপীড়িত হ'য়ে,—
যদি সম্ভব হয়
তুমি তাঁ'র প্রতি
এমনতর বাক্য, ব্যবহার ক'রতে যেও না
যা'র ফলে তিনি
অন্তরে আরো আঘাত পান,
যদি অহিত না হয় এবং পার
বিনা বাক্যব্যয়ে স'রেও যেও না,
বরং এমনতর সৌজন্যপূর্ণ বাক্য-ব্যবহার ক'রো
যা'র ফলে
তিনি তৃপ্ত ও ফুল্ল না হ'য়েই পারেন না,
কারণ, মানুষ অন্তরে আঘাত পেলে
সে-আঘাত উত্তেজনার সহিত নিরুদ্ধ যদি হয়,
ভবিষ্যকালে শরীর ও মনে
তা' এমনতর বিকার সৃষ্টি ক'রে দিতে পারে
যা' তাঁ'র জীবনের পক্ষে দুরূহ হ'য়ে উঠতে পারে,—
আর, তা' তোমাকেই কেন্দ্র ক'রে ;
তাই, তোমার করণীয়
বিহিত কুশল তাৎপর্য্যে
তা'কে প্রশমিত করা,
আর, এই প্রশমিত করার ফলে—
প্রসাদও তোমার নিকট
সচ্ছল হ'য়ে এগুতে থাকবে,
তুমি তৃপ্তিও পাবে। ১৬৫।

মানুষের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যকে
সম্ভ্রমাত্মক সৌজন্যে
আপ্যায়িত ক'রতে ভুলো না—
মনোজ্ঞ অভিভাষণে,
কিন্তু সত্য, ন্যায় ও শ্রেয়ার্থ-পরিপন্থী যা
তা'র সাথে আপোষরফা ক'রে
নিজে দৈন্যগ্রস্ত হ'তে যেও না,
বরং সম্ভ্রমাত্মক হৃদয়গ্রাহী গুরুগৌরবেই
তা'কে প্রতিষ্ঠা কর ;
সত্য, ন্যায় ও শ্রেয়ের সম্বন্ধ
সত্তা ও সম্বর্দ্ধনার সঙ্গে,
তাই, তা'তে দৈন্যগ্রস্ত হওয়া মানেই
নিজেকে দৈন্যপীড়িত ক'রে
অন্যকেও দৈন্যদীর্ণ হ'তে প্রলুব্ধ করা
বা আস্কারা দেওয়া ;
তুমি যখন শ্রেয়ার্থপরায়ণ ন্যায় ও সত্যের
অনুবর্ত্তক ও অনুসেবক,
কা'রও হ'তে তুমি তখন ছোট নওকো,
আবার, হীনম্মন্য গর্ব্বেপ্সাদীপ্ত মর্য্যাদাশীলও নওকো ;
তুমি যাঁ'র অনুসেবক—
প্রত্যেক জীবনই কিন্তু তৎসেবাপরায়ণ
তা'র বৈশিষ্ট্যমাফিক ;
ন্যায়, সত্য ও শ্রেয়ার্থকে উপেক্ষা ক'রে
খোস-খেয়ালের উপসেবায়
ধামাধরা হ'তে যেও না,
সতর্ক সম্বিৎসাপূর্ণ সুসঙ্গতি নিয়ে
যেখানে যেমন সমর্থ বা নিরোধ ক'রতে হয়,

তা' ক'রো,
তোমার প্রত্যেকটি ইঙ্গিত, কথাবার্ত্তা, চালচলন
সুসঙ্গত যুক্তি নিয়ে
যেন প্রতিপাদ্যকেই সমর্থন করে
এবং তা'ই যেন অর্জ্জন করে—হৃদয়গ্রাহী আকর্ষণে,
ক্লীবমনা অজ্ঞবোধির অনুসেবায়
নিজেকে নিষ্ঠীবন-প্রসাদী ক'রে তুলো না। ১৬৬।

যা'রা তোমাকে হামেশাই মন্দ বলে,
তোমার কাজকর্ম্মে সন্তুষ্ট হয় না,
অনবরত বকর-বকর করে,
তোমার আবেগ-অনুচর্য্যী বাক্য-ব্যবহারে
কাজকর্ম্মের দক্ষ-নৈপুণ্যে
তা'দিগকে বিনায়িত ক'রে
তা'দের ঐ বক্‌বকানিকে
যদি তোমার খ্যাতিসৌরভ-মণ্ডিত ক'রে
না তুলতে পারলে,
তোমার অন্তর্নিহিত আরতি-সমন্বিত ধী যে
নিপুণ-সম্বেগী নয়,
তা' কিন্তু প্রায়শঃ ঠিকই ;
তোমার আচার-ব্যবহার, চালচলন ও কাজকর্ম্ম ইত্যাদি
তা'দিগকে হর্ষোদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে পারছে না,
অথচ তুমিও তা'দিগকে সইতে পারছ না,
আর, সইতে পারছ না ব'লেই
তা'দের স্বস্তি-অনুচর্য্যী দায়িত্বগুলিকে
বহন ক'রতে পারছ না ;
যা'রা বইতে পারে না—

তা'দের আন্তরিক সম্বেগ কম,
তাই, তা'দের শক্তিও কম,
যা'রা সইতে বা বইতে পারে না—
অন্যকে নন্দিত ক'রে তুলতে পারে না—
তা'রা উপযুক্ততায় উদ্দীপ্তও নয়,—
যা'তে নিজের জীবনকে
মোহন সুখ-সন্দীপনায়
যোগ্য ক'রে তুলতে পারে। ১৬৭।

তর্পণী চলনে চল—
শ্রেয়নিষ্ঠ হ'য়ে,
তোমার চালচলন, আচার-ব্যবহার
যেন প্রত্যেকেরই
সম্ভ্রম-সন্দীপী তৃপ্তিপ্রদ হ'য়ে ওঠে;
আর, এই যত নিখুঁতভাবে ক'রতে পারবে—
প্রতিষ্ঠাও পাবে তেমনই;
চরিত্রে তোমার
বিষাক্ত-সংক্রমণী-সংঘাত
যতই বসবাস ক'রতে থাকবে,
আগুনের কণার মত জ্বলতে-জ্বলতে
তা' তোমাকে তো
দাহ-দগ্ধ ক'রে তুলবেই,
আর, সে-দহন সংক্রামিত হ'য়ে
পরিবেশকেও জ্বলন-দিগ্ধ ক'রে তুলবে,
সেই জ্বালা আবার
প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ক'রে
তোমাকে আরোতর জ্বলনে

দগ্ধ ক'রতে থাকবে,
তাই, লোকচক্ষুতে তুমি বিষাক্ত হ'য়ে উঠবে ;
আবার বলি—সব দিক্ দিয়ে
সব রকমে তর্পণী চলনে চল,
সুখী হবে তুমি,
সুখপ্রদ হ'য়ে উঠবে সবারই। ১৬৮।

তোমার প্রতি যদি কা'রো
কটু নজর আছে ব'লে
বিবেচনা বা সন্দেহ কর—
তবে এখনই
প্রীতি ও আস্থা-সন্দীপী
বিহিত আপ্যায়নী অনুচর্য্যার সহিত
হৃদ্য নিয়মনায়
অবস্থানুগ সুযুক্তি-পর্য্যালোচনার
ভিতর-দিয়ে
সৌজন্যের প্রতিষ্ঠা ক'রে
তা'কে সার্থক হ'তে দিও,
যা'তে সে তোমার বান্ধবতায়
প্রত্যয়দীপ্ত হ'য়ে
আত্মপ্রসাদ উপভোগ ক'রতে পারে ;
শুধু তা'ই কেন,
যেখানেই হো'ক না,
হৃদ্য আপ্যায়নী অনুচর্য্যায়
অসৎ-নিরোধ নৈপুণ্য নিয়ে
প্রত্যেকের সাথে
সার্থক সঙ্গতিশীল সম্বন্ধান্বিত হওয়ার প্রবণতাকে
ভুলে যেও না ;

তোমাতে যে-বিশেষত্বই থাক্‌ না কেন,
তোমার রকমে
প্রত্যেক বৈশিষ্ট্য যেন
নিজ বিশেষত্ব নিয়েই চ'লতে পারে—
শুভ-বিনায়নায় ;
নিজে সুখী হবে অনেকখানি,
অন্যকেও সুখী ক'রতে পারবে প্রায়শঃ। ১৬৯।

তোমার পরিবার বা প্রতিবেশীর সাথে
যেমনতরই মনোমালিন্য থাকুক না কেন,—
তা'দের স্বস্তি ও নিরাপত্তায়
তুমি স্বতঃ-সক্রিয় থেকোই,
এটা যেন তোমাদের জীবনে
স্বভাবসিদ্ধ হ'য়ে থাকে ;
এর ফলে, সঙ্কীর্ণ মনোমালিন্যের প্রাদুর্ভাব
দিন-দিন সমাজে
কমই হ'য়ে উঠতে থাকবে,
তোমাদের স্বচ্ছন্দ চলনাও
স্বাভাবিক হ'য়ে উঠবে,
পরস্পর পরস্পরের প্রতি
ভরসাপ্রবণ হ'য়ে চলবে,
তুমি নিজেও বৈরিবিক্ষোভে
পর্য্যুদস্ত হ'য়ে উঠবে কমই,
দক্ষকুশল তৎপরতায়
সুবীক্ষণী অনুবেদনা নিয়ে
সতর্ক সন্দীপনায়
যেখানে যেমন করণীয়,

তা' ক'রতেই থেকো,
ফ্যাসাদে যেন ফেঁসে যেও না। ১৭০।

আদর্শহীন দুষ্ট বা ভ্রান্ত যা'রা,
তা'দের প্রতি ঘৃণ্য বা ক্রূর ব্যবহার
প্রায়শঃই পরিশুদ্ধি-প্রদ হ'য়ে ওঠে না,
বরং তা'তে তা'দের ঐ দোষ
পেয়েই ব'সে থাকে,
কারণ, শ্রেয়শ্রদ্ধাহারা উৎক্ষিপ্ত হৃদয়
ঐ প্রীতিহীন ব্যবহারে
দোষ বা বিচ্যুতির দিকেই
আরো আনতিপ্রবণ হ'য়ে ওঠে;
তাই, তা'দের প্রতি হৃদ্য ব্যবহার ক'রো—
প্রীতি-অনুচর্য্যার সহিত,
যেখানে ভৎ'সনা বা শাসনের প্রয়োজন—
সেই ভৎ'সনাকেও
যতটা প্রীতি-অনুদীপনী ও হৃদ্য
ক'রে তুলতে পারবে—
আচারে, ব্যবহারে, বাক্যে, অনুচর্য্যায়,
তা'দের হৃদয়ও তোমার প্রতি
শ্রদ্ধানুসিক্ত হ'য়ে
ঐ দোষ বা ত্রুটি-পরিহারে সচেষ্ট হ'য়ে
পরিশুদ্ধির দিকে এগুতে থাকবে তেমনি
—নিজেকে সার্থক নিয়ন্ত্রণে বিনায়িত ক'রে;
দোষ বা ভ্রান্তি যেখানে
সাংঘাতিক আকার ধারণ করে—

শাসন বা দণ্ডের প্রয়োজন সেখানেই
তা'র গতিবেগকে নিরুদ্ধ ক'রতে। ১৭১।

যা'দের হীনম্মন্য অহং
স্পর্শসহিষ্ণু হ'য়ে র'য়েছে,
একটু খোঁচার আভাস পেলেই
সামঞ্জস্য হারিয়ে
উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে যা'রা,
খোঁচা-মারা ব্যবহারে
তা'দের ব্যবস্থ হওয়া বা বিনায়িত হওয়া
প্রায় সুদূরপরাহত ;
প্রীতি-রঞ্জনী অনুকম্পা নিয়ে
আবেদনী বাক্য-ব্যবহারের সহিত
তা'দের ঐ হীনম্মন্যতাকে স্নিগ্ধ ক'রে
তা'দিগকে যতই সুক্রিয় ক'রে তুলতে পার—
এমনতরভাবে—
যা'তে তা'দের শ্রদ্ধা শ্রেয়নিবিষ্ট হ'য়ে
সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে
তোমাকে আঁকড়ে ধরে,
পেয়ে খুশি হয়, ততই ভাল ;
তা'র ভিতর-দিয়ে হয়তো তা'রা
নিজেকে ব্যবস্থ ক'রে তুলতে পারে,
তোমার ঐ অধ্যবসায়ী তৎপরতার ফলে
ক্রমশঃ সহ্য ও ধৈর্য্যের শক্তি আহরণ ক'রে
বিক্ষুব্ধ জঞ্জালের ভিতরেও
হয়তো একদিন তা'রা
দৃঢ়ব্যক্তিত্ব নিয়ে দাঁড়াতে পারে,

খোঁচামারা শাসনে
তা'দের কোনপ্রকার ফল হয় কিনা
তা' চিন্তনীয়,
তাই, উত্তেজিতকে সুস্থ ক'রতে হ'লে
প্রীতিপূর্ণ অনুকম্পী অনুচর্য্যা নিয়ে
তা'দিগকে সুক্রিয় ক'রে
আত্মসম্বিতে দৃঢ় ক'রে তুলতে
প্রয়াস পাওয়াই সমীচীন,
এতে প্রায়শঃ ফল মিলবে ভালই,
হয়তো, তা'রা সুস্থ-স্বস্থ হ'য়ে
শক্তির অধিকারী হ'য়ে উঠবে। ১৭২।

স্বার্থব্যত্যয়-হেতু
যখনই মানুষ কা'রও প্রতি
বিরক্ত, বীতরাগ বা শ্রদ্ধাহারা হ'য়ে ওঠে—
এমন-কি, অনুরাগসম্ভূত অনুচর্য্যা পেয়েও,—
তখন থেকেই সে প্রচ্ছন্নভাবে
তা'র সংস্রব এড়িয়ে চ'লতে চায়,
অপরের কাছে তা'র নিন্দা ক'রতে থাকে—
তা' প্রচ্ছন্নস্বল্পীই হো'ক, আর বেশীই হো'ক,
বা তা'র প্রশংসা বা সুখ্যাতির সময়
সে তা'তে উৎফুল্ল না হ'য়ে
নীরব থেকে যায় সমর্থন-বিমুখতায়,
তা'র স্বার্থ বিক্ষুব্ধ হবার দরুন
অন্তঃকরণ তা'তে সায় দিয়ে
উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে না ;
এমনতর দেখলেই বুঝে নিও—
সে তোমাতে বিরূপ বা শত্রুভাবাপন্ন,

কারণ, সাত্ত্বিক সৌহার্দ্দ্যের লক্ষণই হ'চ্ছে
প্রিয়ের সুখে সুখী হওয়া,
দুঃখে দুখী হওয়া,
স্বার্থব্যত্যয়ী ক্ষুব্ধতা তা'তে নাই ;
এমন স্থলে, ধীর বিচক্ষণতার সহিত
সম্ভব মতন উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণে
বিহিত যা' তা' ক'রতে বিলম্ব ক'রো না,
উদাসীন থেকো না,
বৈধী প্রস্তুতি নিয়ে যেখানে যেমনতর করণীয়
তা' এমনভাবে ক'রে রাখবে
যা'তে সেও স্বস্থ হ'য়ে ওঠে
এবং কেউ তোমার প্রতি
অবাঞ্ছনীয় কিছু না ক'রতে পারে,
নয়তো, ভবিষ্যতে বিপর্য্যয় আসতে পারে। ১৭৩।

তোমার পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রতিপ্রত্যেকে
মুখ্যতঃই হো'ক আর গৌণতঃই হো'ক,—
জ্ঞাতসারেই হো'ক বা অজ্ঞাতসারেই হো'ক—
কোন-না-কোন প্রকারে
তোমার সত্তাকে পোষণ প্রদান ক'রছে—
এমন-কি, অসৎ নিয়ন্ত্রণেও ;
তোমার অনুচর্য্যা সংপ্রেরণা-সম্বুদ্ধ হ'য়ে
ঐ পরিবেশ ও পরিস্থিতির
যোগ্যতানুপাতিক পোষণ-পরিচর্য্যা
এবং অশুভসন্দীপী যা'
তৎনিরোধে যদি পরাঙ্মুখ হয়—
মুখ্যভাবেই হো'ক আর গৌণভাবেই হো'ক,

তোমার সত্তা তা'তে
ক্ষতিগ্রস্ত হবেই কি হবে,
তাই, তা'দের সত্তাসংঘাতী আপদ-বিপদ ও বিধ্বস্তিতে
স্বতঃস্বেচ্ছভাবে,
তোমার সাধ্যানুপাতিক
পরিপূরণী অনুচর্য্যায় বিরত থাকতে যেও না,
লোকসানের ভাগী তুমি তো' হবেই—
পরিবেশ ও পরিস্থিতির অনেকেও
কিছু-না-কিছু হবেই ;
ঐ পরার্থপরতায় ঔদাসীন্য
দৈন্যকেই আমন্ত্রণ ক'রবে—এটা কিন্তু নিশ্চিত,
সাবধান হও, ওতে কার্পণ্য ক'রো না। ১৭৪ ।

কা'রও শুভেচ্ছাসন্দীপ্ত সততা
যা' বাক্ ও বাস্তবে ফুটন্ত,
তা'কে আঘাত ক'রো না,
বিক্ষুব্ধ বিশ্বাসঘাতকতায় দীর্ণ ক'রে তুলো' না তা'কে,
তার প্র-স্বস্তিকে পদদলিত ক'রো না,
ঈশ্বর তা' সহ্য করেন না ;
যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ ক্রূর সংঘাত-জর্জ্জরিত যে
প্রীতি-অনুচর্য্যায়
তা'কে প্রশমিত ও প্রস্বস্তি-পরায়ণ ক'রে তুলতে
না পারছ,
ঐ আভিঘাতিক প্রতিক্রিয়া
তোমাকে রেহাই দেবে না কিছুতেই ;
স্নেহল শ্রেয়প্রীতিকেও অবজ্ঞা ক'রো না,
আহত ক'রো না,

দাম্ভিক দৌরাত্ম্যে দীর্ণ ক'রে তু'লো না তা'কে,
ঈশ্বরের অনুকম্পা
বিকম্পিত হ'য়ে উঠবে তা'তে,
তুমি ধুক্ষিত অন্তরে
নিঃসাড়ের মত
বিরুদ্ধ পরিবেশে মরুচারী হ'য়ে থাকবে,
অনুকম্পাহারা অনুবেদনা
তোমাকে দংশন ক'রতে থাকবে নিয়ত,
তাই, সাবধান থাক,
অমনতর যদি কিছু ক'রে থাক,
এখনও ফিরে যাও,
তা'কে সুস্থ, স্বস্থ, ফুল্লদীপী ক'রে তোল,
মার্জ্জনা নেমেও আসতে পারে। ১৭৫।

তোমার উপরে যা'রা নির্ভরশীল,
বা তুমি নির্ভরশীল যা'দের উপর,
সম্ভব হ'লে, সুবিধা মত
তা'দের নিকটে যেও মাঝে-মাঝেই,
তা'দের সহিত আলাপ-আলোচনার ভিতর-দিয়ে
বা যেখানে প্রয়োজন
সাহায্যের ভিতর-দিয়ে
চেষ্টা ক'রো—
যা'তে তা'রা তোমার সাহায্যে
শ্রেয়প্রতিষ্ঠ সৎ-সন্দীপনা নিয়ে
বৈশিষ্ট্যানুগ যোগ্যতায়
ক্রম-অধিরূঢ় হ'তে পারে
বা তা' আয়ত্ত ক'রে

দুর্দ্দশার হাত হ'তে এড়াতে পারে—
ব্যক্তি-বিবর্দ্ধনী তান্ত্রিকতায় অটুট থেকে ;
যতটুকু পার,
এ প্রচেষ্টা হ'তে বিরত থেকো না,
ফল কথা, তোমাকে যা'তে তা'রা
আপন জন বিবেচনা ক'রতে পারে নিঃসন্দেহে,—
বিশেষ নজর রেখো তা'র দিকে ;
অবশ্য সব সময় হিসেব রেখো—
কা'দের মধ্যে যাওয়া বা মেলামেশা
তোমার ও তা'দের পক্ষে শুভপ্রদ,
আর, সেখানেই যেও,
আবার, যেখানে ঐ যাওয়া-আসা
আশঙ্কা ও সন্দেহজনক ব'লে বিবেচিত হয়,
সেখানে না গিয়েও
যথাসম্ভব তা'দের প্রতি নজর রাখতে ভুলো না ;
তা'রা যেন ভাবতে পারে—
তোমার নজর তা'দের উপর আছেই,
তুমি তা'দের শ্রেয় আত্মীয় ও সুহৃদ,—
তা' তুমি যে-মর্য্যাদা নিয়েই থাক না কেন ;
দেখবে, প্রয়োজনের ডাক যখন
তোমাকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলবে,
সৌহার্দ্য-সন্দীপী সুবিধা
প্রসাদ-মণ্ডিত ক'রে তুলবে তোমাকে। ১৭৬।

তোমার পারিবেশিক পরিচর্য্যীদিগের
অবোধ অনুকম্পা
ও সম্বিৎসাহারা অবিনায়িত চলন,

তোমার নিজের অজ্ঞতা, অপারগতা
ও অশাসিত চলন,
আর, যা' তোমাকে শিষ্ট ও সৌম্য ক'রে তুলে
স্বস্তি-উপভোগী ক'রে থাকে—
তা'র ব্যতিক্রমের ভিতর-দিয়ে
গ্রহবিপাক—
অর্থাৎ, তোমাকে যা'রা যেমন ক'রে
গ্রহণ ক'রেছে
তা'র বিপাক—
তোমাতে তো অর্শেই,
তা' ছাড়া, তা'দিগকেও দুর্ভাগ্যের অধিকারী
ক'রতে ছাড়ে না ;
তাই, সম্যক্ দৃষ্টি
সম্যক্ সন্ধিৎসা
ও সম্যক্ আগ্রহের সহিত
সম্যক্ বোধনা নিয়ে
তোমার চলন ও চর্য্যাকে
বিনায়িত ক'রে তোল,
নিজে স্বস্তি উপভোগ কর,
আর, অন্যেও স্বস্তির অধিকারী হ'য়ে উঠুক। ১৭৭।

একজন আর-এক জনকে
তখনই ভুল বুঝে থাকে—
যখনই পরস্পরের অন্তর্নিহিত অন্তরাস,
আশা বা প্রত্যাশা
পরস্পরের অপূরয়মাণ ও অসমঞ্জস,
একজন অন্যের কাছে

যা' প্রত্যাশা করে
অন্যের প্রত্যাশা তা'র কাছে
যখন অন্যরূপ হ'য়ে দাঁড়ায়,
তখনই বোধি, বাক্‌ ও ব্যবহারের স্ফুরণ
অসমঞ্জস, অপ্রত্যাশিত
ও আশাভঙ্গের হ'য়ে দাঁড়ায় ;
তাই, ভুল বোঝা যেখানে—
তা'র অন্তরালে
এই অপূরয়মাণ অন্তরাসই হ'চ্ছে
ঐ বোধ, বাক্‌ ও ব্যবহারের অনুপ্রেরক,
এইটা যখনই পরস্পর-পরস্পরের
পূরয়মাণ হ'য়ে পড়ে,
সমঞ্জস হ'য়ে পড়ে,
ভুল বুঝেরও অপনোদন
তখন থেকেই হ'য়ে থাকে ;
আত্মবিশ্লেষণ ক'রে দেখ—
যদি গলদকে এড়াতেই চাও
বা তাড়াতেই চাও। ১৭৮।

যা'তে তোমার সহিত
কা'রো সদ্‌ভাব না ভাঙ্গে
এমনতরভাবে ব'লো ও চ'লো—
নিজের বৈশিষ্ট্যকে বিপর্য্যয়ী না ক'রে ;
তোমার ব্যক্তিত্ব বিপর্য্যস্ত হয়
এমনতরও যদি সংঘটিত হয়,
সেখানে নিজেকেই খাটো ক'রো,

তিরস্কার ক'রো—
মনোমালিন্যের নূতন ক'রে
কোনরূপ ইন্ধন না সৃষ্টি ক'রে ;
মানুষ মৈত্রী চায়, শত্রুতা চায়, না,
তাই, অযথা স্বেচ্ছায় কোনপ্রকার শত্রুতার
খোরাক জোগাতে যেও না। ১৭৯।

নিজের প্রীতিকেন্দ্রকে বা নিজস্বকে বজায় রেখে
সাধ্য ও সম্ভবমত
অন্যের দুঃখ বা বেদনার কারণ হ'তে যেয়োই না—
বরং নিরাকরণ-প্রয়াস
তোমাতে যেন স্বতঃই জাগরূক থাকে,
আর, বজায়কে ব্যাহত করে
তা' তোমারই হো'ক বা অন্যেরই হো'ক—
এমনতর কিছুকে নিরোধ ক'রতে
স্বতঃ প্রয়াসশীলই থেকো ;
কোথাও যদি বেদনা পেয়ে থাক
সেই বেদনাই কি ব'লে দেয় না—
'নিরাকরণ-প্রয়াসী হও' ?—
তাই, চেষ্টা ক'রো,
সবার বেদনাকেই ব্যাহত ক'রতে,
শান্তি দিতে, তুষ্টি দিতে,—
ইষ্টানুগ পথে
ধৈর্য্য, সহ্য ও অধ্যবসায়ের পরিচর্য্যায়—
তোমারই হো'ক বা অন্যেরই হো'ক
অস্বস্তিজনক প্রবৃত্তিগুলিকে নিরসন ক'রে,
তুমিও শান্তি পাবে,

শাস্তি দেবেও অনেককে,—
অন্তর্নিহিত উচ্ছৃঙ্খল কর্ম্মলেখা যা'
তা'ও সুশৃঙ্খল, শান্ত হ'য়ে উঠে
তুষ্টিপ্রেরণায় সন্দীপ্ত ক'রে তুলবে তোমাকে,
তৃষ্ণার বেদনাসঙ্কুল জগতেও
গ্রীষ্মকালীন জলছত্রের মতন হ'য়ে উঠবে তুমি। ১৮০।

অসৎ যা', দোষের যা',
ধর্ম্ম ও কৃষ্টির অপলাপী যা',
ইষ্টার্থ-ব্যত্যয়ী যা'—
এমনতর কোন-কিছুর অবতারণাকে
সম্ভ্রান্ত অদ্রোহিতার সহিত
নিরোধ ক'রতে যদি না পার—
বিষয়ীভূত ব্যাপারের সুসঙ্গত যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণে,
বুঝে নিও—তোমার শ্রেয়ার্থ-পরায়ণতাকে তখনও
ভূতে পেয়েই ব'সে আছে—
প্রবৃত্তি-প্রশ্রয়ী লোলুপতার ভিতর-দিয়ে
একটা লালিত্য-নিষ্যন্দী খোলস প'রে,
তোমার উত্থানের উপকরণ
এমনতর অপদা হ'য়ে অন্তরে বসবাস ক'রছে—
যা' বীর্য্যবত্তার বদলে
ক্লীবত্বেই সংহত হ'য়ে
তোমার চরিত্রকে সঞ্চালিত ক'রে চ'লেছে—
মলিন ছদ্মবেশী অনুরাগের আওতায়,
ধাপ্পাবাজি ফাঁকা কৌশল নিয়ে ;
তুমি পারবে না,
উত্থান তোমার ব্যতিক্রমের বেড়াজালেই আবদ্ধ ;

শ্রেয়ার্থপরায়ণ হও,
ইষ্টার্থপরায়ণতায় অটুট হও,
অদ্রোহী হ'য়েও
অসৎকে প্রীতিবীর্য্যে নিরোধ কর,
বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
শ্রেয়ার্থ-সন্দীপনাকে
এমনতর সুসঙ্গত ক'রে রেখো
য'াতে বেতালে একটুকুও পা না পড়ে,
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে
শ্রদ্ধার্হ দেবচলনে চ'লতে থাক,
যেখানেই যাও না কেন
পরিবেশ তোমাকে ভালবেসে কৃতার্থ হো'ক,
অচ্ছেদ্যভাবে সংহত হ'য়ে উঠুক তোমাতে—
মানুষ হবে,
শ্রী শ্রেয়-সিংহাসন নিয়ে
অদূরেই অপেক্ষা ক'রছে তোমার জন্য—
দেখতে পাবে;
আর, ভাল মানুষ হবার প্রলোভনে
ক্লীবত্বকেই যদি আশ্রয় ক'রতে চাও
বীর্য্যবান ব্যক্তিত্বকে বিদায় দিয়ে—
অমানুষ হবে তুমি,
ভুতুড়ে ভ্যাংচানিই পাবে পুরস্কার;
যেমন পছন্দ কর তেমনি চ'লতে পার। ১৮১।

তোমার ভৎর্সনা, অভিমান ও বাক্‌পটুতা
হামেশাই যদি
কা'রো মর্য্যাদাকে আহত করে,

তোমার মান সেখানে কিছুতেই সম্মানিত হবে না,
প্রতিক্রিয়ায় অপদস্থই হবে তুমি ;
মানুষের দোষকে যতই খোঁচা দেবে,
উত্তেজিত ক'রে তুলবে,
সে ততই তিক্ত হ'য়ে উঠবে তোমার প্রতি ;
আর, তুমি যে এমনতর কর,
তা' তোমার অন্তর্নিহিত
আত্মাভিমানী হীনম্মন্যতারই দরুন—
তা'র শুভেচ্ছু হ'য়ে নয়কো ;
তাই, দোষ-নিরাকরণের প্রধান অভিযানই হ'চ্ছে—
তোমার বাক্য ও ব্যবহার দ্বারা
মানুষের অন্তঃকরণকে আকৃষ্ট ক'রে তোলা,
আর, তা'র দোষকে
তোষণ-দীপনী আপ্যায়নার সহিত
অনুশাসনে অর্থাৎ হৃদ্য ভর্ৎসনায়,
তাড়নে বা পীড়নে
ক্রমশঃই ক্ষীয়মাণ ক'রে তোলা ;
তা' যদি না পার—
তোমার ঐ অব্যবস্থ অভিচার
তা'কে আরও দোষান্বিত ক'রে
উগ্র ক'রে তুলবে,
সঙ্গে-সঙ্গে তোমাকেও অপদস্থ ক'রে
অসাড় ক'রে তুলবার
দ্রোহচাতুর্য্য নিয়ে চ'লতে থাকবে সে ;
বেদনা পাবে তুমিও
সেও শত্রু হ'য়ে রইবে তোমার ;
তাই, কুশল তাৎপর্য্যে স্বস্তি-অনুদীপনায়

মানুষকে সৎ-সন্দীপী যদি ক'রতে চাও,
তা'ও ক'রতে পার,
নয়তো, বিফল-মনোরথ হবে,
বেদনাপ্লুত হবে ;
তাই, দোষের নিরোধ-প্রয়াসী হও—
যথাসম্ভব বিরোধ সৃষ্টি না ক'রে। ১৮২।

নিজে অনুকম্পী অনুবেদনী অনুচর্য্যায় শিথিল থেকে
শুধুমাত্র অন্যের কুৎসিত সমালোচনা ক'রে
কেউ কা'কেও
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ানুচর্য্যী
উন্নতি-অনুবর্ত্তনায়
প্রবৃত্ত ক'রে তুলতে পারেনি,
আর, পারাও যায় না তা' ;
নিজে কর—
শ্রেয়-সংশ্রয়ী অনুকম্পী অনুবেদনা নিয়ে,
ক্লেশ-সুখ-প্রিয়তার সুতৃপ্ত আপ্যায়নায়,
আর, তোমার ঐ প্রীতি-সন্দীপ্ত অনুচর্য্যা
সকলকে উৎফুল্ল ও উদ্দীপ্ত ক'রে তুলবে যতই—
তুমি তো উপকৃত হবেই,
তা' ছাড়া, ঐ অনুপ্রেরণা
অন্যতে চারিয়ে গিয়েও
তা'দিগকে প্রবুদ্ধ ক'রে তুলবে তা'তে সক্রিয়ভাবে,
এই এমনতর
সক্রিয় আলিঙ্গন-গ্রহণের ভিতর-দিয়েই
মানুষের উন্নতির সম্ভাবনা অধিক ;
নিয়ত কুৎসিত সমালোচনা

মানুষকে খ্রিয়লই ক'রে তোলে,
বিমুঢ়ই ক'রে তোলে,
ঐ সমালোচক বিকারগ্রস্তের মতন
অন্যের অপারগতার বুলি আউড়িয়ে
নিজের ব্যক্তিত্বের মহিমাই
বিকাশ ক'রতে প্রয়াসশীল হয়,
যা'র ফলে,
সমালোচক ও সমালোচিত উভয়েরই
বিবশ অবসন্নতায় গা ঢেলে দেওয়া ছাড়া
আর উপায়ই থাকে না ;
তাই, নিজের বা মানুষের ভালই যদি চাও,
অন্যের প্রতি যথাসম্ভব দোষারোপ না ক'রে
তা'দিগকে ভালয় উদ্দীপ্ত ক'রে তোল,—
তা'তে নিজেও উপকৃত হবে,
অন্যেও উপকৃত হবে,
আর, শ্রেয়লাভের পন্থাই এই। ১৮৩।

তুমি কি চাও—
তুমি বিপন্ন হ'লে
সক্রিয় অনুকম্পাহারা হ'য়ে
সকলে দূরে থাকুক,
তোমাকে কেউ সাহায্য না করুক ?—
অন্যের বেলায়ও কিন্তু তা'ই ;
সে অপরাধীও যদি হয়
অনুতপ্তও হ'তে পারে সে,
পরিবেশের অনুকম্পাও চাইতে পারে সে,
তোমার যে-অবস্থায় তুমি যেমন চাও,

অন্যেরও চাহিদা কিন্তু তেমনি,
অনুতপ্ত অপরাধীর প্রতি কেউ অনুকম্পা দেখালে
তুমি যদি তা'কে বিষাক্ত নজরে দেখ,
তা' তোমার
আক্রুষ্ট হীনম্মন্যতারই পরিচায়ক ;
তুমি যা' চাও না,
অন্যের প্রতিও তা' ক'রতে যেও না,
কেউ অন্যায় যদি ক'রে থাকে,
অনুতপ্ত হয়,
অন্যায়ে বিরত হয়,
আর, ঐ অনুতপ্ত অন্তঃকরণের প্রতি
কেউ যদি সক্রিয় অনুকম্পায় ক্রিয়াশীল হ'য়ে
সাহায্যরত হয়,—
তা'দের প্রতি আক্রুষ্ট হ'য়ো না,
আবার, তোমার প্রতি বৈরিভাবাপন্ন হ'য়ে
নিরপরাধ তোমাকে
অপরাধী সাব্যস্ত ক'রলে
তোমার যেমন ভাল লাগে না,
কষ্ট হয়,
অন্যেরও তেমনি ;
তাই, আপ্রাণ অনুকম্পা নিয়ে
দরদী হ'য়ে
মানুষের আপদে, বিপদে, অপরাধে
যেখানে যা' ক'রতে হয়,
নিরাকরণী বুদ্ধি নিয়ে তা' ক'রতে
একটুও বিরত হ'য়ো না,
ক্লীব অন্তঃকরণ বর্দ্ধনার অন্তরায়। ১৮৪।

তুমি যদি কখনও কোন অন্যায়
বা অপরাধ না ক'রে থাক,
দোষ না ক'রে থাক,
পাপ না ক'রে থাক,
তবে যা'রা অপরাধী, দোষী বা পাপী,
তা'দের প্রতি দণ্ডোদ্যত হ'তে পার,—
তা' বরং মানায়;
কিন্তু যদি কখনও
এতটুকু দোষ ক'রে থাক,
অন্যায় বা অপরাধ ক'রে থাক,
পাপ ক'রে থাক,
অপরাধী, দোষী বা পাপী হ'য়েও
মানুষের যেমনতর ব্যবহার চাও তুমি তোমার প্রতি,
অন্যের প্রতিও তোমার তাই-ই করা সমীচীন—
সহ্য-ধৈর্য্য-অধ্যবসায়ী তাৎপর্য্যে,
অনুচর্য্যী অনুবেদনায়
তা'দের অবগুণগুলিকে অবলোপ ক'রে,—
নিজেও ক্লেদমুক্ত হ'য়ে;
দোষী ব'লে অভিহিত হ'তে
যেমন তোমার ভাল লাগে না,
অন্যেরও কিন্তু তা'ই,
আবার, তুমি অন্যায় ক'রলেও
অন্যে তোমার প্রতি তেমনতর অন্যায় করুক—
তা' যেমন চাও না,
সকলের বেলায়ই কিন্তু তা'ই,
তা' হ'তেই বুঝে নিও—

সত্তার প্রকৃতিই দোষদুষ্ট হ'তে চায় না;
মনে রেখো—ঈশ্বর করুণানিধান। ১৮৫।

কেউ যদি তোমার কোন কাজের খুঁত ধরে,
তা' যতই কটু হো'ক না কেন—
তা'তে বিরক্ত হ'য়ে নিজেকে ঠকিও না,
বরং খুঁতের বিবরণ আগ্রহসহকারে শোন,
আর, তা'কে তোমার বোধিচক্ষু নিয়ে দেখ,
কি করলে সে-কাজ বা বিষয়
নিখুঁতভাবে সংগ্রথিত হ'তে পারে,
তা' বিবেচনা কর—
সব দিক্ দিয়ে
সুবিধার সঙ্গতিতে,
আর, তা' তেমনি ক'রেই বিনায়িত ক'রে তোল,
আর, যিনি তোমার খুঁত ধরেছেন,
বা যাঁ'র কাছ থেকে নিষ্পাদনী উপদেশ পেয়েছ,—
কৃতজ্ঞ থাক তাঁ'র কাছে,
তোমার ঐ বিনীত কর্ম্মানুদীপনা
পূর্ণতার দিকেই নিয়ে চ'লবে তোমাকে,
নিখুঁত ভাবা ও নিখুঁত করায়
নিখুঁত বোধের প্রয়োজন,
আর, এতে বিবর্ত্তনের পথে
নিখুঁতভাবে চ'লতে পারবে,
কিন্তু বিরক্তি, বিদ্বেষ
বা যে খুঁত ধ'রেছে তা'র প্রতি কটু-কটাক্ষ
বিরুদ্ধতা ও বৈরিতাকেই আমন্ত্রণ ক'রবে,
তুমি আপূরিত না হ'য়ে

ক্ষীয়মাণই হ'তে থাকবে ;
আবার, তোমার কাজ নিখুঁত হওয়া সত্ত্বেও
যদি কেউ নিন্দা করে,—
তা'তে দুঃখিত হ'য়ো না,
কারণ, সে তোমার পারদর্শিতাকে নিন্দা করে না—
নিন্দা করে তোমাকে ;
ঈশ্বর সব-কিছুতেই সর্ব্বতঃসম্পূর্ণ। ১৮৬।

তোমাকে যে ঘৃণা করে,
অবজ্ঞা করে বা তাচ্ছিল্য করে,
সে কিংবা তোমার শত্রুও যদি অযাচিতভাবে
উচ্ছল আবেগে
তোমার কোনপ্রকার উপকার ক'রতে চায় বা করে,
আর, তা' যদি দুরভিসন্ধিমূলক
দাম্ভিক-প্রত্যাশাবিক্ষুব্ধ
ব্যাহৃতি-বিদুষ্ট না হয়,
অর্থাৎ, লুব্ধ আকর্ষণে
তোমাকে বিধ্বস্তির পথে পরিচালিত না করে—
তোমার কৃতজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে
তোমাকে বিবেক-বিরুদ্ধ অসৎ কাজে লিপ্ত ক'রে,—
ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ও অভিজাত-অভিধায়িতাকে
বজায় রেখে
বিনীত অঞ্জলির সহিত
তা' গ্রহণ ক'রো,
ধন্যবাদ দিও,
আর, সজাগ থেকো সন্ধিৎসা নিয়ে
যা'তে তুমিও তোমার সাধ্যমতন

তা'র উপকারে আসতে পার,
এবং ফুরসুত পেলেই তা' ক'রো,
কারণ, ঐ অমনতর দায়িত্বপূর্ণ উপকার
বান্ধবতার হোম-আহুতি
বা প্রীতিবন্ধনের আগম-সূত্র। ১৮৭।

বিরুদ্ধ উভয় পক্ষ
বিরোধের শুভ মীমাংসায়
তোমাকে মধ্যস্থ মনোনয়নে
যদি তোমার কাছে আসে,
আর, তুমি যদি তা'দের ফিরিয়ে দাও,
তোমার মধ্যস্থতার মাধ্যমে
সৎ বা শুভ-মীমাংসা না কর,
সপরিবেশ অন্যায়ের অপরাধে
নৈতিক হিসাবে
তুমিও অপরাধী হ'লে কিন্তু,
তোমার আচরণ, বুদ্ধি, ব্যবহার
ও কুশল-তৎপরতা নিয়ে
যদি তা'কে শুভ-মীমাংসায়
শুভদ ক'রে না তোল,
সে-ক্ষতি বা সে-আপদ্
তোমাকে স্পর্শ ক'রবে না ব'লে
নিশ্চিন্ত হ'য়ে থেকো না,
আবার, তোমার সমঞ্জস সিদ্ধান্ত
যদি তা'রা মেনে নেয় তো ভাল,
আর, যদি তা' নাও নেয়,
তা' হ'লেও, করণীয় না-করার

গ্লানি ও অপরাধ থেকে মুক্ত থাকবে তুমি,
আত্মপ্রসাদ-লাভে বঞ্চিত হবে না ;
তাই, কুশল-কৌশলী সৌষ্ঠব-অনুচর্য্যায়
বিহিত যা' তা' ক'রো—
ঔচিত্যের সম্পাদন ক'রে,
ঔচিত্য বা উচিত কথার মানেই হ'চ্ছে মিলন—
মিলিয়ে দেওয়া,
এই মিলনে যে বা যা'রা ব্যাঘাত সৃষ্টি করে,—
পাপ-পরিবেষণী অপরাধী কিন্তু তা'রাই,
বুঝে শুভদ যা' তা'ই ক'রো ;
শান্তি-সংস্থাপকরাই ধন্য। ১৮৮।

যে বা যা'রা
তোমার বা তোমাদের উপর দোষ চাপিয়ে
বা তোমাদের দোষী ক'রেই
নিজের ঔদ্ধত্যবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত ক'রতে চায়—
অযথা বা অনাহুতভাবে,
বাস্তবের কৈফিয়ৎ নেবার
বিবেচনাপূর্ণ সন্ধিৎসার
তোয়াক্কাই রাখতে চায় না যা'রা,
তোমাদিগকে পর্য্যুদস্ত করাই
একটা আত্মম্ভরি প্ররোচনা যা'দের—
তা'দের সম্মুখীন হ'তে হ'লেই
তোমার বা তোমাদের উদ্দেশ্যের টনক সজাগ রেখে
সব দিক্ দিয়ে
বিশেষ প্রস্তুতি ও বিচক্ষণ
কুশল-কৌশলী তৎপরতার সহিত

ইষ্টার্থী পরিক্রমায়
অদুষ্ট সহজ দৃঢ়তায়
ভাবভঙ্গী, কথাবার্ত্তা এমনতরভাবে পরিবেষণ ক'রবে—
বাস্তবতা, বোধ্ ও যুক্তির পরিপ্রেক্ষায়
এমনতর চিত্তাকর্ষক অভিব্যক্তিতে রূপায়িত ক'রে—
যা'তে তা'দের হৃদয়
তোমাতে বা তোমাদিগতে
আনত-অনুকম্পী না হ'য়ে
কিছুতেই তৃপ্তি লাভ ক'রতে না পারে;
প্রস্তুতিও যেন এমনতর থাকে—
যা'তে, যে-কোন প্রকারেই
তুমি বা তোমরা আক্রান্ত হও না কেন,
তা'দের অভিভব অপরিহার্য্য হ'য়ে উঠবে—
অন্তরে এবং বাহিরে,
এবং পরিবেশ তোমার বা তোমাদের অনুকূলে
সুদৃঢ় সংহতি নিয়ে
দাঁড়াবেই কি দাঁড়াবে;
বীতশ্রদ্ধ ঔদ্ধত্য বা হাম্বড়াইয়ের
ভাব-প্রতিক্রিয়া
তোমাকে বা তোমাদিগকে
আবিষ্ট ক'রে না তোলে—
বেশ নজর রেখে চ'লো;
লাভস্তেষাং জয়স্তেষাং কুতস্তেষাং পরাজয়ঃ
যেষাম্ ইন্দীবরশ্যামো হৃদয়স্থো জনার্দ্দনঃ। ১৮৯।

যে-পরিবেশে তুমি বসবাস ক'রছ—
তা'র ভিতর কেউ যদি তোমার প্রতি

অশ্লীল ব্যবহার করে
তুমি শীল ও সৌজন্যের সহিত
সদ্ব্যবহারে
তা'কে উদ্বুদ্ধ ও অভিনন্দিত ক'রো,
তোমার স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ ক'রেও
তোমার নিজস্ব যা'
তা' হ'তে যদি কেউ কিছু চায়—
বিহিত চাহিদায়—
তা' অল্প হ'লেও
যতদূর সম্ভব তোমার যোগ্যতার
অনুপাতিক পরিপূরণে
উচ্ছল ক'রে দিও তা'কে,
কেউ যদি তোমাকে তা'র সাহায্যার্থে ডাকে—
যা' প্রত্যাশা করে তোমা হ'তে সে—
তাকে তা'র চেয়েও অনেক বেশী অনুবর্ত্তন ক'রো,
তোমাকে যে আঘাত করে—
সহৃদয়ী সৌজন্যের সহিত সদ্ব্যবহারে
যদি পার
আরো এগিয়ে যেও তার দিকে
যেন তা'তেও সে তৃপ্ত হয়,
তোমার সৌজন্যপূর্ণ সদ্ব্যবহার
সাহায্যপূর্ণ সহৃদয়তা
ইষ্টানুগ সমভিব্যাহারী চলন
এমনতর সংহতির স্রষ্টা যেন হয়
যা' ইষ্টার্থবাহী হ'য়ে
ঈশ্বরে সার্থকতা লাভ করে,
বেদনায়ও তৃপ্তি পাবে

স্বর্গ তোমাকে নন্দিত ক'রে তুলবে;
কিন্তু ঈশ্বর, সত্তা, ধর্ম্ম, কৃষ্টি
ও তৎপরিপূরণী প্রেরিতদিগেতে
বিশ্বাস, সেবা ও অনুচর্য্যায়
যা'রা অভিঘাত সৃষ্টি করে—
তা'দিগকে বাধা না দেওয়া
ঈশ্বরেরই বিরুদ্ধাচরণ করা। ১৯০।

তোমার বাক্য, ব্যবহার বা আচরণে
কা'রও অহংকে অযথা খোঁচা মেরে
তিক্ত ক'রে তুলো না,
বিশেষ স্থলে, কাউকে যদি খোঁচাই মারতে হয়
স্মরণ রেখো—
তা'তে যেন তোমার ও তা'র উভয়েরই
হিত নিবদ্ধ থাকে,
প্রত্যেকের সাথে
সে যে-ই হো'ক না কেন,
বিহিত মর্য্যাদায়
বিনীত সৌজন্যে
উদ্দেশ্য-সঙ্গতি বজায় রেখে
যা' বলা বা করা উচিত
তা' ব'লো বা ক'রো,
এমন-কি, তোমার সহিত অসৌহৃদ্য যা'র আছে
তা'র সাথেও;
তোমারও যেমন অহং আছে,
তোমার অহং যেমন বৃত্তি-অভিভূত হ'য়ে থাকে,
অন্যেরও তা'ই হ'য়ে থাকে,

যেমন অন্যায়ই কর না,
তুমি যে-ব্যবহার চাও,
যে-ব্যবহার পেলে খুশী হও,
এমন-কি তোমার বান্ধব যে নয়
তা'র কাছ থেকেও—
অন্যেও কিন্তু তা'ই ;
মানুষের অহংকে
অযথা উত্তেজিত ও তিক্ত ক'রে তুলো না,
তা'তে তোমার জীবন-চলনা ক্রমশঃই
সঙ্কীর্ণ হ'য়ে চ'লবে,
অসহযোগ ও অসমর্থনই কুড়িয়ে নেবে সে
হামেহাল,
তা'তে লোকসান কিন্তু তোমারই বেশী ;
এমন-কি, অন্যায়, অন্যায্য
বা অসৎকে নিরোধ ক'রতে হ'লেও
অমনতর তাৎপর্য্যে করাই সুসঙ্গত ;
আর, শাসন বা দণ্ডের ব্যবস্থা ক'রতে হ'লেও
তোষণকে বাদ দিয়ে নয়—
যা'তে মানুষের অহং
তিক্ত না হ'য়ে অনুতপ্ত হ'য়ে ওঠে,
তা'তে শত্রুও সৃষ্টি হবে কম,
সমাধানও হবে সহজ,
জীবনচলনাও সুকর ও সুগম হ'য়ে উঠবে,
ভেবে দেখ, কোন্‌টা লাভজনক,
যেটা লাভজনক তোমার পক্ষে
তা'ই ক'রো। ১৯১ ।

কে কী বলে,
মনোযোগ-সহকারে তা' যথাযথভাবে শোন,
অনুভব কর তা'—
কোনপ্রকার প্রাক্‌-ধারণাভিভূতিমুক্ত হ'য়ে—
যদি কিছু থাকে ;
আর, ঐ বলার ভঙ্গী দেখে
আন্তরিক ভাবানুকম্পিতাকে অনুভব কর,
কথার ভঙ্গী আর মুখশ্রীর ভঙ্গী
উভয়কে মিলিয়ে
তা'র আন্তরিক অবস্থাকে উপলব্ধি ক'রে,—
তেমনতর রকমে
যা' মানায় ও স্বস্থ হ'য়ে ওঠে সবারই পক্ষে—
এমনি ক'রে উত্তর দাও,
আর, লক্ষ্য রেখো—
সে-উত্তর যেন তোমার অন্তর্নিহিত
উত্তরোদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
তা'কেই আপূরিত করে,
অর্থাৎ, তোমার উদ্দেশ্যের সাথে
যথাসম্ভব সংঘাত সৃষ্টি না ক'রে
সঙ্গতই হ'য়ে ওঠে ;
এক বলায় বুঝলে এক রকম
উত্তর হ'লো আরো অন্যরকম,
এই রকমারির তালগোলে প'ড়ে
বৈরি-দীপনার অবতারণা ক'রতে যেও না,
নিজের কথা, অনুকম্পী ভাবভঙ্গী দিয়ে
যা'কে সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যেত—
স্বস্থ অনুচর্য্যায়,

অযথা তা'র ঘোর-প্যাঁচ ক'রে
অযাচিত বিরুদ্ধতার সৃষ্টি ক'রে
জীবনকে কঙ্করময় ক'রে তুলো' না ;
তাই, আবার বলি—
মানুষ কী বলে তা' লক্ষ্য কর,
বলা-অনুপাতিক অনুভব কর,
আর, ঐ অনুভব-অনুপাতিক
তোমার পক্ষে যা' বিহিত হয়,
শুভ হয়—
এমনতরভাবে উত্তর দাও,
এমনি ক'রে বলা-চলার ভিতর-দিয়ে
হৃদ্য হ'য়ে ওঠ সবারই কাছে,
তোমার সাহচর্য্য সবাইকেই তৃপ্ত ক'রে তুলুক—
প্রীতি-উৎসেচনায়। ১৯২।

তোমাতে সহানুভূতিসম্পন্ন
হাজার মানুষ থাক না কেন,
তুমি যদি
উপযুক্ত ব্যবহার
ব্যবস্থিতি ও অনুচর্য্যায়
সুকেন্দ্রিক সার্থক-একায়নী অনুনয়নে
তা'দিগকে কাজে না লাগাতে পার—
বিবেচনা-বিহিত পরিক্রমা নিয়ে,
তা' হ'লে তোমার প্রতি
সবার আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও
তা'দের কাউকে দিয়ে
উপচয়ী হ'তে পারবে না ;

তাই, উপযুক্ত বিবেচনার সহিত
সমীচীন ব্যবহার ও অনুচর্য্যা নিয়ে
সুব্যবস্থিতিতে
যা'র যেমন বৈশিষ্ট্য
তা'কে তেমনতর ক'রে
কাজে লাগিয়ে
উপযুক্তভাবে যা'তে উপচয়ী
ক'রে তুলতে পার,
তেমনতর সন্ধিৎসাপূর্ণ ধীমান অনুচর্য্যায়
যত পার দক্ষ হ'য়ে ওঠ,
আর, স্মরণ রেখো—
তোমার উপচয়
তা'দিগকেও যেন
স্বতঃ-সন্দীপনায়
উপযুক্তভাবে উপচয়ী ক'রে তোলে—
বিবেক-বিনায়নী সুব্যবস্থ
অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে ;
এমনতর চলনে
ভারাক্রান্ত কমই হ'য়ে উঠবে,
অনেকের প্রীতি-প্রভা
তোমাকে প্রীতি-প্রসাদমণ্ডিত ক'রে তুলবে। ১৯৩।

তোমার পরিবার ও পরিবেশের মধ্যে
হয়তো কেউ তোমাকে পছন্দ করে,
কেউ বা নাও ক'রতে পারে,
তা' দেখেই তুমি
দুঃখিত হ'য়ো না,

ধুক্ষা-জর্জ্জরিত হ'য়ে
তা'দের উপকারবিমুখ হ'য়ে উঠো না,
তবে হৃদ্য অসৎ-নিরোধ-তৎপর থেকো ;
কেউ যদি অযথা
নিন্দা বা অভিযোগ করে,
পার তো বিহিত সৌজন্যপূর্ণ
সুযুক্ত উত্তর দিও,
কিন্তু প্রতিশোধপরায়ণ হ'য়ে
রুষ্ট প্রতিকারে
উল্টো নিন্দা ও অপবাদে
উদ্বেজিত ক'রে
তোমার বিরুদ্ধ-পন্থীকে
অযথা বেশী উত্তেজিত ক'রতে যেও না,
বরং নিজে সাবধান থেকে
প্রস্তুতি নিয়ে
মিত ব্যবহারে
স্মিতপ্রসাদ-প্রবোধনা পরিবেষণ ক'রে
প্রত্যেকেরই হৃদ্য হও—
এমন-কি, যা'রা তোমাকে অপছন্দ করে
তা'দেরও ;
এই হৃদ্য অনুগতি
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায় সার্থক হ'য়ে
অনেককেই তোমার প্রতি
শ্রদ্ধাবনত আগ্রহশীল ক'রে তুলবে,
তা' যদি নাও হয়,
নজর রেখো,
সাবধান থেকো,

যেখানে যেমন শুভদ,
বিহিত,
তা' ক'রতে কৃপণ হ'য়ে উঠো না,
স্বস্তি ও আত্মপ্রসাদ
তোমাকে বঞ্চিত ক'রে তুলবে কমই। ১৯৪।

তুমি কা'রও প্রতি
কোন অপচার ক'রলে,
তোমার প্রতি মমতাবশতঃ
বা প্রীতিবশতঃ,
সে না হয় তোমাকে ক্ষমাই ক'রলো,
ক্ষমা করা মানে সহ্য করা,
তোমাকে না-হয় সহ্যই ক'রলো,
দুঃখিত হ'লো না,
তা'তে তোমার লাভ কী?
তুমি যতক্ষণ পর্য্যন্ত
সক্রিয় অনুধ্যায়িতা নিয়ে
ঐ অপচয়কে
সু-আচারে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
তা'তে অভ্যস্ত হ'য়ে না উঠছ,
লাখো ক্ষমা
তোমার উপকার ক'রতে পারবে না;
নিজেকে বিনায়িত ক'রে
সুকেন্দ্রিক অন্বিত-সঙ্গতির
সার্থক-অর্থনায়
যেখানে যেমনতর প্রয়োজন
তেমনি ক'রে

তুমি যদি ঐ স্থ-আচার-অভ্যস্ত
না হ'য়ে ওঠ,—
স্থফল তুমি কি ক'রে পাবে?
তেমনি আশীর্ব্বাদ মানেও হ'চ্ছে—
অনুশাসনবাদ,
ঐ অনুশাসনবাদে
তুমি যদি নিজেকে
নিয়ন্ত্রিত না কর,
অভ্যস্ত না হ'য়ে ওঠ
সক্রিয় তৎপরতায়—
লাখো আশীর্ব্বাদ
তোমার প্রস্বস্তি এনে দিতে পারবে না,
প্রস্বস্তি পেতে হ'লেই
ক'রে সেটাকে লাভ ক'রতে হয়;
ক্ষমায় অপচার শোধরায় না,
অপচারকে
স্থক্রিয় তৎপরতায় শুধ্‌রে
স্থ-আচারে যদি অভ্যস্ত না হও,
ফলও পাবে তেমনি,
শুধু কথায় পেট ভ'রবে না কিন্তু। ১৯৫।

কা'রও অনভিপ্রেত
যদি কিছু ক'রে থাক—
তা' তোমার অপারগতাবশতঃই হো'ক,
বাধ্য হ'য়ে নিজের স্থবিধার জন্যই হো'ক
বা অন্য কোন কারণেই হোক—
তা'তে যদি তোমাকে কেউ দোষারোপ করে

বা ভৎ´সনাই করে—
সে দোষারোপ বা ভৎ´সনা যদি
অন্যায়, অন্যায্য
স্বার্থাতুর অন্ধপ্রবৃত্তিসম্পন্ন একদেশদর্শীও হয়,
আর, তোমাতে সহানুভূতিসম্পন্ন সমর্থক
যদি কেহই না থাকে সেখানে
এবং যদি তোমাকে নিজেকেই
নিজের সমর্থন ক'রতে হয়,—
প্রথমে তুমি নিজেই
যে বা যা'রা তোমার প্রতি
দোষারোপ ক'রছে,
তিরস্কার বা ভৎ´সনা ক'রছে—
বাক্য ও ব্যবহারে তা'দের প্রতি
সহানুভূতিসূচক অভিব্যক্তি নিয়ে
তা'দের ওরূপ করার সম্ভাব্যতা কেন
তা' ফুটিয়ে তুলে
বিষয়, ব্যাপার, অবস্থা, ব্যবহার
ও স্বার্থসমর্থনী ব্যতিক্রম ইত্যাদির
পূর্ব্ব ও পরের সঙ্গতি রেখে
পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের ভিতর-দিয়ে
তীক্ষ্ণ-বিনয়ী বীর্য্যবত্তার সহিত
ন্যায় ও যুক্তির সুষ্ঠু সঞ্চালনে
এমনতরভাবে তোমাকে সমর্থন ক'রবে
যা'র ফলে, লেশমাত্র বিবেক-দীপ্তিও
যদি কা'রও ভিতর থাকে
সে তোমাতে আনত না হ'য়েই পারবে না—
অবশ্য স্বার্থসন্ধিৎসু প্রবৃত্তি-অভিভূত

আত্মম্ভরি ঔদ্ধত্যবুদ্ধিসম্পন্ন অন্ধ ছাড়া;
বুদ্ধিমত্তার সহিত যতই
এমনতর রকমে চলতে পারবে—
বিড়ম্বনা ততই তোমাকে
কমই বিফল ক'রতে পারবে,
দ্রোহ-আক্রমণ
কাঠিন্য লাভ ক'রতে পারবে না,
এবং তা' তোমাকে
আত্মপ্রসাদ হ'তে বঞ্চিত ক'রতে পারবে
কমই। ১৯৬।

যখনই দেখছ
কা'রও সংঘাতে বা কা'রও নামে
বা কা'রও কথায়
তুমি উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠছ,—
তা'র মানেই তুমি তা'কে হজম ক'রতে পারছ না,
সহ্য ক'রতে পারছ না,
সে-ক্ষমতা তোমার ফুটন্ত হ'য়ে ওঠেনি তখনও;
তুমি যদি ধীমান হও,
ধীর সন্ধিৎসুতা নিয়ে
আত্মবীক্ষণায় নির্দ্ধারিত ক'রে নাও—
তা' কেন,
এই 'কেন'র অবসান তুমি যতই ঘটাও,
যা'তে ঐ 'কেন'র অবসান হয়—
সুনিয়ন্ত্রিত তৎপরতা নিয়ে
লেগে যাও তা'তে,

অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ,

বাক্য, ব্যবহার, আচরণ, আলাপন

ও আপ্যায়নার ভিতর-দিয়ে

ঐ সেই তা'কে

তোমাতে শ্রদ্ধোদ্দীপ্ত ক'রে তোল—

বিরোধ-বিনায়নী তৎপরতায়,

তোমার বান্ধব-অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়ে

তোমারই সহচর হ'য়ে

সে যা'তে তোমারই স্বার্থকে

কায়েম ক'রে তোলে,

এমনতর প্রীতিপ্রসন্ন ক'রে তোল তা'কে—

উদ্দীপ্ত অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ক'রে,

অসৎনিরোধী তৎপরতার সাধু সন্নিবেশে ;

তোমার এমনতর সুসংহত সাহচর্য্য

পরস্পরকে নন্দনায় অভিদীপ্ত ক'রে তুলবে—

শৌর্য্য-সম্পদে অভিষিক্ত ক'রে,

তুমিই ঐ তা'র পোষণ-উপাদানের

উদ্যোক্তা হ'তে ভুলো না,

নিজেকে বঞ্চিত ক'রো না,

তোমার সংস্পর্শে তা'রও ঐ প্রবৃত্তি প্রদীপ্ত হ'য়ে

আলোকচক্ষুতে

যেন তোমার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে থাকে—

সুদৃঢ় সুকর্ম্মা অনুচর্য্যী তৎপরতা নিয়ে,

নয়তো, তোমার দুর্ব্বার রন্ধ্র

রুদ্ধ না হ'য়ে মুক্ত হ'য়েই রইলো কিন্তু ;

মনে যেন থাকে—

সুকেন্দ্রিক প্রণয়ই প্রলয়ে ত্রাণকর্ত্তা,

এবং অন্তঃকরণে ঐ প্রণয়-সন্দীপনাই
ঈশিত্বের প্রস্ফুরক,
কারণ, ঈশ্বর প্রণয়-স্বরূপ,
বোধিদীপ্ত। ১৯৭।

উপকৃত যখন থেকেই
উপকারীর উপচয়ী অনুচর্য্যী না হ'য়ে,
উপকার-প্রত্যাশা-সন্ধিক্ষায়
নিজেকে নিয়োজিত ক'রে চলে,
ঐ উপকারীর স্বার্থানুপূরণী দায়িত্বে
নিজেকে নিয়োজিত করে না,
ঐ চাহিদাই তা'দের মস্তিষ্কে
এমনতরই অজ্ঞতার সৃষ্টি ক'রে থাকে,
হৃদয়কে এমনই সঙ্কুচিত ক'রে তোলে,
হীনম্মন্যতাকে এমনতরই পরিপুষ্ট ক'রে থাকে যে,
তা'তে প্রীতিবান যে,
তা'র উপকারী যে,
নিজের অন্তরকে ভাঁড়িয়ে
আত্মপ্রতিষ্ঠ অনুচলনে
মান-ধর্ষিত শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়ে
তা'কে বিপর্য্যস্ত ক'রতে
এতটুকুও পশ্চাৎপদ হয় কিনা সন্দেহ;
তখনই দেখা যায়—
উপকৃত উপকারীকে
বঞ্চনায় নিষ্পেষিত ক'রেই চ'লে থাকে,
তা'তে অন্তরে ধিক্কারও বোধ করে কমই,
উপকৃত উপকারীর নিন্দাতেই

আত্মনিয়োগ ক'রে থাকে—
সত্য-মিথ্যা যা' ক'রেই হো'ক না কেন ;
তা'দের ঐ সঙ্কীর্ণ অন্তর
লোকচক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে
তা'দিগকে অমনি ক'রেই
নির্ব্বিরোধ ক'রে রাখতে চায় ;
তাই, যদি বাঁচতে চাও,—
উপকারীর উপকার ক'রতে,
তা'কে উপচয়ী ক'রতে,
এতটুকুও পশ্চাৎপদ হ'য়ো না,
তোমার ঐ উপকৃতি ধন্য হ'য়ে উঠবে। ১৯৮।

প্রাণন-প্রীতি মানুষের এমনই দুশ্ছেদ্য যে,
সে যেমনই থাক না,
যত দুঃখই পাক না,
সে বাঁচতেই চায়,
বাড়তেও চায় তেমনি,
ছোট থাকতে চায় না জীবনে,
তোমার বেলাও কিন্তু তা'ই,
তাই, এই প্রাণন-প্রীতির উপর
নজর রেখে
আত্ম-বিনায়নী তৎপরতায় চ'লতে
কসুর ক'রো না ;
দুঃখ-সন্তপ্ত যা'রা,
শোক-সন্তপ্ত যা'রা,
প্রাণন-প্রীতি বিক্ষুব্ধ যা'দের
তা'দের কাছে তুমি যাও,

তা'দের আপনার জন হ'য়ে ওঠ বাস্তবে,
যতটুকু তোমার সাধ্য ও চেষ্টার আয়ত্তে থাকে—
প্রসন্ন ক'রে তোল তা'দের,
ইষ্টার্থ-পরিবেদনা নিয়ে
সুকেন্দ্রিক ক'রে তোল,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয় যিনি
তাঁ'তে সুনিষ্ঠ ক'রে তোল ;

এই সুনিষ্ঠ অনুরতি ও অনুগতি
তা'দিগকে সহ্যে সাবুদ ক'রে তুলবে,
ধীকে বিনায়িত ক'রে
ধীর ক'রে তুলবে তা'দের,
অধ্যবসায়ী, উদ্যোগী
ও অনুশীলনতৎপর ক'রে তুলবে,

আর, তুমিও যোগ্যতার দ্যুতি-সম্বেগে
ধারণ-পালনী অনুবেদনায়
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে তা'দের কাছে,
অর্জ্জনপটু আত্মনির্ভরশীল হ'য়ে উঠবে
অমনি ক'রে ;

তা'দের নিয়ে তুমি
আত্মপ্রসাদে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠবে,
আর, তোমার চলনও হ'য়ে উঠবে তেমনি,
তাই, তা'দের দিকে তাকিও,
ক'রো যথাসম্ভব,
এড়িয়ে যেও না। ১৯৯ ।

ক্লিষ্ট যে,
দুঃখিত যে,

বিপাকধুক্ষিত যে,
আঘাত-সন্তপ্ত যে,
তা'র প্রতি অনুবেদনী অনুকম্পায়
দরদীর মত বাক্য, ব্যবহার ও অনুচর্য্যাপরায়ণ থেকো,
তা'র বেদনায় ব্যথিত হ'য়ো,
তা'র অন্তঃকরণকে স্নিগ্ধ ক'রে তুলো,
আর, এই অনুকম্পী আচরণের ভিতর-দিয়ে
সে যত স্নিগ্ধ-তর্পিত হ'য়ে উঠবে,
সঙ্গে-সঙ্গে একটু-একটু ক'রে
বিশ্লেষণী সমর্থনায়
বেদনার কারণকে
তা'র বোধি-বিবেচনায় নিয়ে এসো,—
যা'র ফলে, সে ক্রমশঃ
নিজের ত্রুটির কথা
নিজেই তোমার কাছে ব'লতে থাকে,
আর, নিজেও তেমন সঙ্গে-সঙ্গে
নিয়ন্ত্রণতৎপর হ'য়ে ওঠে ;
এমনতর ধী-কুশল তৎপরতার সহিত
তোমার বাক্য ও ব্যবহার প্রয়োগ ক'রো—
যা'র ফলে
সে স্বতঃই
আত্মনিয়ন্ত্রণে অনুপ্রেরিত হ'য়ে ওঠে,
যেমন ক'রে যা' হ'তে
সে আঘাত পেয়েছে,
তা'র প্রতি তা'র রুষ্টভাব যেন
ক্রমান্বয়ে তিরোহিত হ'তে থাকে,
ভবিষ্যতের জন্যও সে যেন

ঐ জাতীয় ব্যতিক্রম হ'তে
নিজেকে বাঁচিয়ে চ'লতে পারে ;
কিন্তু গোড়াতেই যদি
তা'কে দোষী সাব্যস্ত ক'রে
তদনুযায়ী কোনরকম ভাবভঙ্গী
প্রকাশ কর—
তুমি দরদী হ'য়ে উঠতে পারবে না
তা'র কাছে,
তোমাকে সে ভুলই বুঝবে,
তুমি তা'র দরদী নও—
এই ভেবে সে
তোমা হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে উঠবে,
কূটদৃষ্টিতে দেখবে তোমাকে,
তা'তে তোমারও ভাল হবে না
তা'রও ভাল হবে না ;
উচিত কথা,
উচিত ব্যবহার মানে—
যে-কথা বা ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে
মিলন প্রবর্ত্তিত হ'য়ে ওঠে,
আর, ন্যায্য তা'ই,
যে-বাক্য, ব্যবহার বা আচরণের ফলে
মানুষ আত্মনিয়ন্ত্রণতৎপর হ'য়ে,
রোষমুক্ত হ'য়ে ওঠে,
মৈত্রী-মিলনই ঈশ্বরের আশিস্‌-দীপনা। ২০০।

প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে যথাসম্ভব
দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত না হওয়াই ভাল,

বরং এমনভাবে, হৃদ্য আপ্যায়নী
অনুচর্য্যাপরায়ণ হ'য়ে ওঠ—
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে,
কুশলকৌশলী দক্ষ-প্রস্তুতির সাথে,—
যা'র ফলে, প্রতিদ্বন্দ্বী সরাসরি
বেশ ক'রে বোধ ক'রতে পারে—
তুমি তা'র পক্ষে
একজন জীবনীয় স্বার্থ,
তোমার উন্নতি ও খ্যাতি
তা'র উন্নতি ও খ্যাতির
সরাসরিভাবে একমাত্র পন্থা,
যেমনতর পন্থা খুঁজে-পেতে
সে কমই পেতে পারে ;
সুসন্ধিৎসু বহুদর্শিতা নিয়ে
কুশল হৃদ্যতায়
উপযুক্ত উপযোজনায়
এ-সবগুলি নিষ্পন্ন ক'রতে সচেষ্ট থাক—
সময়মাফিক সুযোগ ও সুবিধা নিয়ে
অসৎ যা'-কিছুকে
কূটচর্য্যায় নিরোধ ক'রে,
একটা হৃদ্য সেবামুখর সন্দীপনায়,
পরিস্থিতিকে তোমার আদর্শে
সংহত ক'রে তুলে ;
এমনতর আচরণ ও অনুচলন
বৈরী বিড়ম্বনা থেকে
তোমাকে অনেকখানি
বাঁচিয়ে চ'লতে থাকবে,

বিধ্বস্তি-বিমর্দ্দিত হবে কমই তুমি ;
ধী-দক্ষ সুবিবেকী
জাগ্রত সন্ধিৎসা নিয়ে চল—
শ্রেয়-নিষ্ঠ একমনা আনতি-তৎপরতার সহিত,
কল্যাণ-পরিচর্য্যা নিয়ে,
নিজেকে দুর্গতি-বেষ্টিত না রেখে
বা না ক'রে,
দেখবে—
উন্নতির যুত আবাহন
তোমাকে দীপন-প্রতিভায়
আরতিই ক'রে চ'লবে। ২০১।

তুমি যে-ব্যবহারই কর না কেন,
তা' তোমার মস্তিষ্ক-লেখায় নিবদ্ধ থেকে
তদনুপাতিক অনুপ্রেরণা সরবরাহ ক'রে
পরিবেশের ভিতর সঞ্চারিত হ'য়ে নিবদ্ধ থাকে—
যা'র যেমনতর বোধায়নী তাৎপর্য্য
তেমনি ক'রেই,
ধারণায় বিধৃত হ'য়ে,
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক যে যেমন
তেমনতর নিয়মনে
বাস্তব-অবাস্তব মিলিয়ে ;
এগুলি ক্রমশঃ বিহিতভাবে সঙ্কলিত হ'য়ে
যখন প্রতিক্রিয় অবস্থায় দাঁড়িয়ে ওঠে,
তখনই তীব্রভাবে তদনুপাতিক প্রতিক্রিয়াই
সৃষ্টি ক'রে থাকে—

যা' সু, তা' সু-এ সম্বুদ্ধ হ'য়ে,
কু যা' তা' কু-এ বিবৃদ্ধ হ'য়ে,
তখন তোমার প্রতি,
তোমার স্মৃতির প্রতি,
তোমার কথার প্রতি,
পারিবেশিক প্রবোধনা তেমনি ক'রেই
সক্রিয়তায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,
অমনি ক'রেই তুমি লোকের কাছে
ভাল হও বা মন্দ হও,
আদরণীয় বা ঘৃণ্য হ'য়ে ওঠ,
অমনি ক'রেই তা'দের কাছে সুখপ্রদ হ'য়ে ওঠ,
আবার, অমনি ক'রেই ঐ পরিবেশ
তোমার ব্যবহারে অতিষ্ঠ ও উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে
তোমার প্রতি যন্ত্রণার জ্বালাময় জ্বলন
সৃষ্টি ক'রে থাকে.
ঐ বেদনাতেই মানুষ ব'লে থাকে—
'তোমার দুঃখে শেয়াল-কুকুরও কাঁদবে না' ;
তাই, তোমার ব্যক্তিত্বকে
এমন স্বভাব-সঙ্গত ক'রে তোল
যা' সবারই কাছে হৃদ্য হ'য়ে ওঠে,
প্রীতিপ্রদ হ'য়ে ওঠে,
সত্তাপোষণী সম্ভ্রমদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
অত্যাচারী না হ'য়েও
অসৎ-নিরোধী হ'য়ে ওঠে,
যা'র ফলে, তোমার পরিবেশ
সেবানুকম্পী সহযোগিতা নিয়ে
তোমার রক্ষণায়, পোষণায়

আপূরণী তৎপরতা-দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
আবার, অন্যের প্রতি হৃদ্য সত্তাপোষণী হ'য়ে
তোমার অপলাপও যদি হয়,
তা' হ'লে ঐ অপলাপও
তোমার প্রতিষ্ঠার সিংহাসনকে
অটুট ক'রে রাখবে ;
আর, যতক্ষণ ও-হ'তে তুমি বিরত থাকবে,
বা বিকৃত হ'য়ে চ'লবে,
ঐ বিরতি বা বিকৃতি
তজ্জাতীয় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি ক'রে
তোমাকে যে বিদগ্ধ ক'রেই চ'লবে—
তা' কিন্তু ঠিকই। ২০২।

তোমাকে যে সহানুভূতির ভঙ্গী নিয়ে
ভাল বলে—
তা'কে তোমার ভালই লাগে,
যে ভাল বলে,
ভাল ক'রে—
তোমার তা'কে আরো ভাল লাগে ;
আবার, দরদীর মত অনুচর্য্যাপরায়ণ,
সহানুভুতিসম্পন্ন
বা ইষ্টার্থসমন্বয়ী সৌহার্দ্দ্য-আপ্যায়নায়
যে তোমার ভাল করে,
বাক্য-ব্যবহারে ভালবাসে তোমাকে,
সে যদি তোমার মঙ্গলার্থে
ভৎ'সনাও করে,—
তা'কেও তুমি এড়িয়ে থাকতে পার না,

তা'কে ভালবাস খুবই ;
যা'র ভালবাসা
তোমার মঙ্গলের জন্য
শাসন, ভৎ'সনা
এমনকি দুর্ব্যবহার ক'রতেও ছাড়ে না,
তা'র সেই শাসন, ভৎ'সনা ও দুর্ব্যবহারও
হজম ক'রে
তা'র প্রীতিমুগ্ধ হ'য়ে থাক তুমি ;
তোমার উপচয়ে,
তোমার স্বার্থে
যে স্ফীত হ'য়ে ওঠে,
তোমার স্বার্থের অপচয়ে
নিজের অপচয় ব'লে যে মনে করে,
তা'কে তুমি তোমার আপনজন ব'লে
গ্রহণ না ক'রতে পারলেই
তোমার কষ্ট হয় ;
তাহ'লে ভেবে দেখ—
তোমার দুনিয়ার প্রতি চাহিদা
যদি এমন হয়,
তবে সকলেরই চাহিদাও তা'ই,
যেমনটি পেলে তুমি সুখী হও,
পরের প্রতি তুমি যদি তেমন না কর,
তা'দের যদি অমনতর না দাও,—
তাহ'লে তা'দেরও কিন্তু ভাল লাগে না,
কষ্ট হয়,
তাই, যে-কেউই হো'ক না,
তা'র কাছে যদি ভালই চাও,

তা'র ভাল কর,
ভাল বল,
সহানুভূতি ও সৌহার্দ্দ্যপূর্ণ
আপ্যায়না নিয়ে চল তা'র প্রতি ;
এই হ'চ্ছে প্রকৃতির বৈধী রচনা,
তুমি যেমন ক'রবে,
পাবেও তুমি তেমনি প্রায়শঃ। ২০৩।

অকাট্য অচ্ছেদ্য সুকেন্দ্রিক
ইষ্টার্থপরায়ণ সম্বেগকে
উচ্ছল ক'রেই রেখো—
নিরাশী হ'য়ে,
তাঁ'র উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনী
সক্রিয় তৎপরতায়
নিজেকে আশা-উদ্দীপ্ত রেখে ;
তাঁ'র সর্ব্ববিধ অনুচর্য্যায়
নিষ্পাদন কুশল আগ্রহ নিয়ে
নিজেকে সব সময়ই ব্যাপৃত ক'রে রেখো,
আর, অনুশীলন-তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
যোগ্যতায় সুযুক্ত হ'য়ে ওঠ ;
আত্মপ্রসাদী লোকচর্য্যী অনুবেদনার মাধ্যমে
তাঁ'রই প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসে
ও প্রীতি-অর্ঘ্য-আহরণে
নিজেকে ব্যাপৃত ও ব্যাপ্ত ক'রে তোল ;
বিস্তার লাভ কর অমনি ক'রেই—
প্রতিটি ব্যষ্টির অন্তরে,
সমাজ ও পরিবেশে,

পরিবেশ তোমার যশোগানে
মুগ্ধ হ'য়ে উঠুক ;
সব ব্যাপারেই মিতব্যয়ী হ'য়ে
উচ্ছল উপচয়ে
নিজের যোগ্যতার যাগ-অনুদীপনাকে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোল ;
যা' ধ'রবে লৌহ-ধৃতি নিয়ে ধর—
সুতীক্ষ্ণ, প্রদীপ্ত আবেগ-আগ্রহে,
তা'র সমাধান করাই চাই—
এমনতর সঙ্কল্পে
নিজেকে সন্দীপ্ত ক'রে চ'লতে থাক ;
তাঁ'র সার্থকতায় যা'ই ক'রতে যাও না কেন—
সুদক্ষ কুশলকৌশলী দুর্ব্বার সাহস নিয়ে
চ'লতে ত্রুটি ক'রো না,
পিছিয়ে প'ড়ো না একটুকুও
তড়িৎ-ক্রিয় তৎপরতা হ'তে,
আর, এই ক'রতে হ'লে পরেই
পরিবেশের প্রত্যেকের সাথেই
হৃদ্য ক্রিয়াশীল বান্ধবতার
প্রতিষ্ঠা ক'রতে ভুলে যেও না,
যে-বান্ধবতা তোমার অনুক্রিয় তৎপরতার
সহায়ক হ'য়ে ওঠে ;
অবজ্ঞা ক'রতে যেও না,
ঘৃণা ক'রতে যেও না কাউকে,
অন্যায় ও অপকর্ম্মশীল যে,
তা'কে পর্য্যন্ত যা'তে
সদনুপূরণী কর্ম্মে লাগাতে পার—

বিহিত নিরোধ ও বিনায়নায়,
সতর্ক সন্ধিৎসা নিয়ে
এমনতর ক'রে চ'লতে থাক,
দেখবে, সত্বরই তোমার ব্যক্তিত্ব
আত্মপ্রসাদী উপঢৌকনে
অনুরঞ্জিত হ'য়ে উঠবে। ২০৪।

যে-কোনও কাজেই হো'ক,
খুব ক'রেও কিছু ক'রে উঠতে পারছ না,
কাজ নিষ্পন্ন ক'রতে
শ্রমেরও ত্রুটি নেইকো,
তথাপি লোক তোমাকে
সমালোচনা ক'রতে ছাড়ে না,
বিভিন্ন লোক বিভিন্ন রকমে
তোমাকে সমালোচনা ক'রছে,
আর, ঐ সমালোচনা দেখেই
তুমি তা'দিগকে
তোমার বিরুদ্ধ মনে ক'রেই চ'লছ,
আবার, তোমার অনেক বন্ধু-বান্ধবের কাছেও
ব'লছ তা'ই—
এটা কিন্তু ঠিক নয় ;
তুমি তা'দের সমালোচনা শুনে
বিহিত করণীয় যা',
তা'ই ক'রে চ'লতে থাক—
বিবেচনা ক'রে ;
মানুষকে তোমার বিরুদ্ধবাদী ব'লে
ব'লতেও যেও না,

আর, ঐভাবে একটা ক্ষুব্ধতার আবেশ নিয়েও
চ'লতে থেকো না ;

বিহিত সঙ্গতি নিয়ে
আদর্শ-প্রতিষ্ঠ ও তদুপচয়ী
উপযুক্ত নিয়মনে
নিজেকে সুকেন্দ্রিক রেখে
যেখানে যেমন চ'লতে হয়
হৃদ্য অনুবেদনী বাক্য-ব্যবহার নিয়ে
তেমনতরই চ'লতে থাক—
সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ আপদকে বিনায়িত ক'রতে
যেখানে যেমন ক'রতে হয়—
তা'র প্রস্তুতি নিয়ে ;
যেখানে যেমন হ'তে হয়,
ক'রতে হয়,
ইষ্টার্থে অবাধ থেকে
কার্য্যতঃ তেমনি ক'রে চল—
উপচয়ী দক্ষকুশল তৎপরতায় ;
তোমার সুকেন্দ্রিক বাক্য, ব্যবহার
ও কর্ম্ম-বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
সবাইকে ভাবতে দাও—
তুমি তা'দের স্নেহাংই আপনার জন ;
লোকে যদি তোমার প্রতি
বিরুদ্ধ ভাব নিয়ে চলে,
তুমি তা'দের প্রতি কতখানি ক্ষোভান্বিত,—
সে-কথা
এমন-কি তোমার বন্ধু-বান্ধবের কাছেও
ব'লতে যেও না ;

এমনতর প্রশমন-প্রবৃত্তি নিয়েই
চ'লতে থাক,
দেখবে, প্রত্যেকে তোমাকে
তা'দের স্বার্থ
ও অস্তিবৃদ্ধির পরম বান্ধব ব'লে মনে ক'রছে ;
সৌজন্যপূর্ণ আপ্যায়নী উৎফুল্লতা নিয়ে
তুমি লোককে যেমন ভাববে,
যেমন ক'রবে,
তুমি চাও বা না চাও,
লোকের কাছে পাবেও তা'ই। ২০৫।

কেউ যদি
ধুক্ষা-জর্জ্জরিত হ'য়ে
হৃদয়ে আঘাত নিয়ে
অপদস্থ বা বিপর্য্যস্ত হ'য়ে
তোমার কাছে আসে,
বা তুমি যদি জানতে পার যে,
কেউ অমনতর অবস্থায় প'ড়েছে,
সক্রিয় সহানুভূতি-সহকারে
তা'কে যদি
সমর্থন না কর—
নিরাকরণ-সন্দীপ্ত হ'য়ে,
যে তা'র প্রতি অমন ক'রেছে—
সে যে অন্যায় ক'রেছে
এই অভিমত যদি তুমি
প্রকাশ না কর,—

ঐ ধুক্কার কারণ যে বা যা'
তা'কে যদি বিনায়িত ক'রে
প্রীতি-উৎসারণপ্রবণ ক'রে তুলতে
প্রয়াসশীল না হও বাস্তবভাবে,—
ঐ ধুক্কা-জর্জ্জরিত ব্যক্তি
অন্তরে
তোমাকে দরদী ব'লে গ্রহণ ক'রতে পারবে না
কিছুতেই,
বরং যে তা'কে আঘাত হেনেছে
তা'রই স্বার্থ-সম্পোষী ব'লেই
মনে ক'রবে তোমাকে,
এবং ঐ তা'র প্রতি
তোমার সমর্থনী ব্যবহার
কিংবা ঐ ব্যথিতের প্রতি
তোমার দরদহীন উপেক্ষা
তোমাকে তা'র বিরাগভাজন
ক'রে তুলবেই কি তুলবে ;
তাই, ঐ ধুক্কা-জর্জ্জরিত যে—
দরদ নিয়ে তোমার কাছে এসেছে
বা যা'র ব্যথার কথা
তুমি জানতে পেরেছ,
সক্রিয় সহানুভূতি-সহকারে
দরদীর মত
তা'কে সমর্থন ক'রে
সমীচীন সান্ত্বনায়
ঐ ধুক্কার কারণ যে বা যা'
বিহিত বিনায়নায়

সতর্ক দক্ষকুশল তৎপরতায়
তা'কে প্রীতি-উৎসারণশীল ক'রে
বাস্তবে যদি সুস্থ ও স্বস্থ ক'রে তুলতে পার
ঐ ব্যথিতকে—
তা'র ত্রুটি যদি কিছু থাকে
তা'ও তা'কে হৃদ্যভাবে বুঝিয়ে দিয়ে,—
তা' হ'লে, সে যে তোমার ঐ সাধু প্রকৃতিকে
শ্রদ্ধাসিঞ্চিত অর্ঘ্যে
অভিনন্দিত ক'রবে—
তা'তে কোন সন্দেহ নাই। ২০৬।

সুসন্ধিৎসু সুপর্য্যবেক্ষণী তৎপরতায়
অনুকম্পী হৃদয়ে
তুমি যদি কা'রও অবস্থা বিবেচনা ক'রে
বিহিতভাবে কোন কথা না বল—
তা' অনুরোধ, উপরোধ, আদেশ, নিদেশ,
আত্মমতপ্রকাশ যা'ই হো'ক না কেন,
তাহ'লে ঠিক বুঝো—
সুপর্য্যবেক্ষণায়
তোমাকে দেখে, শুনে, বুঝে
সন্ধিৎসু উৎকণ্ঠা নিয়ে
দরদী হ'য়ে
তোমাকে কেউ কিছু ব'লবে—
তা' প্রত্যাশা করা,—
তোমার পক্ষে একটা বেকুবী ঔদ্ধত্য ছাড়া
আর কী হ'তে পারে?
তুমি যা' অন্যের প্রতি কর না,

অন্যের কাছ থেকে তা' প্রত্যাশা করা
কি ন্যায়তঃ সঙ্গত ?
ঐ রকম যত ক'রতে যাবে,
ঠ'কবে তুমি তেমনি,
বেদনাও পাবে,
তোমার আহাম্মকী অহঙ্কার
বিমর্দ্দিতই হ'য়ে উঠবে তা'তে—
অমর্য্যাদাকর আপসোসে আহত হ'য়ে ;
তাই, তুমি যা' অন্যের প্রতি কর না,
অন্যের নিকট হ'তে
তা' দাবীও ক'রতে যেও না,
অনুরোধ-উপরোধেও যদি সে তা' না করে
তা'তে দুঃখিত হ'য়ো না,
প্রতিক্রিয়ায়, তা'র অনুরোধ-উপরোধেও
তুমি তা' ক'রবে না—
এমনতর মনোভাবও রেখো না,
অমনতর একটু সাবধান হ'য়ে চ'লো,—
অন্যায় বেদনা হ'তে রেহাই পাবে—
প্রত্যাশা করা যায়,
তোমার করা, অন্তর্নিহিত ভাবের অভিব্যক্তি, ভঙ্গী
ইত্যাদির ভিতর-দিয়ে
যে-অনুবেদনা বিকীর্ণ হ'য়ে ওঠে,
তা'ই তোমার চরিত্র ;
ঐ চরিত্র যেমনতর প্রেরণা দিয়ে
উদ্দীপ্ত করে অন্যকে—বৈশিষ্ট্যমাফিক,
তুমি পাও-ও তেমনি,
আর, তেমনতর পাওয়াকেই

তুমি আবাহন ক'রে থাক,
এতে দোষ যদি থাকে তা'ও তোমারই,
গুণ যদি থাকে তা'ও তোমারই—
মুখ্যতঃ ;
ঈশী-আশিস্ জীবনজলুস নিয়ে
প্রত্যেকের অন্তরেই অধিষ্ঠিত,
তাই, যে যা'র প্রতি যেমন করে
তাই-ই পেয়ে থাকে সাধারণতঃ। ২০৭।

যেই হো'ক না কেন,
তা'কে তুমি শত্রুই বিবেচনা কর,
আর মিত্রই বিবেচনা কর,
তা'র নির্য্যাতনে বা বিপর্য্যয়ে
তুমি কি তা'কে সক্রিয় সমর্থন
বা সাহায্য কিছু ক'রেছ—
যা'র ফলে, সে আশ্বস্তি লাভ করে,
তোমাকে দরদী ব'লে বিবেচনা করে ?
যদি তা' না ক'রে থাক,
তোমার বিপর্য্যয় বা নির্য্যাতনে
তা'র কাছে যদি সমর্থন লাভ ক'রতে চাও
ও তা' না পেয়ে আপসোস কর,—
তা' কিন্তু তোমার কাছে
ধিক্কারজনক হ'য়ে উঠবে,
কারণ, তোমার কাছে
যা' মানুষ চায় না,
তেমনতর ব্যবহার পেলে,
তদ্বিষয়ে তা'র স্মৃতি-চেতনা

সক্রিয় হ'য়ে উঠে থাকে সাধারণতঃ ;
আবার, তুমি যদি
তা'র বিপর্য্যয়ে বা নির্য্যাতনে
সহানুভূতিপূর্ণ সাহায্য কর,
যা'তে সে ঐ বিপর্য্যয় বা নির্য্যাতন হ'তে
রেহাই পায়,
বাস্তব সক্রিয়তায় তা' যদি কর,
তবে তদনুগ স্মৃতি-চেতনার অভিনিবেশে
মানুষ স্বতঃই দরদী ও সমর্থনশীল হ'য়ে উঠবে
তোমার প্রতি,—
এমনতর প্রায়শঃই হ'য়ে থাকে ;
আর, তুমি যদি প্রত্যাশা নাও কর,
কিংবা উপকারের প্রতিদানে
উপকার না পেলেও
মানুষের আপদে-বিপদে
তোমার সাধ্যানুপাতিক
সমীচীন সাহায্য ক'রে চল—
অবশ্য অসৎ-নিরোধী অনুবেদনা নিয়ে,—
যা'দের হৃদয় আছে,
তা'রা স্বতঃ-প্রবৃত্ত হ'য়ে
ঐ স্মৃতি-চেতনার অনুনয়নী তৎপরতায়
তোমার বিপর্য্যয় বা নির্য্যাতনের
নিরোধ ও নিরসনে
উন্মুখ হ'য়ে উঠবে ;
তুমি যা'র প্রতি যেমন,
তা'র কাছ থেকে
প্রতিক্রিয়ায় পেতেও থাকবে তেমনি,—

মানুষের অন্তর্নিহিত ঈশ্বর-অনুবেদনা
অনুক্রিয় তৎপরতায়
জাগ্রত চেতনা নিয়ে
অমনিই ক'রে থাকে ;
তাই গীতায় শ্রীভগবান ব'লেছেন—
'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'। ২০৮।

এমন অনেককে দেখতে পাওয়া যায়
যা'রা অপরাধ ক'রে গৌরব বোধ করে,
যা'দের আপসোসও হয় না,
অনুতাপও হয় না,
অপরাধ ক'রতে পারলেই
তা'রা বেশ স্ফূর্ত্তি পায়,—
তা'দের অবস্থা কিন্তু সঙ্গীন ;
কোনক্রমে যদি তা'দিগকে
সক্রিয় আদর্শপরায়ণ ক'রে তুলতে পারা যায়,
আর, যদি ঐ জাতীয় সম্বেগকে
উস্‌কে দিয়ে
অপরাধ-প্রবণতাকে
সৎ ও শুভপ্রসূ কর্ম্মে
নিয়োজিত ক'রতে পারা যায়,
আর, এই নিয়োজনাতে
এমনতর ব্যাপৃত ক'রে রাখা যায়
যা'তে তা'রা অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে তা'তে,
তাহ'লে বহুদিন ধ'রে এমনতর ক'রতে-ক'রতে
হয়তো খানিকটা মোড় ফিরতেও পারে,
আর, যখনই তা'রা অপরাধ করে,

যদি কোনক্রমে
আপসোস বা অনুতাপকে
উস্‌কে তুলতে পারা যায়,
ঐ উস্‌কানির ফলে যদি
তা'দের স্বতঃই ঐ-রকম হ'য়ে ওঠে,
আর, ঐ চলনের ভিতর-দিয়ে
সম্বেদনী সুনিয়ন্ত্রণায়
তা'দের যদি
আদর্শপরায়ণ ক'রে তুলতে পারা যায়—
সক্রিয়-অনুচর্য্যানিরত ক'রে—
তবে ঐ অপরাধ-প্রবণতার হাত হ'তে
তা'রা অনেকখানিই রেহাই পেতে পারে ;
তাই, তা'দিগকে পরিচালনা ক'রতে গেলে
বিশেষ প্রস্তুতি নিয়ে
সতর্ক দক্ষতায়ই
তা' করা ভাল ;
আর, আদর্শপরায়ণতাকে
গৌরবজ্‌ভী অনুপ্রেরণায়
তা'দের অন্তরে
এমনতরভাবে প্রোথিত ক'রে তোলা ভাল,
যা'র ফলে, তা'রা
সক্রিয় অনুচর্য্যী আদর্শপরায়ণ
না হ'য়েই থাকতে পারে-না,
আর, যতই এমন হ'য়ে ওঠে,
অপরাধ-প্রবণতার হাত হ'তে
ক্রমশঃ রেহাইও পেয়ে থাকে
তেমনতর ;

আর, ঐ অপরাধপ্রবণ যা'রা
তা'দিগকে এমনতরভাবে
ঘৃণা, ভৎর্সনা বা শাসন করা ভাল নয়
যা'তে তা'দের শ্রদ্ধা
প্রতিহত হ'য়ে ওঠে,
অমনতর ক'রলেই
তা'দের ঐ অপরাধপ্রবণতাই
বেড়ে ওঠে ক্রমশঃ ;
সৎ-এ সতর্ক সুনিয়োজন,
বাহাবা দেওয়া,
উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলা,
অল্পেতেও অনেকখানি প্রশংসাপূত ক'রে তোলা,
গুণগানদীপ্ত ক'রে তোলা—
ইত্যাদি রকমে
তা'দিগকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চ'লতে পারলে
অনেকখানি ফল পাওয়া যায়। ২০৯।

ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
তোমার প্রত্যেকটি প্রবৃত্তিকে
ইষ্টার্থী শুভ-সেবনায় নিয়োজিত কর,
এই নিয়োজনা যতই
সার্থকসঙ্গতিসম্পন্ন হবে—
কৃতি-কৌশলে,—
তোমার অন্তঃকরণও তেমনি
বিনায়িত হ'য়ে উঠবে ;
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে চ'লো—

কাজে-কথায় মিল রেখে,
আজ এক-রকম, কাল এক-রকম—
এমনতর রকমারি চলনকে
সমীচীন বিন্যাসে
বিনায়িত ক'রে ;
হৃদ্য শিষ্টাচার-সম্পন্ন চলনে চ'লো,
মানুষের দোষের যাজন ক'রে
দোষ-দর্শিতাকে পুষ্ট ক'রে তুলো না,
যা'র শুভপ্রসূ যেটুকু জান,
তাই-ই ব'লো—
অসৎ যা', অশুভ যা'
তা'কে নিরোধ ক'রে ;
তা' যদি না ব'লতে পার—
হৃদ্য অনুকম্পিতা নিয়ে,—
মানুষের দোষের কথা নিয়ে
ঘাঁটাঘাঁটি ক'রো না,
অশুভ-ও-দুঃখ-প্রসূ বলা, চলা ও করাকে
উপযুক্তরূপে সংযতই রেখো ;
তোমার লোক-অনুকম্পিতা
কথায় ও কাজে
যত ফুটন্ত ক'রে তুলতে পার,
তাই-ই ভাল ;
একজনের সুখ্যাতি ক'রতে গিয়ে
অন্যের নিন্দা ক'রো না,
এক-কথায়, ইষ্টার্থের দিকে নজর রেখে
হৃদ্য কথা ও আচরণে
সবাইকে প্রসাদ-মণ্ডিত ক'রে তুলতে

বদ্ধপরিকর হও ;
তোমার সংস্রব যেন
মানুষের দোষকে খাটো ক'রে
গুণকে উচ্ছল ক'রে তোলে—
কথায়-কাজে বাস্তব মিলনের ভিতর-দিয়ে ;
এমনতর ক'রে মানুষকে যথাসম্ভব
দোষমুক্ত ক'রে তোল—
নিজে দোষমুক্ত হ'য়ে,—
নিজে দুষ্ট থেকে
অন্যকে সংশুদ্ধ করা যায় না ;
যা' করণীয় তা' ফেলে রেখো না,
সুব্যবস্থিতির সহিত নিজেকে,
নিজের কর্ম্মগুলিকে
ও কর্ম্মের উপকরণগুলিকে
প্রয়োজন-মাফিক সুবিন্যস্ত ক'রে রেখো—
করায় জাগ্রত্ থেকে ;
অশুভের প্রতিকার ক'রে চ'লো—
বিবেচনার সহিত,
তেমনি শুভকেও উচ্ছল ক'রে তুলো—
বোধনচক্ষুর বিনায়নী তৎপরতায় ;
সহজ-সুন্দর হৃদয়গ্রাহী
মিতি-চলনে চ'লো,
যা'তে ঐ চলন
তোমার আশপাশের সবারই চোখে
হৃদ্য হ'য়ে ওঠে ;
মাত্র এই ক'টির প্রতি
যদি নজর রেখে চল,—

জীবন-চলনায় অনেকখানি
স্বস্তি লাভ ক'রবে। ২১০।

যা'রা পরস্পর পরস্পরের জীবনচর্য্যায়
সম্বন্ধান্বিত,
আত্মীয়তার বাস্তব প্রকাশ সেখানেই। ২১১।

যা'র প্রণয় তোমার অর্থে,
আত্মপ্রতিষ্ঠায়,—
তোমাতে নয়,
তা'তে নির্ভরও ক'রো না,
আস্থাও রেখো না। ২১২।

ফাঁকা আত্মীয়তা স্থাপন ক'রতে যেও না—
যা' শুধু বাক্যেই পর্য্যবসিত হয়,
ব্যবহারে, কর্ম্মে ও সক্রিয় স্বার্থ-সমর্থনেও
যেন তা'র অভিব্যক্তি থাকে ;
নয়তো, সব আত্মীয়তাই
মৌখিক হ'য়ে চ'লবে কিন্তু। ২১৩।

প্রত্যাশা রাখ যেখানে—
ভেবে দেখ
মুখ্যতঃ তা'তে তুমি কতখানি অন্তরাসী
ও পোষণপ্রদ অনুচর্য্যী—
তা'তে পাওয়া কতখানি
স্বতঃ হ'য়ে উঠতে পারে ;
পাওয়াটা যদি স্বতঃ-উৎসারী না হয়
প্রত্যাশায় তুমি মর্দ্দিত হ'য়েই চ'লবে। ২১৪।

যেখানে সম্ভ্রম ও সদ্‌-অনুগতি
যত তিরোহিত—
আসক্তি ও অভিভূতির আধিক্যও সেখানে
তেমনই তত,
শ্রদ্ধা-উৎসারণী সমীহার দূরত্বও
তেমনি কম,
ভোগ-বিহ্বল নৈকট্যও
বাঁধনহারা সেখানে তেমনি। ২১৫।

তুমি কোথায়ও
বা কা'রো বাড়ীতে গেলে
তা'রা উৎফুল্ল না হ'য়ে
যদি বিব্রত হ'য়েই পড়ে,
তাহ'লে বুঝে নিও—
তোমার অন্তরে লোভী সেবালিপ্সুতা
তখনও গজ্‌-গজ্‌ ক'রছে,
আর, তখনও তুমি তা'দের
অন্তর-আত্মীয় হ'য়ে উঠতে পারনি। ২১৬।

দায়িত্ব-গ্রহণ,
আশা-ভরসা-প্রদান,
উপচয়ী অনুচর্য্যা,
হৃদ্য অনুবেদনা, সমর্থন
ও সহানুভূতির ভিতর-দিয়ে
মানুষ মানুষের আত্মীয় হ'য়ে ওঠে,
আপনার হ'য়ে ওঠে ;
ওর ব্যতিক্রম যেখানে যতখানি

আত্মীয়তা-স্থাপনে
ব্যর্থতাও সেখানে ততখানি ;
তবে সত্তাপোষণী হৃদ্য ভর্ৎসনা
বা অনুশাসন-নিয়মনা
আত্মীয়তার পরিপন্থী নয়কো। ২১৭।

যা'রা তোমার প্রতি সক্রিয় দয়ার্দ্র,
প্রতিক্রিয়ায় তোমার অন্তরকে
তা'দের প্রতি আরো দয়ালু ক'রে তোল—
শ্রদ্ধোষিত অনুকম্পা নিয়ে
ব্যাপ্তির অনুরণনে ;
আর, যা'রা নির্য্যাতন করে তোমাকে,
তা'দের প্রতি সমীচীন
শুভ-বিচারশীল হ'য়ো—
হৃদ্য অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়। ২১৮।

যা'কে সক্রিয় তৎপরতায়
আপন ক'রে তুলতে পারনি—
সশ্রদ্ধ বা স্নেহল অনুচর্য্যা নিয়ে,
শ্রেয়-অনুগতিকে মুখ্য ক'রে,—
তা'র ব্যক্তিত্বের সহিত
তুমি সম্বন্ধান্বিতই হ'য়ে ওঠনি,
আর, সম্বন্ধের দাবী ক'রে
সেই মর্য্যাদার যতই প্রতিষ্ঠা ক'রতে যাবে,
ঘৃণ্য কটাক্ষে
ঐ চাহিদা তোমাকে
উপেক্ষা ক'রেই চ'লতে থাকবে। ২১৯।

যে বা যা'রা তোমার দরদী নয়কো,
তোমাতে অনুকম্পী নয়কো,
সক্রিয় শুভচর্য্যায়
তোমাকে স্বস্থ করার স্বার্থে
আগ্রহ-অভিদীপ্ত নয়কো,—
তোমার দরদের কথা, আত্মীয়-আলিঙ্গন
লাঞ্ছনাই লাভ ক'রবে তা'দের কাছে,
বেদনাবিদগ্ধ যে নয়—
বেদনার কথা তা'র কাছে
রূপকথাই হ'য়ে উঠে থাকে ;
তোমার দরদ, বেদনার আর্ত্ত নিবেদন
প্রিয় ব'লে যদি কেউ থাকে
তা'কেই নিবেদন ক'রো,
উদগ্র আলিঙ্গনে তা'কেই জড়িয়ে ধ'রো,
তা'র তৃপ্তিদীপনা হয়তো
স্বস্থ ক'রে তুলতে পারে তোমাকে। ২২০।

সহানুভূতি,
স্বতঃ-দায়িত্বশীল অনুচর্য্যা,
সুব্যবস্থ অন্তরাসী আবেগপূর্ণ
উপচয়ী কৃতি-অনুচলন—
এই তিনের সঙ্গতি
যখন কা'রও প্রতি অর্থান্বিত হ'য়ে
তা'রই মাঙ্গলিক অভিনিবেশে
নিরন্তর হ'য়ে চ'লে,—
সেখানেই থাকে প্রীতি,
সেখানেই থাকে আত্মীয়তা ;

এ ছাড়া, যেখানে যেমন সম্বন্ধই
হো'ক না কেন—
তা' হয়তো আত্মস্বার্থসন্ধিক্ষু ক্লীব প্রীতি। ২২১।

যা'রা সংরক্ষণশীল হ'য়ে
তোমার স্বার্থসম্বর্দ্ধনার দিকে দৃক্‌পাত করে না—
দুঃখ-কষ্টে স্বতঃ-সহযোগী হ'য়ে,
সাধ্যকে সহস্রদীপী ক'রে,
নিজে শ্রমকাতর না হ'য়ে,—
পরিচর্য্যা-নিরত থেকে
তোমায় সুস্থ ও দীপ্ত ক'রে তোলে না যা'রা—
সক্রিয় অনুকম্পী সহানুভবতায়,—
তা'রা তোমার শোষক হ'তে পারে,
পোষণীয় বান্ধবধর্ম্মী কেউ নয় তা'রা;
তাই ব'লে, তুমি কিন্তু ব্যর্থশ্রম ভেবে
নিথর হ'য়ে ব'সে থেকো না,
বরং সাধ্যমত তা'দের যা' ক'রতে পার
তা' হ'তে বিরত হ'য়ো না—
প্রত্যাশারহিত বিচক্ষণ ধী নিয়ে;
বুঝে-সুঝে
যা' করা সমীচীন তা'ই ক'রো। ২২২।

তুমি যা'কে ভালবাস,
তা'র অন্তঃকরণ যদি অন্যে ব্যাপৃত থাকে—
আবেগ-উচ্ছল অন্তরাসী হ'য়ে,
সে তোমার সাথে
হৃদয়-খোলা রাগদীপনা নিয়ে

প্রীতি-পরিচর্য্যা ক'রতে পারবে না,
আর, তা'র কাছে যতই অমনতর প্রত্যাশা ক'রবে—
সে বিরক্তই হ'য়ে উঠবে ততই,
আরো নির্ম্মম দস্তুর বাক্যে বা ব্যবহারে
তোমার হৃদয়কে বিক্ষতই ক'রে তুলতে থাকবে,
তাই, অমনতর দেখলে
অন্যকে বিদগ্ধ না ক'রে
নিজেকে বাঁচিয়ে চ'লতে চেষ্টা ক'রো,
আর, সেই-ই ভাল। ২২৩।

যা'কে আপন ক'রতে চাও,
আত্মীয় ক'রতে চাও যা'কে—
তা'র প্রতি অন্তরাসী হ'য়ে ওঠ,
দিয়ে তৃপ্তি পাও
নিজের স্বার্থের যা' সম্ভবমত তা' দিয়েও ;
তা'র শুভ-সমর্থনী হও,
পোষণ ও পালনতৎপর হও,
উপচয়ী সম্বর্দ্ধনমুখর হও,
তোমার সামর্থ্যমাফিক
তা'র নিন্দা, কুৎসা, স্বার্থহানি
ও লোকসান নিরোধ কর সর্ব্বপ্রযত্নে,
তোমার শাসন ও ভৎ'সনাতেও যেন প্রীতি থাকে,
এ ব্যবহারগুলি বজায় রেখে
যখন যা' করার প্রয়োজন
তোমার আপন লোকের প্রতি যেমন কর—
তেমনি ক'রো ;

আর, এটা তোমারই প্রণোদনার ভিতর-দিয়ে
পারস্পরিকভাবে
স্পষ্টতর হ'য়ে উঠবে যতই
আত্মীয়তার পরিপুষ্টি পাবে তেমনতরই ;
আত্মীয়তা যদি থাকে
ঐ সূত্র-নিবদ্ধ হ'য়েই থাকবে,
নয় তা, যে যাবার সে যাবেই—
বিশ্বস্তিহারা, স্বার্থসন্ধিৎক্ষু,
অকৃতজ্ঞ স্বভাব-সঞ্জাত প্রকৃতি-অনুপাতিক। ২২৪।

কা'রও নুন, রুটি বা অন্ন খেয়ে
তা'র কাছে প্রতিপালিত হ'য়ে,
তা'র প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে
বিশ্বস্ত হওয়ার পরিচর্য্যা নিয়ে
কেউ যদি তোমার কাছে এসে থাকে,
এমন-কি, তোমার শত্রুর প্রতিও
অমন আচরণ ক'রে
কেউ যদি এসে থাকে তোমার কাছে,
খুব সাবধান!
তা'র প্রবৃত্তির ঘাট একটু বদলালেই
বা একটু সুবিধা পেলেই
তোমার প্রতি সে ঐ-রকম আচরণ ক'রতে পারে—
নির্দ্বিধ অন্তঃকরণে,
তাই, অমনতর সংসর্গ এড়িয়ে
যতই চ'লতে পার, ততই ভাল,
অবস্থা-বিশেষে তা'কে যদি
তোমার আওতায় রাখতেই হয়,

সব সময় তোমার নিরাপত্তায়
বিশেষভাবে হুঁশিয়ার থেকে
তা' ক'রো,—
নইলে ঠ'কবে,
আঘাতও পাবে। ২২৫।

ভর্ৎসনায়, লোকের কথায়
বা কোনপ্রকার ষড়যন্ত্রের আওতায় প'ড়ে
তোমার প্রতি অন্তরের প্রীতিসূত্র,
অনুচর্য্যী অনুক্রিয়া,
প্রতিষ্ঠা ও পোষণপ্রবণতা
যাঁদের ছিন্ন হ'য়ে যায়,
তাঁদের অন্তঃস্থ প্রীতি-সম্বেগ
মলিন ও স্বার্থপর,
অর্থ ও গৌরব-প্রত্যাশী,
তোমার যদি এমনতর
সহচর বা সহচারিণী
কেউ বা কাহারাও থাকে,
তাঁদের প্রতি আস্থা রেখো না—
শুভেচ্ছু হওয়া সত্ত্বেও। ২২৬।

তোমাকে যা'র প্রয়োজন নাই
এমনতর যদি কেউ থাকে,—
সে কখনও তোমার প্রয়োজনেও লাগতে পারে,
তাই, তোমার প্রয়োজনেই
তা'র সাথে সঙ্গতি রেখো,
সে সেই সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে

তোমাকেও তা'র প্রয়োজনীয় ক'রে তুলবে,
এই প্রয়োজন-নিবদ্ধতার ভিতর-দিয়ে
সে তোমাতে এবং তুমি তা'তে
সংশ্লিষ্ট হ'য়ে উঠতে পারবে হয়তো,—
যা'র ফলে, উভয়ে উভয়েরই
পোষণ-পূরণী হ'য়ে উঠতে পারবে—
শ্রদ্ধা-নিবদ্ধ সংশ্রয়ী চর্য্যার ভিতর-দিয়ে ;
আর, যা'ই কর, তা'ই কর
সংহতি ও সংশ্রয়ের সম্বন্ধ গ'ড়ে ওঠে কিন্তু
এক-আদর্শ-অনুপ্রাণতার ভিতর-দিয়ে—
সাত্ত্বিক নিবন্ধনায়। ২২৭।

মানুষের পারগতাকে উপেক্ষা ক'রে
দায়িত্ব বা বাধ্যবাধকতার চাপে
মোচড় দিয়ে
যখনই তা'র কাছ থেকে
আদায় করার ভঙ্গী
বা ফন্দিবাজি নিয়ে চ'লে থাকে কেউ,
সে তা'কে বিব্রত
ও বিধ্বস্তই ক'রে তোলে,
স্বস্তিহারা ক'রে তোলে,
তা'র শক্তিকে বিধ্বস্ত ক'রে
শরীর-মনের
ক্ষয় ও ক্ষতি করা হ'য়ে থাকে তা'তে ;
প্রকৃত আত্মীয়তা বা বান্ধবতা
যেখানে আছে,
তা'ও তা'দের আচরণে

বেদনাপ্লুত হ'য়ে ওঠে;
এমনতর বিব্রত ক'রে
যতই তুলবে মানুষকে—
তা'র প্রীতি ও সমর্থন যে
ততই হারিয়ে ফেলবে,
তা'তে সন্দেহ নাই,
তাই, সাবধান হ'য়ে চ'লো। ২২৮।

তুমি কা'রও প্রতি
স্বতঃস্বেচ্ছ দায়িত্বশীল কর্ম্মসংস্রব
ও প্রীতি-অনুচর্য্যা নিয়ে
উপচয়ী কৃতি-অনুবেদনী
পোষণ ও বর্দ্ধন-তৎপরতায়
সহানুভূতি ও সহযোগিতা নিয়ে
তাৎপর্য্যশীল সংশ্রয়ে
স্বতঃ-সার্থক-সমর্থনশীল হ'য়ে
চ'লবে যেমন,
আত্মীয়তাও মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রবে
সেখানে তেমনি;
প্রতিক্রিয়ায়
তা'র সংরক্ষণী অনুবেদনা,
সম্পোষণী অনুবেদনা,
আপূরণ-তৎপর সক্রিয় সমবেদনী সম্বর্দ্ধনা
তোমাকে আলিঙ্গনও ক'রবে তেমনি
প্রায়শঃ;
ওগুলির অভাব যেখানে যেমনতর,
আত্মীয়তা সেখানে

ধারণ-পালনী-সম্বেগহারা হ'য়ে
মৌখিকতায়ই পর্য্যবসিত হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ। ২২৯।

হামেশাই সাধ্যমত তোমাকে দিয়ে
আত্মপ্রসাদ লাভ করার
প্রলোভন যা'র বা যা'দের পেয়ে বসেনি,
ঠিক জেনো—
তা'র বা তা'দের
তোমার প্রতি কোনপ্রকার
দরদভরা প্রীতি নেই,
যা'দের ঐ আত্মপ্রসাদী প্রবৃত্তি নেই,
অথচ তোমার প্রতি ভাবালু উচ্ছ্বাস
বা নিষ্ক্রিয় আত্মীয়তার দাবী নিয়েই চলে,
মনে ক'রো—
তা'দের উচ্ছ্বাস বা দাবী
তোমাকে শোষণ করার প্রবৃত্তির ফন্দিবাজি ছাড়া
আর কিছুই নয়কো ;
সেখানে বাক্য, ব্যবহার বা কোনপ্রকার
সাহায্য যদি দিতে হয়,
তোমার সঙ্গতির দিকে নজর রেখে
সতর্কতার সহিত তা' ক'রো,
কারণ, তোমার স্বার্থে সে বা তা'রা
স্বার্থান্বিত নয় কিছুতেই ;—
নয়তো, আপসোসেই অনুতাপ-ধিক্কারে
জ্ব'লতে হবে তোমাকে। ২৩০।

সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব ভেঙ্গে—
যা'কে সইতে পারবে না,

বইতে পারবে না,
বা নিয়ন্ত্রণ ক'রতে পারবে না,
বা নিজেও নিয়ন্ত্রিত হ'তে পারবে না,
এমনতর কা'রও সাথে
নৈকট্য সৃষ্টি ক'রতে যেও না
বা ভাব ক'রতে যেও না;
কারণ, দাম্ভিক আত্মম্ভরি অহং-এর
দরুনই হো'ক,
বা প্রত্যাশা বা স্বার্থব্যাহতির দরুনই হোক্—
তোমার বিহিত অনুচর্য্যায়ও
সে খুশী না হ'য়ে
যে-কোন মুহূর্ত্তেই তোমাকে আঘাত ক'রতে পারে
বা তোমাদের মধ্যে
অনৈক্যের সৃষ্টি হ'য়ে উঠতে পারে,
আর, তা' সাংঘাতিক হওয়া অসম্ভব নয়;
ফল কথা, তোমার ঐ আচরণই
তা'কে তোমার বিরোধী ক'রে তুলবে,
তাই, বিবেচনা ক'রে চ'লো। ২৩১।

যদি কেউ নিরাকৃতির গৌরব-বাহী না হ'য়ে,
বরং তোমার কাছে এসে বলে,—
'অমুকে তোমার নিন্দা ক'রছে,
অমুকে কুৎসিত কথা ব'লছে,
ঘৃণা ক'রছে,
চারদিক্ দিয়ে লোকে টিটকারী দিচ্ছে,
দুর্বিপাকে ফেলতে চেষ্টা করছে'—ইত্যাদি,
অথচ সে সে-গুলিকে নিরাকৃত না ক'রে,

তা'দের হৃদয় জয় ক'রে
তোমার নন্দনা উপভোগ ক'রবার
প্রলোভনে বিরত হ'য়ে
মৌখিক সহানুভূতি নিয়ে
ঐ জাতীয় বার্ত্তার আমদানী ক'রে চলে,
সে তোমাকে যতই ভালবাসার ভঙ্গী
দেখাক না কেন,—
তা'র বিশ্বস্ততা সম্বেগহারা, দুর্ব্বল,
তোমার দুর্দ্দৈব-নিরাকৃতির গৌরববাহী নয়কো,
সাম্য-সমীক্ষা নিয়ে
তা'র প্রতি যা' করণীয়
তেমনি ক'রেই চ'লো,
নির্ভর ক'রে দুর্ভোগের ভাগী হ'য়ো না। ২৩২।

তুমি যদি কা'রও প্রতি
প্রীতি-সন্দীপনায়
তা'র কোন বিষয় বা ব্যাপারের উদ্‌যাপনে
সক্রিয় সহযোগিতা নিয়ে
সাহায্য কর,—
যা'তে সে তোমার সাত্ত্বিক অনুগতিকে
সহজভাবে আলিঙ্গন ক'রতে পারে,—
তা'র সাথে তোমার আত্মীয়তাও
প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে থাকবে ;
কিন্তু শুধু যদি দেখনদার হ'য়ে থাক,
তা'র জন্য আত্মনিয়োগ ক'রে
দায়িত্বশীল চলনে না চল,
ক্লেশসুখপ্রিয়তার সন্দীপনী সমীক্ষু

সন্ধিৎসার ভিতর-দিয়ে
ঐ ব্যাপার বা বিষয়ের অন্তরায়গুলিকে
অপসারণ ক'রে
তা'র বাস্তব-উদ্‌যাপনে
বিহিত সহায়তা না কর,—
তোমার আত্মীয়তা কেবল মৌখিক ছাড়া
আর কিছুই নয়কো,
এমনতর হ'লে,
কেউ তোমার প্রতি
সম্বন্ধান্বিত হ'য়ে উঠতে পারবে না—
বান্ধব-নিবন্ধনায়। ২৩৩।

যা'র নিকটে তুমি
প্রীতিপ্রসাদমণ্ডিত সুযোগ-সুবিধা
যতখানি পাও—
তা' পেয়েই তুষ্ট থেকো,
আরো সুযোগ পাওয়ার দাবীতে
তা'কে বিক্ষুব্ধ ও ভারাক্রান্ত ক'রে তুলো না,
তা'তে কিন্তু লোকসান তোমারই,
বরং তা'কে এমনতর অনুচর্য্যায়
উৎফুল্ল ক'রে তুলো—
বাস্তবে উপচয়ী ও আরো সমর্থ ক'রে,
যা'র ফলে
স্বতঃ-উৎসারণায়
তোমাকে ফুল্ল ও পুষ্ট করাই
তা'র স্বার্থ হ'য়ে ওঠে ;

পেয়ে,
আরো দাবীর দাপটে
তা'কে ধুক্ষিত ক'রে তুলো না। ২৩৪।

কেউ যদি তোমার আপনার জন হয়,
আত্মীয় হয়
কিংবা বান্ধব-সম্বন্ধান্বিত হ'য়ে থাকে,—
আপদে, বিপদে, দ্রোহে
বিপাকে বা মনো-অভিঘাতে
তা'র অবস্থা পর্য্যালোচনা ক'রে
অনুধাবন ক'রে
সব দিক্ দিয়ে তা'র হ'য়ে
সঙ্গত সাহায্য ও সমর্থনে
এমনতরভাবে নিরাকরণ কর বা মিটিয়ে দাও
যা'তে সে সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলে
আপদ্ বা দ্রোহ-মুক্ত হ'য়ে
তোমার পৃষ্ঠপোষকতায়
তোমাতে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে;
এই হ'লো
আত্মীয়তার স্বাভাবিক পরিচর্য্যা,
এর ব্যত্যয় যেখানে—
সম্বন্ধ কবন্ধরূপেই নিবদ্ধ হ'য়ে চলে,
স্বার্থগৃধ্নু ব্যতিপাতী আত্মীয়তাই
তা'দিগকে উপহাস ক'রে থাকে। ২৩৫।

কোন লেন-দেন, আদান-প্রদান
বা বাক্-ব্যবহারে

স্বতঃপ্রণোদিত বা অনুরুদ্ধ হ'য়েও
যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা'র খেলাপ ক'রেছে
বা ক'রে থাকে—
তা'র সাথে ঐ-জাতীয় ব্যবহারে
সতর্ক হ'য়ো
ও গোড়াকে কায়েম ক'রে
যা' ক'রতে হয় ক'রো,—
নয়তো, ঠ'কবার সম্ভাবনা অনেক ;
যে একবার প্রতিশ্রুতি খেলাপ করে
বিনা বিপর্য্যয়ে—
বাস্তব ব্যতিক্রম ছাড়াও—
তা'র ধাঁজই ঐ—
ধ'রে নেওয়া যেতে পারে,
সে বারংবারই খেলাপ ক'রতে পারে,
আর, তা'তে তুমিও বিধ্বস্ত হ'য়ে উঠতে পার ;
সদ্ব্যবহার নিয়ে
বিহিত কায়দায় কায়েমী রকমে
যা' ক'রবার হয় ক'রো—
যা'তে কোনরকম ব্যত্যয়ের ফুরসুত্তই না থাকে। ২৩৬।

কাউকে আপনার ক'রে নিয়ে
যদি কৃতার্থ হ'তে চাও,
তা'হলে মনে যেন থাকে—
যা'কে আপনার ক'রে নিতে চা'চ্ছ,
সে যা'তে মমতাশীল
বা অনুকম্পা-পরায়ণ,
তা'র প্রতি তোমারও

মমতাশীল, অনুকম্পা ও অনুচর্য্যাপরায়ণ
হ'তে হবে—
অবশ্য তা'র অশুভ-সন্দীপী যা',
তা'কে নিরোধ ক'রে ;
তোমার স্বভাবসিদ্ধ এমনতর চলনা—
যা'কে আপনার ক'রে নিতে চা'চ্ছ,
তা'কে তোমাতেও অন্তরাসী ক'রে তুলবে,
প্রীতি-নিবদ্ধতায়
তুমিও তা'র প্রয়োজনীয় হ'য়ে উঠবে,
তোমার স্বার্থ-সম্বর্দ্ধনাও
তেমনি তা'র স্বার্থ-অনুদীপনা
হ'য়ে উঠবে—
সক্রিয় তৎপরতায়,
তুমি নিজে তো তৃপ্ত হবেই,
তা'কেও তৃপ্ত ক'রে তুলবে। ২৩৭ ।

যে তোমার নিন্দুক,
অনভিপ্রেত যে তোমার,
তোমার সাথে লাখ মেলামেশা করুক—
সে তোমার আত্মীয় বা আপনার জন
হ'তে পারে না ;
যে তোমার শুভ-সন্দীপনায়
নিজেকে কৃতার্থ ক'রে তোলে না,
অনৈক্যকে বাঁচিয়ে চলে,
যতই হৃদ্য চলনে সে চলুক—
সে কিন্তু তোমার হৃদয়বিদারী
হ'য়েই থাকে প্রায়শঃ ;

তাই, যথাসম্ভব হৃদ্য হও তা'র প্রতি,
কিন্তু সর্ব্বতোভাবে আত্মীয় হও তাঁ'রই,
মুখ্য কর তাঁ'কেই—
যিনি তোমার শ্রেয়,
যিনি তোমার প্রেয়,
ভণ্ড মিত্রের চাইতে
ন্যায়বান শত্রু অনেক ভাল, বুঝে চল। ২৩৮।

সর্ব্বতোভাবে কাউকে
তুমি তোমার ব'লে দাবী ক'রতে পার
তখনই,
যখনই তোমার অভিপ্রায়গুলি
স্বতঃ-দীপনায়
তা'র ভিতর ক্রিয়াশীল হ'য়ে ওঠে—
সবার সহিত
আপ্যায়নী সমীচীন শুভ-সঙ্গতি নিয়ে,
তোমার শুভ ও উৎকর্ষ-সম্বর্দ্ধনী তৎপরতায়,
যে-শুভ ও উৎকর্ষ
সপরিবেশ তা'কেও
কল্যাণপ্রদীপ্ত ক'রে তোলে—
ভালমন্দ সব যা'-কিছুর ভিতর-দিয়ে ;
তা' বাদে,
কা'রও উপর দাবী-দাওয়া ক'রতে গেলেই
তুমিও ঠ'কবে,
তা'দেরও যন্ত্রণা ও বিরক্তির অবধি থাকবে না। ২৩৯।

তুমি যা'র প্রিয়—
তা'র প্রীতির সুবিধা নিয়ে

ধাপ্পাবাজির নানা কায়দায়
তা'র শোষক হ'তে যেও না,
ওর চাইতে হীন বিশ্বাসঘাতকতা
আর কী থাকতে পারে?
বরং তা'র পোষক হও—
অন্যায্য শোষণকে নিরোধ ক'রে,
তা'তে ঐ পোষণা
আদর-পোষণায়
তোমাকে পরিপোষিত ক'রবে ;
ফল কথা, তাঁ'র স্বার্থ-সেবাই
তোমার অর্থ,
আর, ওর ভিতর দিয়েই
তোমার জীবন
তাঁ'তেই অর্থান্বিত হ'য়ে উঠবে। ২৪০।

যা'দের বিধ্বস্ত হবার সম্ভাবনা
চেহারা-চলন-চরিত্রে
দেখতে পাবে,
ক্ষতি বা অশুভর ক্ষেত্র ব'লে
সন্দেহ হবে,
ডেকে নিও,
কাছে রেখ তা'দের,
কাজ-কাম, আলাপ-আলোচনার
ভিতর-দিয়ে
নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ক'রতে চেষ্টা ক'রো,
এমনতর ব্যাপৃত রেখো
যা'তে সম্ভাব্য বিধ্বস্তির আওতায়ই

যেতে না হয়,
যদি সুনিষ্ঠ ও শ্রেয়প্রতিষ্ঠ হয়—
হয়তো রেহাইও মিলে যেতে পারে। ২৪১।

মানুষ যখন তা'র কৃতিদীপনী
ভাবানুকম্পিতায়
পরিবেশকে মুগ্ধ ক'রে
সাত্বত প্রতিষ্ঠায়
নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠ ক'রতে পারে না—
দক্ষনিপুণ কুশলকৌশলী ত্বারিত্যের
সুসংস্কৃতি নিয়ে,
সুসঙ্গত সার্থক অনুনয়নে,
পরিবেশের প্রত্যেকটির সহিত
সমষ্টিকে সুবিন্যস্ত ক'রে তুলে,
অন্তর-বাহিরের
সক্রিয় সমর্থন-সন্দীপনায়
তীব্র উদাত্ত আগ্রহের সৃষ্টি ক'রে
সক্রিয় সমবেদনায়
আচারে-ব্যবহারে, চালচলনে, কথাবার্ত্তায়
সব যা'-কিছুর ঐক্যতানিক
সঙ্গতি-শোভনায়,—
ভাগ্যদেবতা
তখনই অস্তমিত হ'তে থাকে। ২৪২।

যে তোমার আধিব্যাধি, আপদ-বিপদ,
দুঃস্থ অবস্থা বা দুরবস্থা-নিরাকরণী প্রতিরোধ
সৃষ্টি না ক'রেই থাকতে পারে না—

স্বতঃ-তৎপরতায়
ভবিষ্যৎকে লক্ষ্য ক'রে,
যে দুনিয়াকে ওলট-পালট ক'রে খুঁজে
তা'র নিরাকরণী সন্ধান
বের করেই কি করে—
স্বতঃ দায়িত্বে,—
সে যেই হো'ক, আর যা'ই হো'ক,
তা'কে তুমি প্রথম বান্ধব ব'লে
জেনে নিও,
আর, তা'র প্রতি
তেমনি অনুচর্য্যাতৎপর হ'য়ে চ'লো। ২৪৩।

তুমি তোমার সন্তান-সন্ততি
পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন হ'তে
শ্রদ্ধা বা স্নেহল সক্রিয় অনুকম্পা,
অনুচর্য্যা, সহানুভূতি
ও সক্রিয় সমর্থন চাও,
ও পেলে তৃপ্ত হও,
নিজেকে অসহায় মনে কর না;
কিন্তু তুমি যদি বিহিত-দায়িত্বশীল
বাস্তব অনুরতি নিয়ে
যা'র প্রতি যেমন করণীয়,
অনুচর্য্যী উৎসারণায়
ধৈর্য্যসহকারে সক্রিয়ভাবে তা' না কর—
শ্রেয়ানুগ আত্মবিনায়নায়,
তবে তা'দের কাছ থেকে
তোমার প্রত্যাশামাফিক ব্যবহার পাওয়া

সুদূরপরাহতই,
আরো মনে রেখে দিও—
ক'রলেও,
আর, সে-করা যদি পুরোপুরিও হয়,
তুমি পেতে পার সে-তুলনায়
অনেকাংশে কম ;
এমনতর চলনে চ'ললে
প্রত্যাশাপীড়িত হওয়ার সম্ভাবনা কমই,
মোদ্দা কথাই হ'চ্ছে এই—
তুমি অন্যের কাছ থেকে যেমনতর পেতে চাও,
তেমনতর না পেয়েও,
তা'দের সঙ্গে
তোমার চাহিদামাফিক চলনায় চ'লতে
কসুর ক'রো না,
না পেলেও অনেকখানি পাবে। ২৪৪।

কেউ যদি তোমার প্রতি
কোন খারাপ ব্যবহার করে,
এবং তুমি যদি তা'তে
দুঃখিত, বিমর্ষ বা অবক্রুষ্ট হ'য়ে ব'সে থাক,
তা' কিন্তু নিরাকরণের পন্থা নয়কো ;
কেউ যদি তোমার প্রতি
আক্রুষ্টই হ'য়ে ওঠে,
তুমি তা'তে আক্রুষ্ট হ'তে যেও না ;
বোঝ, দেখ—
সমীচীনভাবে যেখানে যেমন ক'রে

ব্যবহার ক'রতে হয় তা'র সঙ্গে
তা' ক'রতে ত্রুটি ক'রো না ;
হৃদ্য অনুকম্পা নিয়ে
এমন চলনে চ'লবে—
যা'তে তা'র আক্রোশ বা দুঃখ
ক্রমশঃই গ'লে গিয়ে
সে প্রীতি-প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে
বাক্যে, ব্যবহারে ও চালচলনে ;
বুঝে-সুঝে যেখানে যেমনতর করার
তা'ই ক'রো,
অসৎ যা'
অন্যায্য যা',
হৃদ্যভাবে নিরোধ ক'রো,
বিরোধ ক'রতে যেও না ;
যদি পার এমনতর ক'রতে,
তা'তে তোমারই লাভ বেশী,
তুমি তা'দিগকে বিনায়িত ক'রতে শিখবে,
আর, তা'তে ধুক্ষাদীর্ণ হবে কমই,
বরং শ্রেয়-আশিস্‌ লাভ ক'রবে । ২৪৫ ।

যে তোমার আপদে-বিপদে,
দুঃখে-কষ্টে,
অসুখে-বিসুখে
বা যে-কোন বিপর্য্যয়েই হো'ক না কেন,
তোমাকে ছেড়ে যেতে পারে না
অন্য কোন প্রয়োজনে,
বরং নিজের শক্তিসামর্থ্য, বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতি

যেমনতর জোটে
তেমনি সাহায্য ক'রে
তোমার স্বস্তি ও সুস্থির জন্য
প্রাণপণ করে,—
তুমি বিরক্তই হও
বা অনুরক্তই থাক,
তা'তে দৃকপাত না ক'রে
অন্তরে উৎকণ্ঠ আবেগ নিয়ে
তোমার আপদমুক্তির জন্য
বদ্ধপরিকর যে,
তা'কেই জেনো
তোমার আপনার জন;
তা' ছাড়া, মৌখিক লৌকিকতা নিয়ে
যা'রা বাতকে বাত
দরদী দৃষ্টিতে দরদী ভাব দেখায়,
তা'দিগকে তেমনিই জেনো;
আর, তোমার প্রথম ও প্রধান করণীয় হ'চ্ছে—
ঐ আত্মীয় যা'রা
তা'দিগকে উচ্ছল ক'রে তোলা
সর্ব্বতোভাবে;
অমনতর বান্ধব-বন্ধন
কখনও ত্যাগ ক'রো না। ২৪৬।

তোমার প্রত্যাশা-সিদ্ধির জন্য,
বিড়ম্বিত ক'রবার লুব্ধ আকাঙ্ক্ষায়
বা অন্তর্নিহিত কুৎসিত ধারণাদুষ্ট
রঙ্গিল চক্ষুর সন্দেহকে

বাস্তব প্রতিপন্ন করার
অনুপ্রেরণী সংঘাতে
বা বাক্য, ব্যবহার ও আচরণের
দুষ্ট অভিঘাতে
কা'রও হৃদয়ে
যে-বেদনার দাগ সৃষ্টি কর,
যে-যন্ত্রণায় মানুষের জীবন
যন্ত্রণা-বিদগ্ধ হ'য়ে ওঠে,
তা'র জন্য দায়ী কিন্তু তুমিই,
এই অভিচার হ'তে
তুমিও রেহাই পাবে কমই কিন্তু,
তাই, তা'র স্বস্তি-সম্পাদনী অনুচর্য্যা
তোমারই করণীয় ;
তা'র স্বাভাবিক চলনার ভিতর-দিয়ে
প্রয়োজনীয় যে-সমস্ত রকম
তা' তুমি হজম ক'রতে পার না,
অথচ তা'র ঐ চলনের উপর
তোমার আত্মমর্য্যাদা, প্রতিষ্ঠা
ও বিভবের যা'-কিছু নির্ভর ক'রছে,
তা' সত্ত্বেও তা'কে ক্ষুব্ধ ক'রে
যে-আঘাত হেনে রেখেছ,
তা' যদি তুমি নিরাকরণ না কর,
তোমার অভিশপ্ত জীবন
তা'র ঐ সন্তপ্ত নিঃশ্বাসের
স্ফুলিঙ্গ বহন ক'রে
তোমার দম্ভ-প্ররোচিত জীবন-সম্বেগকেই
দৃপ্ত সংঘাতে

ভেঙ্গেচুরে খান-খান ক'রে দেবে ;
তুমি যদি আত্মীয় হ'য়ে থাক,
বন্ধুবান্ধব হ'য়ে থাক,
পরিবারের প্রিয় ব'লে কেউ হ'য়ে থাক,
মাতা হও,
পিতা হও,
আর স্ত্রীই হও,—
এখনই এর নিরাকরণ ক'রে তোল ;
নয়তো, ভেবো না—
সে যখন তোমাকে
আক্রমণ ক'রবে—
সংক্রামিত পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে,
তখন তুমি
রেহাইয়ের পথ খুঁজে পাবে ;
সপ্তরথী-বেষ্টিত মরণকে
আলিঙ্গন ক'রতেই হবে তোমাকে—
আপসোসের শরশয্যায়
সত্তাকে সংবিদ্ধ ক'রে ;
সুখ তা'তে তোমারও নাই,
যা'কে বেদনা-জর্জ্জরিত ক'রে রেখেছ,
তা'রও নাই,
আছে নরকের জ্বালাময়ী যন্ত্রণা। ২৪৭।

যা'রা তোমার অবনত অবস্থায়, আপদে-বিপদে
তোমার সাহায্য করেনি,
উপচয়ী অনুচর্য্যার ধারই ধারেনি,
তোমার সঙ্গ ও সাহচর্য্যে তৃপ্ত হ'য়ে

ক্লেশ-সুখ-প্রিয়তার স্বস্তি-আমন্ত্রণে
অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে
তোমার উন্নতির হোতা হ'য়ে ওঠেনি,
বা তোমাকে ত্যাগ ক'রেই চ'লে গিয়েছে—
বিরক্তিতে বা আত্মসুখস্বাচ্ছন্দ্য-প্রলোভনে,
তোমার প্রতি তা'দের যে কোন কর্ত্তব্য আছে,—
শুভ-সন্দীপী প্রাণন-দীপনা নিয়ে
সক্রিয়ভাবে তা'র কোন অভিব্যক্তিই দেখায়নি,
তোমার কোন ধারই ধারেনি,
নিজের স্বার্থ-অনুচর্য্যার বাহানায়
তোমা হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে চ'লে গেছে,—
এমনতর আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব যে-ই থাক্‌ না কেন,
তা'দের প্রতি নির্ভর ক'রো না,
কারণ, 'সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়
অসময়ে হায় হায় কেহ কা'রো নয়'—দলেরই তা'রা,
আপ্যায়নী সৌজন্যে তা'দের প্রতি যেমন পার,
তা' ক'রেই যেও,
তা'রা কিন্তু পাটোয়ারী বুদ্ধি নিয়ে
নিজের স্বার্থানুসন্ধানে ব্যাপৃত হ'য়ে চলে,
গণোন্নতির বাহানা নিয়ে
তা'রা যা' ক'রবার তা' ক'রে যায়,
তা'দের উপর যদি নির্ভর কর,
তোমাকেও বেকায়দায় ফেলে
তা'র ইন্ধন ক'রে নিয়ে চ'লতে থাকবে,
আশা পরিশ্রান্ত হ'য়ে উঠবে,
তাই, তা'দের প্রতি
তোমার সাধ্যমত সৌজন্য ও আপ্যায়না নিয়ে

যা' সম্ভব,
যদি পার, তা' ক'রো,
কিন্তু ফাঁদে পা দিতে যেও না,
অনেক হয়রানি থেকে রেহাই পাবে ;
অবশ্য তোমার কাজে
কোনপ্রকারে ক্ষতিকর না হয়,
যথাসম্ভব এমনতরভাবে
তা'দিগকে ব্যবহার ক'রতে পার। ২৪৮।

তুমি যা'র যত শ্রেয়ই হও,
বা যত প্রেয়ই হও,
যখনই দেখবে কেউ
তোমার অনুজ্ঞা বা অভিপ্রায়ানুসারিণী চলন হ'তে
স্বতঃসিদ্ধ ও দরদী অনুচর্য্যা হ'তে
বিচ্যুতি লাভ ক'রেছে,—
সে যতই আপনার ভাব
দেখাক না কেন,
ঠিক বুঝো—
সে তোমার নয়,
সে তা'র নিজেরই বা আর কা'রও ;
এই দেখানো আপনার-ভাবের মানেই হ'চ্ছে—
তোমার কোন-কিছুর প্রতি
তা'র চাহিদা আছে,
এবং তা'রই আপূরণ-মানসে
সে ঐ ভাবের অভিব্যক্তি দেখাচ্ছে ;
এমনতর দেখলেই
দূরদৃষ্টি নিয়ে

হিসাব ক'রে চ'লো—
তা' বাক্যে, আচারে, ব্যবহারে ;
ফল কথা, তোমার অনুজ্ঞা বা আদেশ-পালনে
বা তোমার অনুচর্য্যায়
যে খুশি না হয়,
তৃপ্তি না পায়—
আন্তরিক শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা নিয়ে
স্বতঃপ্রবৃত্ত উন্মুখতায়—
কোন ব্যাপারে
তা'র উপর চাপাচাপি ক'রতে যেয়ো না—
হৃদ্য ব্যবহার, আলাপ-আলোচনা
ও অনুরোধ ছাড়া,—
সতর্ক সন্ধিৎসা নিয়ে। ২৪৯।

কা'রো সাথে মিশতে গেলেই
বা কা'রো সান্নিধ্যে যেতে হ'লেই
সমীচীন সম্ভ্রমাত্মক সঙ্গতিকে
বজায় রেখে
আদর-আপ্যায়ন-অনুচর্য্যায়
আচার, ব্যবহার, কথা
ও হৃদ্য ভঙ্গিমায়
তা'কে এমন অভিষিক্ত ক'রে তোল—
সে যেন তোমাকে ভুলতেই না পারে,
তোমার তৃপ্তিপ্রদ যা'-কিছু
তা' এতটুকু যদি সে ক'রতে পারে,
নিজেকে যেন ধন্য মনে করে ;
বুকভরা তৃপ্তি নিয়ে

শ্রদ্ধাপূর্ণ নিষ্ঠা-নন্দনায়
সাত্বত সম্বর্দ্ধনী আচারে
তা'কে অভিনন্দিত ক'রো,
তোমার সাহচর্য্য
তা'র হৃদয়কে যেন
ভরপুর ক'রে দেয় ;
কোন-কিছুতেই
সৌজন্যপূর্ণ ধৈর্য্যকে হারিও না,
ধৈর্য্যহীনতা বা বিরক্তির তিক্ত ধুক্ষা
তোমাকে যেন
স্পর্শও করতে না পারে,
কুশলকৌশলী তৎপরতায়
তুমি সর্ব্বদাই অব্যাহত থেকো ;
আর, এটি অভ্যাস ক'রতে
যেখানে যেমন ক'রে
যতটুকু যা' ক'রতে হয় তা'ই ক'রো,—
ধাপ্পাবাজি চলনের আশ্রয় নিও না
কখনো,
তোমার সহজ প্রীতি-পরিস্রবা
অন্তরখানি
যেন তা'র অন্তরকে
নন্দিত ক'রে তোলে,
তোমার সৎ-সাহচর্য্য
ও সেবা-সন্দীপনী তৎপরতা
তা'কে যেন
তা'র সমস্ত অন্তর-আকূতি-সহ

তোমারই সহকারী ক'রে তোলে ;
তুমিও সুখী হবে,
সেও সুখী হবে,
বান্ধব-বন্ধনের প্রীতি-নিগড় কত মধুর—
তা' তুমিও বোধ কর,
সেও যেন বোধ ক'রতে পারে। ২৫০।

স্বার্থসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষায়
তোমার প্রতি কেউ
ঘৃণিত ষড়যন্ত্র ক'রতে পারে—
এমনতর যদি সন্দেহ হয়—
তা' বর্ত্তমানেই হো'ক
আর, ভবিষ্যতেই হো'ক,
সেখানে সুসন্ধিৎসু চক্ষুর সহিত
অন্তর-বাহিরের প্রস্তুতি নিয়ে
তা'র সংস্রবে
যত বেশী আনাগোনা ক'রতে পার—
মুখোমুখিভাবে
ততই ভাল ;—
কুশল-হৃদ্য অনুনয়নায় ;
যতই দূরে থাকবে,
তোমার সন্দেহ যদি বাস্তব হয়,
ততটুকু বা তত শীঘ্র
সে তা'র ষড়যন্ত্রকে
জমায়েত ক'রে তুলতে পারবে,
এবং অনেক কিছু
ক্ষতির কারণ হ'য়ে উঠতে পারবে

সে তোমার ;

আর, আনাগোনার ভিতর-দিয়ে
হৃদ্য আলাপ-আলোচনায়
হয়তো এই রকমটা তা'র
ভেঙ্গে
সরলও হ'য়ে উঠতে পারে ;

তা' যদি হয়,
তোমারও লাভ,
তা'রও লাভ,
আরো, এই সংস্রব
বা আসা-যাওয়ার ভিতর
যদি বুঝতে পার
কোথাও কোনপ্রকার
কুৎসিত ষড়যন্ত্র সৃষ্টি হ'চ্ছে
বা হ'তে পারে,
তৎক্ষণাৎ তা'র প্রতিকার যা'
তা'কেও এমনভাবে
সজ্জিত রাখা সম্ভব হ'তে পারে
তোমার পক্ষে,
যা'র ফলে
সেগুলি বানচাল হ'য়ে উঠতে পারে ;

অবশ্য এই সংস্রব যেখানে সম্ভব,
সেখানেই তা' করা ভাল,
যেখানে তা' বিপজ্জনক,
সেখানে অন্য পন্থাই
অবলম্বন করা শ্রেয়। ২৫১।

তুমি তোমাকে ভাল ব'লেই
প্রমাণ ক'রতে চাও,
বা মন্দ ব'লেই
তোমাকে লোকে জানুক,
কা'রও সম্বন্ধেই হো'ক
বা তোমার সম্বন্ধেই হো'ক,
শোনবার বা ব'লবার
ঔৎসুক্য যতই থাক না কেন,
তা' কিন্তু বড় বেশী কিছু নয়কো ;
তোমার প্রতিপাদ্য কী,
শুভস্বার্থী তোমার কাছে কী,—
সেইটেই হ'চ্ছে আদত কথা ;
তোমার কথা, ভাব, ভঙ্গী ও আচরণ
সুযুক্তসঙ্গতি সৃষ্টি ক'রে
বাস্তব পরিচিতি নিয়ে
ঐ প্রতিপাদ্যকেই যদি
প্রমাণ ক'রতে পারে,—
তা'ই কিন্তু আসল কথা ;
তা' যতই ব্যতিক্রমদুষ্ট হবে,—
লোকের হাবড়জাবড় দৃষ্টি
তোমাকে ঐ হাবড়জাবড় অবস্থায় যে
পরিচালিত ক'রবে,
তা' কিন্তু অনেকখানিই ঠিক ;
তাই বলি, কথা ব'লতে শেখ,
ভাবতে শেখ,
বুঝতে শেখ,
তোমার বাক্য, ব্যবহার ও কৃতিচলন

সার্থক আদর্শ-সঙ্গতি নিয়ে
যা'তে লোকের কাছে
হৃদ্য হ'য়ে উঠতে পারে,
তেমনতর রকমে চল,
তা'ই তোমার লাভের। ২৫২।

তুমি যে কত লোকের কাছে
কত লোকের বিষয়
কত কী ব'লেছ বা ক'রেছ—
জেনে, না-জেনে,
শুনে, না-শুনে,
সবাই যদি তা' মনে রাখত
তবে তুমি দাঁড়াতে কোথায় ?
তোমার ব্যক্তিত্ব বজায় রাখাই
কঠিন হ'ত,
কিন্তু তা'দের মধ্যে কম লোকেরই
তোমার বিষয়ে কম কথাই মনে আছে
বা কিছু মনে নেই,
তথাপি তুমি ক'রেই যা'চ্ছ—
আত্মবিবেচনা না ক'রে ;
তবে কেউ যদি তোমায় কিছু বলে
বা কিছু করে,
তুমি যদি তা' আঁকড়ে ধ'রে থাক,—
বিবেচনা ক'রে দেখ না—
তা'র ব্যক্তিত্বটাকে তুমি কী ক'রে ফেলছ ?
ভাল বল—
ভাল শুনতে পাবে,

ভাল কর—
প্রতিদানে ভাল করাই পাবে ;
মানুষ তোমায় কত সহ্য করে,
তুমি কি একটুও তা' কর ?
বরং অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে
তোমার সাধ্যের অতীত যা'
তেমনতর ধাক্কা দিতেও
কসুর কর না ;
দু'একদিনের সংস্রব
স্বার্থসম্বদ্ধ স্বার্থবাদী যা'রা
তা'দের কাছে ভালই হ'য়ে থাকে,
কথায় বলে—
'যা'র সাথে ঘর করনি
সে বড় ঘরণী,
যা'র রাঁধা খাওনি
সে বড় রাঁধুনি' ;
তাই বলি—
দোষে-গুণে মানুষ,
ভাল বল,
ভাল শোন,
ভাল কর,
ভাল পাও—
ইষ্টার্থ-অনুবেদনা নিয়ে
সমবেদনী তৎপরতায়,
তা'র ছিটেফোঁটাও
তোমাকে উচ্ছল-অঢেল ক'রে দেবে। ২৫৩।

তোমার দ্বারস্থ বা তোমার কাছে আগত
যে বা যা'রা,
বিশেষতঃ তা'রা যদি তোমার
সনির্ব্বন্ধ আত্মীয়বর্গের মধ্যে কেউ না হয়,—
তুমিই হও,
আর তোমার সহচরবর্গের মধ্যে
যে-কেউ হো'ক না কেন,
ফল কথা, যা'রা তোমার বা তোমার সংসারের
দায়িত্ব নিয়ে চ'লছে,
তুমি বা তা'দের মধ্যে যে-কেউ হও না কেন,—
ঐ তা'দের প্রতি
বিহিত সৌজন্যপূর্ণ আপ্যায়না ও অনুচর্য্যায়
তা'দিগকে যদি তোমার সাধ্যমত
নন্দিত ক'রে না তোল,
কিংবা তা'দের মধ্যে কেউ যদি
তোমার বা তোমাদের
আচার-ব্যবহারে দুঃখিত হয়—
তা'দের অভিমান হ'য়ে থাকে,
তা'র ফলে, তুমি তাদের সক্রিয় অনুকম্পা হ'তে
বঞ্চিত হ'য়ে উঠতে পার,
এমন-কি, সুবিধা পেলে
তা'রা কোন কারণে
তোমার বিরুদ্ধে সুসঙ্গত হ'য়ে
তোমার হৃদয়-বেদনা উদ্দীপিত হয়
এমনতর ব্যাপার সৃষ্টি ক'রে
হয়তো তোমাকে অপদস্থ ক'রতে পারে,
অবশ্য হীনম্মন্য অভিমান যা'দের প্রবল,

বিশেষতঃ উদ্ধত আক্রোশদুষ্ট যা'রা,
তা'রাই এমন ক'রে থাকে ;
যা' হো'ক, এমনতর যদি ঘ'টেও থাকে,
তবে সম্ভব হ'লে তুমি নিজে
অথবা তোমার স্থলীয় কাউকে
তা'র কাছে পাঠিয়ে
কিংবা পত্রালাপে মার্জ্জনাভিক্ষায়
সৌজন্যপূর্ণ আপ্যায়নায়
তা'কে নন্দিত ক'রে তুলো' ;
আর, তুমি তো নজর রাখবেই—
তা' ছাড়া, তোমার সহচরবর্গ
বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের ভিতর
এই জাতীয় আপ্যায়নাকে
এমনতরভাবে সঞ্চারিত ক'রে তুলো',
যা'র ফলে, যে-কেউই
তোমার কাছে আসুক না কেন,
তা'রা যেন ঐ আপ্যায়নায়
এমন তৃপ্ত ও নন্দনাদীপ্ত হ'য়ে যায়,—
যা'র ফলে
তোমার ঐ আপ্যায়নী স্মৃতির অনুপ্রেরণায়
যখনই প্রয়োজন হয়,
তা'রা তোমার প্রতি
সক্রিয় মঙ্গলহস্ত প্রসারিত ক'রে
সম্ভ্রান্ত সৌজন্যে
তোমাকে তৃপ্ত, দীপ্ত ও আপদমুক্ত ক'রে তুলতে
উদ্‌গ্রীব অনুবেদনা নিয়ে
স্বতঃ-প্রস্তুত হ'য়ে থাকে,

অবশ্য সন্দেহদুষ্ট স্থলে
আত্মসংরক্ষণাকে অটুট রেখে
সৌজন্যের সহিত তা'কে এড়িয়ে চলাই শ্রেয়,
সুখী হবে তুমিও,
তৃপ্তি পাবে তা'রাও। ২৫৪।

তোমার মধ্যে শ্রদ্ধা আছে বোঝ
আর নাই-ই বোঝ,
আন্তরিক ঈপ্সার সহিত
বাক্য, ভাব ও ভঙ্গীর ভিতর-দিয়ে
সশ্রদ্ধ অভিব্যক্তি দাও—নিরন্তর প্রচেষ্টায়,
ক্রমে-ক্রমে দেখতে পাবে—
তোমার অন্তরে ক্রমশঃই
শ্রদ্ধা উদ্গতি লাভ ক'রছে ;
আর, মন্দ ব্যাপারেও কিন্তু তেমনি। ২৫৫।

শ্রদ্ধাকুশল হ'য়ে উৎকর্ষ-সন্দীপী হও,
উন্নতিমুখর হও,
গর্ব্বেপ্সী হ'তে যেও না,
গর্ব্বেপ্সা
স্বভাবকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারে না,
তাই, সম্বর্দ্ধনী স্বভাবকে স্বতঃ ক'রে তোল,
বিনীত হও,
সন্ধিৎসাকে তীক্ষ্ণ ক'রে তোল,
তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সহিত ক্ষিপ্রসম্বেগী হ'য়ে
চাহিদামাফিক অর্জ্জন-তৎপর হও,

নিষ্পন্নতায় সাধু হ'য়ে ওঠ
অচ্যুত শ্রেয়কেন্দ্রিক হ'য়ে—
বিজ্ঞতা তোমাকে অভ্যর্থনা করুক। ২৫৬।

বোধিতৎপর যোগ্যতার পূজায়
ক্ষান্ত থেকো না,
যাঁ'রা যেমন যোগ্যতর,
সত্তাপোষণী সুকর্ম্মা,
আচার, ব্যবহার ও দক্ষতায় বোধন-দীপী,
তাঁ'রা তেমনই তোমার পূজার পাত্র;
অর্ঘ্য-অবদানে নন্দিত কর তাঁ'দিগকে,
আর, নাও যোগ্যতারঞ্জিত বিভূতি
তাঁ'দের প্রসাদস্বরূপ,—
আর, ঐ প্রসাদী অবদানে
তোমরাও সুপুষ্ট হ'য়ে উঠবে—
আচারে, ব্যবহারে, যোগ্যতার কৃতিত্বে। ২৫৭।

বিদ্বেষকে বিদায় দাও,
শুধু বিদায় কেন,
বিসর্জ্জন দাও,
ইষ্টার্থে লক্ষ্য রেখে
উভয়ে উভয়ের প্রতি
হৃদ্য অনুনয়নে মিলিত হও,
আর, এই চলনেই চল
করায় কৃতী হ'য়ে ওঠ;
তবে তো তুমি ঈশ্বরের,
প্রিয়-পরমের!
প্রীতিতেই প্রিয়পরম। ২৫৮।

তোমার শ্রদ্ধা, বাক্-বিনায়িত আচার,
ব্যবহার ও অনুচর্য্যা যেমনতর,—
তোমার পারিবেশিক বেষ্টনীও
তোমার প্রতি তেমনতর মমতাপন্ন,
আর, তা'র প্রতিক্রিয়ায়
তেমনতর শ্রদ্ধা, আচরণ, ব্যবহার ও অনুচর্য্যাও
স্বতঃ-সন্দীপনায়
তোমার নিকট উপস্থিত হ'য়ে থাকে ;
শ্রদ্ধার ভিতর-দিয়েই
ঈশী-সম্বেগ অন্তরে সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
আর. ঐ শ্রদ্ধার উৎসই ঈশ্বর,
আবার, ঈশ্বরের আসনও ঐ শ্রদ্ধাতেই। ২৫৯।

কাউকে তোমার মনোমত ক'রে
পাওয়ার প্রত্যাশা ক'রো না,
যতটুকু পাও তা'তেই খুশী থাক,
নয়তো ব্যর্থ হবে,
দুঃখও পাবে তা'তে ;
ইষ্টকে আপ্রাণ ভালবাস,
সে-প্রীতি তোমাতে জীয়ন্ত হ'য়ে
বাক্, ব্যবহার, কর্ম্ম ও সেবানুচর্য্যায় পরিস্ফুট হ'য়ে
তোমাকে সবারই শ্রদ্ধার্হ ক'রে তুলুক,—
ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে উঠুক তা' এমনি ক'রেই ;
ভাণ্ডানুপাতিক যে যেমন নিতে পারে
তোমা হ'তে তা' পেয়ে
সবাই পরিতৃপ্ত হো'ক,
সশ্রদ্ধ হ'য়ে উঠুক তোমাতে,

উচ্ছল ও উৎফুল্ল হৃদয় নিয়ে
বাধা, বিপত্তি ও ব্যতিক্রমকে অতিক্রম ক'রে
উন্নতিতে অবাধ হ'য়ে চলুক তা'রা—
যোগ্যতার অভিদীপনায় ;
আর, তাই-ই শ্রেয় তোমার পক্ষে
এবং সার্থকতাও তোমার সেখানে । ২৬০ ।

তোমার প্রতি যদি কেউ
অন্যায় ব্যবহার করে—
সহৃদয় সৌজন্যে
সেবা ও সদ্ব্যবহার নিয়ে
তুমি তা'র দিকে যদি পার
এগিয়ে যেও
কুশল-কৌশলে—
ঐ অন্যায্য ব্যবহার যদি আরও পাও
তা'ও,
তোমার ব্যবহারে ঈশ্বর স্তুত হবেন ঐখানে,
আবার, তোমার প্রতি ঐরূপ
অন্যায় ও অসদ্ব্যবহার দেখে
কেউ যদি তা'কে
নিরোধ না করে
বাধায় ব্যাহত না করে
বিহিত আচারে,
সে কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই
ঈশ্বরকে অস্বীকার করে,
আর, ঐ অন্যায়কে নিরোধ করা
বা বাধায় ব্যাহত ক'রে

অত্যাচারিতের স্বস্তি সম্পাদন করাই হ'চ্ছে—
ঈশ্বরকে স্বীকার করা,
তাঁ'কে স্তুতি করা। ২৬১।

শ্রেয় যাঁ'রা,
প্রাচীন যাঁ'রা তোমার কাছে,
প্রবৃদ্ধ যাঁ'রা—
তাঁ'দের কাছে যদি যাও
এমন ভঙ্গী ও অভিব্যক্তি নিয়ে
বিনীত বাক্-ব্যবহারে উপস্থিত হ'য়ো,
যা'তে তাঁ'দের
অন্তঃকরণ-নিঃসৃত স্নেহল অভিব্যক্তি
স্নেহল চর্য্যায় অভিষিক্ত হ'য়ে
তোমাতে বর্ষিত হয়,
অমনতর স্থলে
ঐ হ'চ্ছে তোমার শ্রেষ্ঠ সম্মান ;
তাঁ'দের হ'তে সম্ভ্রমাত্মক অভ্যর্থনা
তোমাকে কিন্তু মলিনই ক'রে তুলবে,
সে অভ্যর্থনা নয়,
বরং অমর্য্যাদাই তোমার কাছে তা',
তাই, ঐ সম্ভ্রমাত্মক অভ্যর্থনার প্রত্যাশা
হীনম্মন্যতারই পরিচায়ক কিন্তু,
আর, বৃদ্ধোপসেবন মর্য্যাদাপ্রসূই ;
উদ্ধত হীনম্মন্য সম্মানপ্রত্যাশা তাঁ'দের হ'তে—
ভ্রান্ত প্রত্যাশামাত্র
যা' মহিমা হ'তে তোমাকে
বিচ্যুত ক'রে তুলবেই ;

তুমি যোগীই হও, যতিই হও
আর যত পাণ্ডিত্য-বিভূষিতই হও না কেন—
তাঁ'দের প্রতি
বিনীত অনুচর্য্যাপ্রবণ দাক্ষিণ্যমণ্ডিত শুশ্রূষাই
তোমার পক্ষে সন্ত্রমাত্মক ও ফলপ্রসূ ;
বিজ্ঞতার ব্যঞ্জনা-আহরণী কীলক তাঁ'রা। ২৬২।

যিনি বা যাঁ'রা শ্রেয় তোমার জীবনে,
যাঁ'দের অনুবর্ত্তিতা
তোমাকে উৎকর্ষমুখী ক'রে তোলে,—
সশ্রদ্ধ অভিবাদন-অনুচর্য্যায়
নন্দিত ক'রে তুলতে শেখ তাঁ'দিগকে,
তোমার বাক্, ভঙ্গী ও অনুচর্য্যী ব্যবহার
প্রীতিপ্রসন্ন ক'রে তোলে যেন তাঁ'দিগকে,
এমনতর অনুশীলন তোমার জীবনকে
সুব্যবস্থ ক'রে তুলবে,
সুস্বভাব-সন্দীপ্ত ক'রে তুলবে,
হীনম্মন্য অহংকে
নরম ও স্থিতিস্থাপক ক'রে তুলবে ;
আর, ঐ মহৎ জীবন-প্রসঙ্গ
তোমাকে বোধি-সন্দীপ্ত ক'রে তুলতে
সাহায্য ক'রবে,
ইষ্টার্থপরায়ণ সুকেন্দ্রিকতায়
জীবনকে সার্থক-অন্বয়ে উদ্‌ভিন্ন ক'রে তুলবে,
তুমি মানুষের শ্রদ্ধার্হ প্রীতিপাত্র হ'য়ে উঠবে,
তা'দের অন্তঃকরণের ললিত আকূতি
তোমার সাহচর্য্য-লালায়িত হ'য়ে উঠবে,

তুমি ও তোমাকে নিয়ে সবাই
তৃপ্তি-নিষ্যন্দী হ'য়ে উঠবে,
ঐ অভ্যাসই তোমার অন্তঃকরণকে
ওতেই অভ্যস্ত ক'রে তুলতে থাকবে ;
বেশ একটু নজর রেখে
যেখানে যেমন করণীয়—তা'ই ক'রে চল। ২৬৩।

ঈশ্বর ও বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আচার্য্য—
যিনি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ সৎ
ও মহানদের প্রতি বিদ্বেষবিহীন,
অসৎ-নিরোধী,—
এতদ্ব্যতীত অন্য কা'কেও ছাড়া
তোমার চ'লবে না—
এমনতর রকমে
আসক্তির গাঁট বেঁধে রেখো না,
তাই ব'লে, দায়িত্ব ও ইষ্টানুগ করণীয়কে
অবহেলাও ক'রো না,
আর, প্রীতিই দায়িত্বের যোক্তা ;
আবার, হৃদ্য ব্যবহার ও অনুচর্য্যা
যেন তোমার চরিত্রগত হয় ;
তোমার সংস্রবে যা'তে সবাই
প্রীতিপ্রসন্ন হ'য়ে ওঠে,
ঈশ্বর ও অমনতর আচার্য্যে
শ্রদ্ধাবনত হ'য়ে ওঠে,—
তেমনতর ভাবভঙ্গী
ও চলনচরিত্র নিয়ে চ'লো—

বাক্ ও কর্ম্মের সুসঙ্গতি নিয়ে,
অনেক বেদনাকে এড়িয়ে চ'লতে পারবে ;
মনে রেখো, ঈশ্বর মঙ্গলময়। ২৬৪।

তোমার ভাব-অভিদীপ্ত ভঙ্গী,
বাক্-সন্দীপিত কর্ম্ম ও অনুচর্য্যা
কোথায় কেমনতর
উচ্ছ্বাস ও অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করে,
এবং সে-উচ্ছ্বাস ও অনুপ্রেরণা
তোমার উদ্দেশ্যকে কেমনতর সার্থক ক'রে তুলছে—
আবেগ-আগ্রহ-বিধুর ক'রে
বা বিপরীত তাৎপর্য্য নিয়ে,—
সেগুলি বিহিতভাবে অনুধ্যান ক'রে
কী ক'রে তা'কে
নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা ক'রতে হয়—
দক্ষ কুশলকৌশলী তৎপরতার বিনায়নে,
তা' দেখে-শুনে, বুঝে,—
তোমার উদ্দেশ্যে সঙ্গতিশীল হ'য়ে
তোমার আদর্শকে সার্থক ক'রে তোলে যা'
যেমনতরভাবে,
তোমার বোধিকক্ষে সঞ্চয় ক'রে রেখো সেগুলি ;
উপযুক্ত ক্ষেত্রে উপযুক্ত বিনায়নে
যেখানে যেমনতর প্রয়োজন
তেমনি ক'রে ব্যবহার ক'রো তা'—
যা'তে বাঞ্ছিত ফল পেতে পার
এমনতর ক'রে,

সফলকাম হওয়ার ঐ কিন্তু দীপ্ত পথ,
ঈশ্বর বিধির উদ্গাতা। ২৬৫।

তুমি যদি কা'রো বিষয় বা ব্যাপার-সম্বন্ধে
প্রত্যক্ষভাবে কিছু না জান,
অর্থাৎ, যে-সম্বন্ধে তোমার কোন বাস্তব
অভিজ্ঞতা নেই,
সন্দেহ ক'রে
সে-লোক, বিষয় বা ব্যাপার সম্বন্ধে
যথার্থতার বাহানায়
প্রত্যক্ষদর্শীর মত
যদি কোন কথা বল,—
তা' তোমার পক্ষে মিথ্যাচার,
বিশেষতঃ তা' যদি অশুভপ্রদ হয়
অথবা সে-ব্যাপার বাস্তবে হওয়া সত্ত্বেও
তোমার যদি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকে;
এমনতর যথার্থতার বাহানার
কপট অভিব্যক্তি
তোমাকে ক্ষুব্ধ ক'রে তুলতে ছাড়বে না,
কারণ, তোমার অভিব্যক্তি
বাস্তবতার ভৌতিক কঙ্কালমাত্র,
অন্তর্নিহিত পৈশাচিকতার
বাস্তব নিদর্শন তা';
মানুষের হিত সংসাধিত হয়
এমনতর আন্তরিক সদাচরণ-অভিব্যক্তিই
কিন্তু তোমার পক্ষে শুভপ্রদ;

তাই, মিথ্যাচারকে পরিত্যাগ কর,
শুভ আচরণকে অবলম্বন কর—
যদি রেহাই চাও ;
ঈশ্বর যা'-কিছুরই শুভ-সৎ,
তিনিই কল্যাণের কলস্রোতা ক্ষেমঙ্কর। ২৬৬।

যখনই যে-কাজই করতে যাও না কেন,
বা যা'র সাথে যে-কথা ব'লতে
যাও না কেন,
আদর্শের দিকে
অথবা শ্রেয়প্রেয়র দিকে নজর রেখে,
তাঁ'র অন্তরাসে অন্তরাসী হ'য়ে চ'লো—
তাঁ'রই উপচয়ী অনুধ্যায়িতা নিয়ে ;
যা'-কিছু কর, বল বা শোন
সেগুলি যা'তে
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
তাঁ'রই উপচয়ের উপযোগী ক'রে
বিনায়িত ক'রতে পার,
ক্ষিপ্র উপস্থিত বুদ্ধি নিয়ে
বিহিত বিবেচনায় তাই-ই ক'রো ;
এর ভিতর আত্মস্বার্থ-সন্ধিক্ষুতার
একটু দানাও যদি থাকে,
তা' তোমার কুশলকৌশলী
বোধি-দীপনাকে
কৃতি-তপস্যাকে
একদম বিফল ও বিভ্রান্ত ক'রে দিয়ে
অপচয়ী উন্মাদনায়

তোমাকে ব্যর্থ ক'রে তুলবে,
আর, ঠিক-ঠিক যদি অমনতরভাবে চল—
বিফল হবে কমই। ২৬৭।

তোমার পক্ষে
শ্রেয় বা প্রবীণ যিনি বা যাঁ'রা
তাঁ'দের প্রণাম নিতে যেও না—
তা' বংশে, বর্ণে, বিদ্যায়, কুলমর্য্যাদায়
যে-দিক্ দিয়েই হো'ক না কেন,
তোমার আভিজাত্য যেন
কা'রও কোন বৈশিষ্ট্যকে
অবজ্ঞা না করে
উচ্ছল করা ছাড়া ;
ঐ-জাতীয় প্রণাম-গ্রহণ
তোমার অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধাকে
ক্ষুণ্ণ ক'রে তুলবে—
তুমি বিহিত ব্যবহারে
তা'দিগকে সচ্চেতন ক'রে তুলতে পারবে না,—
এতে তোমার চেতনাও সঙ্কীর্ণ হ'য়ে উঠবে,
আর, শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত, আগ্রহমণ্ডিত,
সহৃদয়ী প্রীতি হ'তেও
ক্রমশঃই বঞ্চিত হ'য়ে উঠবে ;
তোমার সহবাস ও সহচর্য্যা
মানুষের মর্য্যাদাকেই যেন
দীপ্ত ক'রে তোলে,
কর্ম্মঠ ক'রে তোলে—
বাক্, ব্যবহার ও চরিত্রে

জলুস বিকিরণ ক'রে,—
তোমার সার্থকতা কিন্তু সেইখানে ;
যে যে-বর্ণ, বংশ, বিদ্যা
বা কুলমর্য্যাদাসম্পন্ন হো'ক না কেন,
তদনুপাতিক মর্য্যাদায়
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলো' তা'দিগকে—
সবারই সশ্রদ্ধ শ্রেয়কেন্দ্র
হ'য়ে উঠবে তুমি । ২৬৮ ।

শ্রদ্ধোষিত, সুনিষ্ঠ শ্রেয়-স্বার্থান্বিত হ'য়ে
গুণগ্রহণ, অনুচর্য্যা, সহানুভূতি
ও হৃদ্য আপ্যায়না-প্রবণতায়
আত্মবিনায়ন-তৎপর হও—
শ্রেয়ার্থে অন্বিত হ'য়ে,
সুন্দর দৃষ্টি নিয়ে ;
কাউকে বাক্য, ব্যবহারে
আঘাত না দিতে
প্রয়াস-প্রবুদ্ধ থাক,
ভৎ`সনাও যেন তোমার হৃদ্য হ'য়ে ওঠে ;
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে
অমনতর বাক্য ও ব্যবহার নিয়ে
চিন্তায়, চলনে ও কাজে-কর্ম্মে
সবাইকে আপনার জন ব'লেই
ধ'রে রাখতে চেষ্টা কর,
আধিপত্য বা জিদ্-জবরদস্তি ক'রতে যেও না,
আবার, সহন-বহন-পালন-পোষণেও
বিরক্ত বা বিরত হ'য়ো না,—

দেখবে, ক্রমশঃই অনেকেই
তোমার আপনার জন হ'য়ে
তোমার সম্মুখে উপস্থিত হ'চ্ছে,
বিরক্ত হ'য়ো না তা'তে,
বিহিত যা', তা'ই ক'রো ;
মনে রেখো—
তোমারই অন্তর্দেবতা
আশিস্‌-উৎকীর্ণ হ'য়ে
সবারই অন্তরে অধিষ্ঠিত,
তাই, ঐ চক্ষেই সবাইকে
দেখতে চেষ্টা কর বা দেখে চল ;
ঈশ্বর সবারই আত্মিক সম্বেগ,
ঈশ্বর সবারই আত্মীয়,
ঈশ্বর সবারই আপ্ত। ২৬৯।

তোমার শ্রেয় যিনি,
প্রেয় যিনি,
তাঁ'র অনাদরেই হো'ক,
ভর্ৎসনাতেই হো'ক,
বা তাঁ'র শাসনেই হো'ক,
বা তোমার প্রত্যাশাপীড়িত হীনম্মন্যতার
দরুনই হো'ক,
বা যে-কোন কারণেই হো'ক,
তাঁ'র প্রতি এমনতর বাক্য প্রয়োগ ক'রো না
বা ব্যবহার ক'রো না,
বা এমনতরভাবে তাঁ'র প্রীতি-প্রত্যাশাকে
ব্যাহত ক'রে তুলো না,

যা'র ফলে তিনি
হৃদয়ে সঙ্কুচিত হন,
সংঘাত পান ;
এই সংঘাত কিন্তু
তাঁ'র স্নায়ুতন্ত্রীগুলিকে ঘাত-সংক্ষুব্ধ ক'রে
বিধানকে বিকারগ্রস্ত ক'রে তুলতে পারে ;
এমন কি, এই সংঘাত
তাঁ'র মস্তিষ্কে ঘাত-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি ক'রে
হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াকে
বিপর্য্যয়ী ক'রে তুলতে পারে,
এমন-কি, ঐ বেদনা
মস্তিষ্কে লুক্কায়িত থেকে
তাঁ'র হৃৎপিণ্ডের গতিও
রোধ ক'রে তুলতে পারে ;
তাই, নিজেকে প্রণয়-বিনয়ে
এমনতর ক'রে তোল,
যেন তিনি তোমার
জীবনের দাঁড়া হ'য়ে ওঠেন,
আর, ঐ-জাতীয় সংঘাত
ভুলক্রমেও যেন তাঁ'র প্রতি প্রয়োগ না কর,—
যে-সংঘাত
তাঁ'কে অবলোপের লোলুপ আকর্ষণে
আকৃষ্ট ক'রে
নিশ্চিহ্ন ক'রে তোলে,
তা'তে, তাঁ'কেও হারাবে,
তুমিও ছন্নছাড়া হ'য়ে উঠবে। ২৭০

মানুষের কোন্ অবস্থায়
কোন্ প্রবৃত্তির
কেমনতর উত্তেজনায় বা অবসাদে
কিংবা বিকৃতবিন্যাসে
কোন্ জাতীয় প্রবণতার উদ্ভব হ'য়ে থাকে,
কোন্ জাতীয় বিকারই বা কী-ব্যাধির স্রষ্টা,—
সন্ধিৎসু সুবীক্ষণায়
বিহিতভাবে তা' নির্দ্ধারণ ক'রে
শ্রেয়ার্থ-অনুদীপনায়
শ্রেয়ানুগ উদ্দীপনার সৃষ্টি ক'রে
অস্তিবৃদ্ধির সঙ্গতিশীল অন্বয়ে
সেগুলিকে বিনায়িত ক'রতে চেষ্টা কর—
অসৎ-নিরোধী অনুবেদনার সার্থক সুবিন্যাসে
উপযুক্তভাবে সংশ্রয়ান্বিত ক'রে;
আর, সঙ্গে-সঙ্গে যা'তে
আত্মবীক্ষণী অনুধ্যায়িতার আগ্রহে
অধ্যবসায়ী অধ্যয়ন ও অধিগমনে
ইষ্টানুগ অস্তিবৃদ্ধির অনুবেদনী আবেগে
সেগুলির বিহিত বিন্যাস
তা'দের পক্ষে সহজ হ'য়ে ওঠে,—
এমনতর পরিচর্য্যা ও পরিচলনায় অভ্যস্ত ক'রে
আত্মবিনায়নী তৎপরতায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তোল
তা'দিগকে;
অনুশীলনী অনুদীপনায়
তা'রা নিজেদিগকে যোগ্যতায় অভিদীপ্ত ক'রে
তুলতে যা'তে পারে—
এমনতর অভ্যাসে অভ্যস্ত ক'রে,

সাথে-সাথে যা'তে তা'রা
আত্মনির্ভরশীল হ'য়ে ওঠে,
শ্রমকেই বিশ্রাম ব'লেই অনুভব করে—
এমনতর উদ্দীপ্ত অনুপ্রেরণায়
অনুপ্রাণিত ক'রে তোল তা'দিগকে ;
তুমিও তৃপ্তি পাবে,
তা'রাও শ্রদ্ধোষিত অনুচর্য্যার
আত্মপ্রসাদী ফুল্ল-দীপনায়
স্বস্থ চলনে চ'লতে
অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে ;
ঈশ্বরই বিধিস্রোতা,
বিধিবীক্ষণী তৎপরতা
ও আত্মবিনায়নী, অনুধ্যায়ী অনুশীলনী
সুকর্ম্ম-উল্লাসের ভিতর-দিয়ে
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদী আলোক-হস্ত
বোধিসত্তার মর্ম্মকে আলোকিত ক'রে
উদ্ভাসিত হ'য়ে চলে। ২৭১।

মানুষের অস্মিতাকে খোঁচা না মেরে,
অস্তিবৃদ্ধির আপ্যায়নী অনুচর্য্যায়—
যা' ঐ অস্মিতাকে
শোভন-সন্দীপ্ত ক'রে তুলতে পারে,
তেমনতরভাবে যেমন ব'লবার
যেমন ক'রে চ'লবার,
তেমন ক'রেই ব'লো,
তেমন ক'রেই চ'লো ;
অস্মিতা চায়

পরিবেশের অস্মিতায় দাঁড়িয়ে
আত্মবিস্তার ক'রতে,
তুমি যদি সংঘাতে তা'কে বিচ্ছিন্ন ক'রে তোল,
তোমার অস্মিতা তা'কে হারাবে,
আর, এ হারানো শুধু ভেদই নয়,
জঞ্জাল ও বিরোধই সৃষ্টি হবে তা'তে,
ন্যায়ের ন্যায্য চলন
ব্যাহতই হবে ক্রমশঃ ;
শ্রেয়-সম্বেগে, সৎ-অনুসন্ধিৎসায়
পরিবেশ-সন্দীপী তপশ্চর্য্যায় আত্মনিয়োগ কর,—
ফলে, একানুবর্ত্তিতায় নিয়ন্ত্রিত হও,
তদর্থে নিজেকে উৎসর্গ ক'রে তোল,
তা'তে তোমার যা'-কিছু সব ঝেড়ে ফেলে
তৎস্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে ওঠ,
আর, ঐ উৎসর্গীকৃত অস্মিতাকে
অনুচর্য্যী উদ্দীপনায়
সকলের ভিতর চারিয়ে দিয়ে
তা'দিগকে সহানুভূতিসম্পন্ন ক'রে তোল তোমাতে,—
বিপর্য্যয়ের হাত হ'তে অনেক এড়াবে,
তোমার নিজের বুকখানাও
প্রীতি-আবেগে ভরাই থাকবে,
যত অভাবই আসুক—
অভাব-বিক্ষুব্ধ হ'য়ে পড়বে না তুমি,
ঐ ভাবদীপ্ত শক্তি, মেধা, বুদ্ধি,
নিয়মন-কুশল উদ্দীপনাই
তোমাকে অভিনন্দিত ক'রবে ;

ঈশ্বর সবারই আত্মিক সম্বেগ,
ঐ সম্বেগের প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট বিজৃম্ভণই—
অস্মিতা,
ঈশ্বর সব অস্মিতার উদয়নী মর্ম্ম। ২৭২।

তোমার সত্তাপোষণী যদি কেউ না হয়,
অনুবেদনী অনুচর্য্যী যদি কেউ না হয়,
তোমার হৃদয়কে ফুল্লোচ্ছল ক'রে তুলতে
যদি কেউ না পারে,
তোমার স্বার্থের সুব্যবস্থ পোষণী, উপচয়ী
যদি কাউকে না দেখ,
তা'কে যেমন তুমি তোমার
প্রয়োজনীয় বিবেচনা কর না,
তোমার ঐ সবের
বা ও-গুলির কোন-কিছুর অপকর্ষী যা',
তা'কে যেমন এড়িয়ে চ'লতে চাও,
পছন্দ কর না,
অন্যের বেলায়ও কিন্তু তা'ই;
তুমি যদি ও-গুলির কোন-কিছুর
বা সবগুলির অন্বিত-সঙ্গতির সুতালিমে
কা'রও দরদী হ'য়ে না ওঠ,
তোমাকেও পছন্দ ক'রবে না কিন্তু কেউ,
তুমি যা'দের জন্য যেমন
তোমার জন্যও তা'রা তেমনি—
সাধারণতঃ,—
এমনতরই বুঝে চলাই ভাল কিন্তু;
যা'কে সইবে,

যা'কে ধ'রবে,
অধ্যবসায়ী তৎপরতা নিয়ে
যা'র অনুচর্য্যা ক'রবে—
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনার জন্য,—
তোমার প্রতিও সে
অন্ততঃ তৎকরণ-তৎপর হৃদয়াবেগ নিয়ে চলা
স্বার্থই বিবেচনা ক'রবে প্রায়শঃ—
কাজে-কর্ম্মে, বোধ-বিবেচনায়
ত্রুটি-বিচ্যুতি যা'ই থাক্‌ না কেন ;
এর উল্টো যে পাবে না,
তা'ও মনে ক'রো না কিন্তু,
তথাপি অমনতর করাই কিন্তু শ্রেয়,
ফলকথা, যা'কে যেমন চাও,
তা'র প্রতি তেমনি ক'রো ;
ঈশ্বরের প্রতি তুমি যেমন,
ঈশ্বরকেও পাবে তোমার প্রতি তেমনি ক'রে,
ঈশ্বর সবারই জীবনস্রোত—
প্রাণন-প্রদীপ। ২৭৩।

মানুষকে যদি স্বস্থ
ও সম্বর্দ্ধনায় অনুপ্রেরিত ক'রতে চাও—
তা'দের স্বভাব-সম্বিদ্ধ দোষগুলিকে
বেশী ঘাঁটাঘাঁটি না ক'রে
তদ্বিরতি-প্রবোধনার উদ্দীপনায়
আত্মানুসন্ধিৎসু ক'রে তোল তা'দিগকে,
বিরতি-প্রবোধনাকে উদ্দীপ্ত না ক'রে
ঐ দোষ নিয়ে ঘোঁট করা মানে

তা'দের ঐ দোষই বাড়িয়ে দেওয়া,
তাই থাঁকৃতিগুলির সংশোধনী প্রবৃত্তিকে
উদগ্র ক'রে তোল,
সঙ্গে-সঙ্গে সৎকর্ম্ম-সম্বেদনাকে
এমনতর সক্রিয় অনুশীলন-তৎপর ক'রে তোল,
যা'তে তা'রা প্রত্যেকে
তা'দের নিজস্ব শুভপ্রসূ করণীয়গুলিতে
ব্যাপৃত ও অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে,

আর, তা'ই ক'রে
আত্মপ্রসাদ অনুভব ক'রতে পারে,
তোমার উৎসাহ-উদ্দীপী বাহবার ভিতর-দিয়ে
তা' বেশ ক'রে উপভোগ ক'রতে পারে ;

এমনি ক'রে ঐ সমস্ত কর্ম্মে
লুব্ধ ক'রে তোল তা'দিগকে
অভ্যস্ত ক'রে তোল—
যোগ্যতায় অযুতশক্তি ক'রে,

তা'র ফলে,
তা'দের ঐ অসৎকর্ম্মা প্রবৃত্তিগুলি
ক্ষীণই হ'য়ে আসবে,
আর, বৃদ্ধি পাবে সৎকর্ম্মসন্দীপনা,
এগুলি সবই ক'রতে হবে কিন্তু
তা'দিগকে শ্রেয়-অনুরাগ-নিবদ্ধ ক'রে,—
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়-তপোনিষ্ঠার অনুক্রমণী উদ্বর্দ্ধনায়
সংহত ক'রে তুলে ;

বৈশিষ্ট্যপালী আপুরয়মাণ শ্রেয়ই
ঈশ্বরের জীয়ন্ত বেদী। ২৭৪।

শ্রদ্ধোৎসারণায়ই হো'ক
বা দরদী অনুকম্পায়ই হো'ক,
কেউ যদি সর্ত্ত-বিহীন স্বতঃস্বেচ্ছ হ'য়ে
তোমার জন্য শুভদ কিছু করে,
বা তোমাকে কোনপ্রকার সাহায্য করে—
তা' আর্থিকই হো'ক
বা কোন দ্রব্যাদি দিয়েই হো'ক,—
বিনীত প্রীতি-অনুদীপনায় তা' গ্রহণ ক'রো,
ধন্যবাদে,
তোমার শুভ-অভিপ্রায়-প্রদীপনায়
তা'র অন্তরকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলো,—
যেন সেই অবদান
তা'কে আত্মপ্রসাদমণ্ডিত ক'রে
তৃপ্ত ক'রে তোলে ;
সঙ্গে-সঙ্গে সুসন্ধিৎসু
সদিচ্ছাপ্রণোদনা নিয়ে
মুখ্যভাবেই হো'ক,
বা গৌণভাবেই হো'ক,
পরিবেশে এমনতর বিনায়নার সৃষ্টি ক'রে চলো—
কৃতজ্ঞ অনুচর্য্যা নিয়ে,—
যা'র ফলে,
সে তোমাকে যা' দিয়েছে,
তা' হ'তে অনেকখানি বেশী পায়—
তা'র জীবনীয় অনুচর্য্যার
রঙিল বিকাশবিভার ভিতর-দিয়ে
বৈশিষ্ট্যানুক্রমণী অনুচলনে ;
তুমি যা'র কাছে যা' পাও না কেন,

তুমি যদি তা'র জন্য অমনতর কিছু না কর,—
তোমার অন্তর্নিহিত যোগাবেগ
যে প্রাণন-দীপনা নিয়ে চলছিল,
তা' ক্রমশঃই খিন্ন হ'য়ে উঠবে,
আর, তোমার প্রয়োজন
তোমার পরিবেশের ভিতর
এমন আয়োজন সৃষ্টি ক'রবে না,
যা'র ফলে, তোমার পাওয়া
স্বতঃ-অভিদীপনা নিয়ে
পরিতৃপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
ঈশ্বর করুণাময়,
আদান-প্রদানের ভিতর-দিয়ে
বৈশিষ্ট্যানুক্রমণী সংস্থিতির ভিতর-দিয়ে
জীব-জীবনের স্বস্তি-উদ্গাতা তিনি। ২৭৫।

ক্ষমতা যা'ই পাও না কেন,
যোগ্যতার অনুশীলনী অনুচর্য্যা নিয়ে
তোমার ব্যক্তিত্বে
বিশেষত্ব যতই ফুটে উঠুক না কেন,
আর, ঐ ফুটন্ত যোগ্যতা
তোমাকে যে ক্ষমতায়ই
অধিষ্ঠিত করুক না কেন,
আর, তা' যতটুকুই হো'ক
বা যত বড়ই হো'ক,
তুমি বিনীত থেকো—
সৌজন্যপূর্ণ অনুদীপনা নিয়ে,
সানুকম্পী সেবা-তৎপরতায় ;

ঐ ক্ষমতা যেন
লোকের পক্ষে ক্ষেমসুন্দর হ'য়ে ওঠে—
ধারণে-পালনে,
হৃদ্য সুনিষ্ঠ অভিসার-অনুচর্য্যায়,
সহ্য-ধৈর্য্য-অধ্যবসায়ী অনুদীপনা নিয়ে,
সুনিষ্ঠ সুকেন্দ্রিক কেন্দ্রার্থকে সার্থক ক'রে,
উপচয়ী ক'রে ;
অমনি ক'রে চল,
ক্রমেই দেখতে পাবে—
লোকে তোমাতে কত নির্ভরশীল হ'য়ে উঠছে ;
তোমার হাতে ক্ষমতা দিয়ে
তা'রা কৃতার্থ হ'য়ে উঠছে,
প্রাণন-পরিচর্য্যায়
প্রীতি-অর্ঘ্যে
তোমাকে বিভূষিত করে তুলছে তা'রা ;
মনে রেখো—
অবিবেকী হীনম্মন্যতা যেখানে যত সক্রিয়,
ক্ষমতাও ক্ষতিকারক সেখানে তেমনি,
তাই, ক্ষমতা প্রয়োগ ক'রো—অসৎ-নিরোধে,
আর, তা'কে পরিবেষণ ক'রো—
মানুষের সত্তাপোষণী অনুচর্য্যায়,
হৃদ্য অনুবেদনা নিয়ে ;
ঈশ্বরই ধারণ-পালনী সম্বেগ,
ঈশ্বরই সবারই অধিপতি,
আর, এই আধিপত্যই ঐশ্বর্য্য,
করার ভিতর-দিয়ে
শুভকে মূর্ত্ত ক'রে তোল,

আর, ঐ ফুটন্ত মঙ্গলরাগ তোমার
ঈশ্বরের আরতি-অর্ঘ্য ক'রে
নিবেদন কর তাঁ'কে—
সার্থক-সুসঙ্গত অন্বিত চলনে। ২৭৬।

শুধু অর্থের দ্বারাই
কা'রও হৃদয় কেনা যায় না,
বরং অর্থ-প্রত্যাশা
অনেক সময় তা'র অন্তরায়ই হ'য়ে ওঠে;
কা'রও হৃদয় কিনতে হ'লেই চাই—
শ্রেয়ানুগ অনুশ্রয়ী বাক্য-ব্যবহার,
সহ্য-ধৈর্য্য,
অধ্যবসায়ী আত্মীয়-অনুচারিণী
অনুকম্পী শুশ্রূষা,—
যা'তে সে তা'র সত্তা ও স্বার্থের
আপূরণী নিয়মনে
উপচয়ী উন্নয়নের ভিতর-দিয়ে
নিজেকে স্বস্থ অনুভব ক'রতে পারে,
এক-কথায় চাই,—প্রীতি-সন্দীপনী আচরণ,
প্রীতি-প্রদীপ্ত অনুচলনী অনুচর্য্যা,
হৃদয় সিক্ত ও সরল হ'য়ে ওঠে যা'তে,
আবার, তেমনি সঙ্গে-সঙ্গে চাই—
অসৎ-নিরোধী অনুনয়নী পরাক্রম,
যা'র উদাত্ত উদ্যোগ-উদ্দীপনায়
সত্তা-সংরক্ষণী সত্তা-সম্পোষণী ও সম্পূরণী
উচ্ছল প্রীতি-নিষ্যন্দী অনুবেদনায়
শ্রদ্ধান্বিত অনুবন্ধনে

মানুষের অন্তঃকরণ একতীর্থী হ'য়ে ওঠে—
স্বকেন্দ্রিক অচ্যুত নিষ্ঠা-সমভিব্যাহারী
অনুগতির ভিতর-দিয়ে,
শ্রেয়ার্থ-উপচয়ী সক্রিয় তৎপরতায় ;
কর,
হৃদয় দাও—
হৃদয় পাবে,
যদি না পাও—
তা'তেও থেমে যেও না,
সাধ্যে যেমন কুলায়
চল,
প্রীতিই হৃদয়ের পরম-বন্ধনী ;
ঈশ্বরই প্রীতি-স্বরূপ,
ভক্তির উদাত্ত আসনেই তাঁ'র সুঠাম আবির্ভাব,
ঈশ্বরই ভূত-মহেশ্বর। ২৭৭।

তুমি যখন যেখানেই যাও না কেন—
তা' আহূত হ'য়েই হো'ক
আর অনাহূত হ'য়েই হো'ক,
বেশ ক'রে মনে রেখো—
কা'রও ভার না হ'তে হয় ;
বরং তোমার সাধ্যানুপাতিক অনুচলনাশ্রয়ে
আশা, ভরসা, সাহস ও ভৃতি-সন্দীপনায়
তুমিই তা'দের পরম বান্ধব হ'য়ে
উঠতে পার যা'তে
তা'ই ক'রো—

বাস্তব-অনুচর্য্যী অনুনয়নের ভিতর-দিয়ে,
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে,
কাউকে কোনপ্রকার সন্দেহের
অবকাশ না দিয়ে ;
তোমার হৃদয়ের স্পর্শ যা'তে তা'রা পায়,
তোমাকে পেয়ে গর্ব্বিত ও উৎফুল্ল
হ'য়ে ওঠে যা'তে,
সন্ধিৎসু অন্তঃকরণ নিয়ে
তা' ক'রতে সর্ব্বদাই সজাগ থেকো—
ইষ্টানুগ, সুকেন্দ্রিক, তৎপর
প্রীতি-অনুচর্য্যা নিয়ে ;
যদি এমন হ'য়ে উঠতে পার—
বাক্য, ব্যবহার ও করণের
করুণানন্দনায়,—
বুঝবে, তোমার উপস্থিতি সেখানে
সার্থক হ'য়ে উঠলো,
আর, তা' তোমার আত্মপ্রসাদ ;
ঈশ্বরই পরম প্রসাদ-নন্দনা
ঈশ্বরই অনুচর্য্যার আবেগ-উচ্ছ্বাস,
সুকেন্দ্রিক অনুচলনী হর্ষোন্মাদনা,
হৃদয়ের হৃদ্য অনুদীপনা । ২৭৮ ।

সম্বর্দ্ধনায় আত্মপ্রসাদে বিনীত হ'য়ো,
প্রসাদ-নন্দিত হ'য়ো,
ঔদ্ধত্যপূর্ণ অহঙ্কার নিয়ে
কাউকে খোঁচা মেরে কথা ব'লো না,
এমনতর গৌরবগর্ব্বী হ'য়ে উঠো না,

যে গৌরব-কথায়
অন্যের অহঙ্কারে আঘাত লাগতে পারে,
বা, সে হীনম্মন্যতা-ক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
তোমার বাক্য ও ব্যবহার
যেন এমনতরই তাৎপর্য্য-মণ্ডিত হ'য়ে ওঠে,—
যা'তে তোমার মুখের কথা,
আচরণ বা ব্যবহার
তা'দিগকে আত্ম-বিনোদনায় স্ফীত ক'রে তোলে,
প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে,
প্রফুল্ল ক'রে তোলে ;
মনে রেখো —
তোমার বর্দ্ধনায়
অন্যে যদি গৌরবান্বিত,
ফুল্ল-প্রদীপ্ত না হ'য়ে উঠতে পারে,
তোমাকে যদি তা'রা
উপভোগ ক'রতে না পারে—
সমস্ত সত্তা দিয়ে,
তোমার ঐ আত্মপ্রসারণী সম্বর্দ্ধনা
সার্থকতামণ্ডিত হ'য়ে
প্লাবন সৃষ্টি ক'রতে
কিছুতেই পারবে না ;
তোমাকে পেয়ে, আলিঙ্গন ক'রে,
তোমার সঙ্গে দুটি কথা ক'য়ে
তা'দের বাক্য, ব্যবহার বা অবদান
যদি সার্থক হ'য়ে না উঠলো,
সন্দীপ্ত হ'য়ে না উঠলো,
তুমি তা'দেরই একজন যদি

না হ'য়ে উঠতে পারলে,
তোমার অন্তর-দেবতা কেমন ক'রে
তৃপণ-নন্দনায়
আশিস্‌-উচ্ছল হ'য়ে উঠবেন ?
ঈশ্বর সবারই পরম-তর্পণা,
ভক্তির ভজন-নন্দনাতেই
তাঁ'র অধিষ্ঠান,
আর, ঐ-পথেই তিনি
মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠেন বিগ্রহে,
ঐ জীয়ন্ত বিগ্রহই হ'চ্ছে
তাঁ'র বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ পরম বিভূতি—
মানুষের অমৃতবর্ত্ম ;
আর, তিনিই কেবল,
তা' ছাড়া আর কেউই নয়। ২৭৯।

তোমার সুকেন্দ্রিক শ্রেয়নিষ্ঠ
শ্রদ্ধোষিত সক্রিয় আনতি-উন্মাদনা
লোক-অন্তরকে তোমার প্রতি
শ্রদ্ধোষিত নিষ্ঠাতে সম্বুদ্ধ ক'রে থাকে ;
তোমার দক্ষকুশল উপচয়ী অনুচর্য্যা
লোক-অন্তরকে
দক্ষকুশল অনুচর্য্যায়
উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে ;
তোমার অন্তঃকরণের উত্তম-আবেগী প্রীতি-অবদান
মানুষকে
অবদান-উত্তমী ক'রে তোলে ;
তোমার কর্ম্মকুশল শ্রেয়-উপচয়ী

সমীচীন তৎপরতা
মানুষকে কর্ম্মানুশীলনী প্রদীপনায়
জাগ্রত ক'রে তোলে ;
তোমার শ্রেয়ানুধ্যায়ী
রক্ষণ-সন্দীপ্ত আপূরণী অনুপোষণা
মানুষকে অমতরই ক'রে তোলে ;
তোমার সহানুভূতি, অনুকম্পা-অনুবেদনী
হৃদ্য উন্নয়ন
মানুষকে বিনীত ক'রে তোলে ;
এক-কথায়,
তোমার ব্যক্তিত্বমর্ম্ম-সংগ্রথিত
সক্রিয় সন্দীপনা যেগুলি
তাই-ই লোক-অন্তরকেও
তেমনতরই ক'রে তোলে ;
এরই সম্মিলিত আপ্যায়নাপূর্ণ
সঙ্গতিশীল অনুবেদনী বোধিদক্ষ প্রকাশ
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
যেমন সার্থকতায় অন্বিত হ'য়ে ওঠে,
তোমাতে সংশ্রয়ী পরিবেশও
তা'দের বৈশিষ্ট্যানুক্রমে
বিহিত অনুদীপনায়
সেইগুলিরই উদ্বোধনা সংঘটিত হ'য়ে থাকে,
তোমার প্রভাবও হয় তেমনি,
আর, প্রভাব মানেই—
প্রকৃষ্টভাবে হওয়া
বাস্তবে হওয়া,
এক-কথায়, বাস্তবে যেমন তুমি,
বাস্তবে পাবেও তেমনি প্রতিক্রিয়ায় ;

ঐ আলোরশ্মি
চরিত্রের চলন-বিকিরণায়
যে-প্রেরণা সৃষ্টি করে,
সেই প্রেরণাই
লোক-অন্তরের জাগরণী ঋক্‌ ;
ফল কথা,
তোমার শ্রেয় যেমন,
তাঁ'তে অনুগতি তোমার যেমনতর,
তদনুচর্য্যী অনুবেদনায় ক'রবে যেমন,
প্রতিক্রিয়ায় তোমাকে
তেমনতর পাওয়াতেই
'স্বাগতম্‌'—অভিনন্দন জানাবে। ২৮০ ।

যা'রা সুকেন্দ্রিক নয়,
দ্বন্দ্বিত-আনতিসম্পন্ন,
ব্যক্তিত্ব ও বোধি যা'দের শ্লথ,
অল্পই হো'ক,
বিস্তরই হো'ক,
প্রবৃত্তি-স্বার্থ-সংক্ষুধ যা'রা—
বেকুব, ফাঁকিবাজ, দোদুলবান্দা,
অথচ তোমার উপর দাঁড়িয়ে
জীবিকা নির্ব্বাহ করে,—
তা'রা যদি প্রতিলোমবিদ্ধ না হয়,
তা'দের বিনায়িত ক'রতে হ'লে
গরম ও নরম,
যেখানে যেমন উপযুক্ত—
তেমনতর বাক্য-ব্যবহারের প্রয়োজন হ'য়ে থাকে
অনেক সময় ;

গরম ব্যবহার মানুষের মস্তিষ্ককে
উত্তেজিত করে,
নরম ব্যবহার তা'কে
সাম্য-বিনায়িত ক'রে তোলে ;
গরম ব্যবহারে তা'দিগকে হকুচকিয়ে দিয়ে
স্বস্থ-নরম ব্যবহারে আকৃষ্ট ক'রে
সক্রিয় অনুশীলনে অভ্যস্ত ক'রে তুলে
কোথায় কেমনতর প্রতিক্রিয়-অভিব্যক্তি হয়—
তা' দেখে
যেখানে যেমন ক'রলে
তা'রা নিজেদের বিকৃতিগুলিকে
বিনায়িত ক'রে তুলতে পারে—
শ্রেয়ার্থ-অনুদীপনার সাপক্ষে,
এবং তদ্বিরোধী যা'
সক্রিয় বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
তা'কেও মঙ্গল-সন্দীপী ক'রে তুলতে পারে—
অন্যের বিনা সাহায্যে,—
তেমনতর ক'রে তুলতে চেষ্টা কর ;
আর, এতে যে যতই
কৃতী হ'য়ে উঠতে পারে,
সার্থক হ'য়ে উঠতে পারে—
দক্ষ-কুশল তৎপরতায়,—
বুঝে নিও—
তা'র ব্যক্তিত্ব ততই
সৌষ্ঠব-সঙ্গতিশীল হ'য়ে উঠেছে ;
কিন্তু যা'রা প্রতিলোম-বিদ্ধ,
এই বিনায়না তা'দের বেলায়

কতখানি সাফল্য-মণ্ডিত হয়
তা' চিন্তনীয় ;
মানুষের ধারণা ও ধরণ,
শ্রদ্ধানুরঞ্জিত আন্তরিক রাগ-দীপনা
যেমনতর সুকেন্দ্রিক,—
করণ-কুশল যে যেমনতর—
দক্ষ হ'য়ে ওঠে সে তেমনি ;
আর, এই দক্ষতা
বোধানুগ বিবেচনার
সক্রিয় কৃতি করণ-কুশলতার ভিতর-দিয়ে
যেমনতর অভিব্যক্তি লাভ ক'রে,—
তা'র ব্যক্তিত্বও হয় তেমনি ;
ঈশ্বর ধাতা ও পাতা,
ঈশ্বর বিধায়নার বৈধী উৎস—
কুশল-বিনায়নার কূট-সম্বেগ,
সর্ব্বার্থের পরম-সার্থকতা। ২৮১।

পরমপুরুষ বহুবল্লভ,
তুমি তাঁ'রই বিসৃষ্ট একজন—
প্রকৃতির মায়িক বিনায়নের ভিতর-দিয়ে,
তিনি সবারই,
তিনি যা'র নন—
এমনতর কেউ নেই ;
মনে রেখো—তুমি তাঁ'রই সন্তান,
সন্ততি-স্নেহ তোমাতেও বিদ্যমান—
মমত্ব-উৎসারণী অনুদীপনা নিয়ে
স্বতঃস্রোতা,

তাই, তুমিও সকলেরই,
তোমার কিন্তু কাউকে বাদ দেওয়া মানেই—
তাঁ'কেই তুমি ততটুকু অবজ্ঞা ক'রলে ;
প্রতিটি ব্যষ্টি-সহ সমষ্টির প্রত্যেকেরই
তোমার কাছে আসবার,
তোমাকে ডাকবার
দরদ ক'রবার
জন্মগত অধিকার আছে ;
—এমনি প্রত্যেকেরই,
তাই, তুমি কাউকে অবজ্ঞা ক'রো না,
ঠেলে ফেলো না কাউকে,
তাঁ'রই অনুবেদনায়
সাধু-অনুদীপনায়
নিষ্পাদনী অনুচর্য্যায়
যা'র যা'-কিছু ক'রতে পার,
তা' করতে ত্রুটি ক'রো না কিন্তু,
যত্নবানই থেকো—
যেমন জোটে তোমার তেমনি ক'রে,—
ঐ বল্লভ-অনুধ্যায়িতা নিয়ে ;
এই শুভ-ক্লেশ সহ্য ক'রে
সত্তাপোষণী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
পোষণ ক'রে তা'দিগকে
তুমি ধন্য হও,
তাঁ'তে সবাই আছে,
কিন্তু যা'র ভক্তি তাঁ'তে যেমনতর,
তিনিও স্ফুরিত হন সেখানে তেমনি,

ঐ প্রাণন-প্রসাদ-সন্দীপী হ'য়ে
আত্মপ্রসাদে গেয়ে ওঠ—
'জয় জগদীশ্বর' ;—
ব্যষ্টি-হৃদয়ের প্রাণন-প্রদীপ তিনি,
গণ-সমষ্টির সংহতি-অনুবেদনা তিনি ;
ঈশ্বরই সার্থকতার অন্বিত সঙ্গতি,
ঈশ্বরই প্রতিটি হৃদয়ে জীবনস্রোত,
ঈশ্বরই লোক-বল্লভ। ২৮২।

যদি আদৃতই হ'তে চাও—
শ্রেয়-অনুবেদনা নিয়ে
ইষ্টানুগ অনুশ্রয়ী উন্মাদনা-তৎপর হৃদয়ে
মানুষের দরদী হ'য়ে ওঠ—
তা' প্রতিটি ব্যষ্টি ও সমষ্টি-অনুক্রমণায় ;
তা'দের কাছে যাও,
এমনতর ভঙ্গী ক'রো না—
যা'তে তোমাকে দেখেই
মানুষ অবশ হ'য়ে ওঠে,
ভয়ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে,
প্রসন্ন মুখে তা'দের সম্মুখে উপস্থিত হও,
মুখ ভার ক'রে যেও না তা'দের কাছে,
ভঙ্গীও ক'রো না তেমনতর ;
তা'দের বেদনা, অসুবিধা,
কাতর ক্রন্দন শোন,
কারণ অনুসন্ধান কর,
দৃপ্ত আশা-সঞ্চারিণী বাক্যে ব্যবহারে,
ভরসায় উদ্দীপ্ত ক'রে তোল তা'দিগকে,

আর, সাধ্যে যতটুকু কুলোয় তা' কর,
বোধ-বিবেচনায় যা' জোটে
তা'র একটুও ত্রুটি ক'রো না,
বরং দক্ষ-নিপুণ ধী নিয়ে
সক্রিয় কর্ম্মকুশলতায় নিষ্পন্ন কর,
ঐ নিষ্পাদনী প্রসাদে
তা'দিগকে প্রসাদমণ্ডিত ক'রে তোল ;
সঙ্গে-সঙ্গে ঐ ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠায়
তা'দিগকে উদ্যোগী ক'রে তোল,
অনুশীলনতৎপর ক'রে তোল—
তাঁ'রই তপোনিরত সেবা-সম্বর্দ্ধনায়,
মাঙ্গলিক মহৎ-অনুশীলনে,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমে—
মান, অপমান, আদর, সৌজন্য, আপ্যায়না—
এগুলির প্রত্যাশা না ক'রে ;
তা'দের অন্তরের আকূতি
আকুল চক্ষু নিয়ে
তোমার দিকে চেয়ে থাকুক,
আবেগভরা বুকে তোমাকে ডাকুক ;
তুমি ধাতৃ-অনুকম্পায়
তা'দের সম্মুখে উপস্থিত হও,
ধারণ কর,
পালন কর তা'দিগকে ;
এমনতর প্রবণতা নিয়েই চ'লতে থাক,
কেউ আদর, সেবাচর্য্যা বা সম্বর্দ্ধনা পাচ্ছে দেখে
ক্ষুব্ধ বা কুণ্ঠিত হ'য়ো না,
বা পরশ্রীকাতর হ'তে যেও না,

বরং অন্যের সুখ-সম্পদে
সুখীই হ'য়ে ওঠ,
আপ্যায়িতই হ'য়ে ওঠ ;
দেখবে—
আদর পাবে,
সোহাগ পাবে,
সম্বর্দ্ধনা পাবে,
তা'দের প্রাণের ফুল্ল-পরশে
স্বস্তি-নন্দিত হ'য়ে উঠবে তুমি,
তোমার অন্তর স্বতঃ-প্রণোদনায় গেয়ে উঠবে—
'ঈশ্বর !
তুমিই পরম প্রীতি,
তুমিই আদর-দীপনা,
তুমিই সোহাগ-নন্দিত পরম আলিঙ্গন,
তুমিই ভক্তির পরম প্রসাদ। ২৮৩।

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্টনিষ্ঠা
তোমার জীবনে যেন
অদম্য হ'য়ে চ'লতে থাকে,
তোমার প্রবৃত্তি
তোমার চিন্তা,
প্রয়োজন ও কর্ম্মানুদীপনা—
সবগুলিকেই ঐ ইষ্টানুগ অনুনয়নে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে
উপচয়ী নিষ্পন্নকর্ম্মা হ'য়ে ওঠ
যজন-দীপনাকে অব্যাহত রেখে ;

স্মিত-বিনোদনায়
সবারই অন্তরস্পর্শী হ'য়ে ওঠ তুমি,
বিনীত আপ্যায়না নিয়ে
সবার দিকেই এগিয়ে যাও ;
তোমার যুক্তি,
সহজ বহুদর্শিতা
সার্থক-সুযুক্ত হ'য়ে
ইষ্টানুগ উপচয়ে
প্রত্যেকেরই হৃদয় স্পন্দিত ক'রে
সমস্যার সমাধান নিয়ে আসে যেন,
তোমার ইন্দ্রিয়গুলি
যমন-যাগী হ'য়ে
তীক্ষ্ণ সাড়া-প্রবণতায়
সবাইকে যেন অনুভব ক'রতে পারে,
আর, এই অনুভূতি যেন
তোমাকে সহজ-বুদ্ধির অধিকারী ক'রে তোলে ;
সবার কাছেই রমণীয় হ'য়ে ওঠ তুমি—
বিলাস-বিহীন সৌন্দর্য্যের স্মিত-গৌরবে,
তোমাতে যা'রা শ্রদ্ধোষিত মুগ্ধ,
তোমার গুণ-বিকিরণায়
তা'রাও যেন অনুপ্রেরিত হ'য়ে ওঠে ;
তোমার সত্তানুধ্যায়ী অনুচর্য্যী আবেগ
যেন বাস্তব বিচ্ছুরণে
প্রত্যেককে স্বস্তি বিতরণ ক'রে চলে,
নিমেষে তুমি প্রতিপ্রত্যেকের
পরম বান্ধব হ'য়ে ওঠ ;

স্থযুক্ত হোম-হবিঃ
বিতরণ ক'রে
তুমি সবারই স্বস্তি-তীর্থ হ'য়ে ওঠ,
এই এমনতর অনুধ্যায়ী আবেগ নিয়ে
চ'লতে থাক—
পরমতসহনশীল হ'য়েও
সাত্ত্বিক অনুনয়নী
দৃপ্ত অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়,
আর, এই চলনার যে-যে উপকরণ
সেগুলিকে সাদরে সংগ্রহ ক'রে চল—
আত্ম-বিনায়নী অভিদীপনায়,
সবারই জীবন
তোমারই যাগ-বহ্নিতে পূত হ'য়ে
সার্থকতার অর্ঘ্যে
নন্দন-মন্ত্রে
তোমারই স্বাগতম্‌-অভিবাদনে
তৃপ্ত হ'য়ে উঠুক। ২৮৪।

মানুষের কোন দুষ্ট প্রবৃত্তি দেখলেই
তা'কে অবজ্ঞা ক'রো না,
ঘৃণা ক'রে তা'কে দূরে ফেলে দিও না,
দেখো', তা'র ভিতর
কী-কী সৎ-অনুদীপনা আছে,
সেই দিকে তা'র প্রবণতাই বা কেমনতর,
যে-প্রবণতা অপেক্ষাকৃত বেশী,
সেই দিকে তা'কে
সক্রিয় ক'রে তুলতে চেষ্টা ক'রো ;

আর, এই দুষ্ট প্রবৃত্তির আবেগ-উদ্দীপনাকে
ঐ দিকেই ক্রমশঃ সঞ্চালিত ক'রবার
কায়দা খুঁজে বের ক'রো—
তা'র বৈশিষ্ট্যের অনুদীপনী উৎসাহকে
সম্বেগশালী ক'রে,
অনুপ্রেরণায় প্রবুদ্ধ ক'রে তুলে,
অসৎ-নিরোধে সজাগ থেকে ;
আর, এই ক'রতে হ'লে
এমনভাবেই
শিষ্ট প্রীতিদ্দীপনা নিয়ে
লালনে-পালনে
সুষ্ঠ শাসন-নিয়মনে
তা'র অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধা-সম্বেগকে
উৎসারিত ক'রে তুলতে হবে,
যা'তে তোমার আন্তরিক ইচ্ছাকে বুঝে-সুঝে
সে তা'রই আপূরণী চলনে
না চ'লেই থাকতে পারে না ;
এই প্রীতি-উৎসারণী নিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে
সে যা'তে সুকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠে,
উদ্যম-আবেগী কর্ম্মনিরত হ'য়ে ওঠে,
তেমনি ক'রেই
অনুপ্রেরিত ক'রে তুলতে থাক তা'কে ;
করুণাময়
কৃতিদীপনার ভিতর-দিয়ে
তা'কে হয়তো
পরিশুদ্ধ ক'রে তুলবেন,
তোমরাও ঐ অনুচর্য্যী আত্মপ্রসাদে
কৃতার্থ হ'য়ে উঠবে ;

মানুষকে যতই সুকেন্দ্রিক শ্রেয়-সন্দীপী
ক'রে তুলতে পারবে,
রাগ-উদ্যমে
সক্রিয় উদ্যোগী ক'রে তুলতে পারবে,
উপচয়ী কর্ম্মনিরত ক'রে তুলতে পারবে,
অন্বিত-সঙ্গতির বোধদীপনী পরিচর্য্যায়
তা'র সত্তাকে
স্বস্তি-প্রসন্ন ক'বে তুলতে পারবে যতই—
ধ'রে, ক'রে,
ধরিয়ে, করিয়ে,
তা'র ব্যক্তিত্বও হ'য়ে উঠবে তেমনতর,
যোগ্যতার অভিসারিণী অনুদীপনায়
তা'র প্রাপ্তিও ঘ'টে উঠবে তেমনি ;
ঈশ্বরই ভজন-উৎসারণা,
ভক্তির প্রাণারাম পরম বিগ্রহ,
প্রদীপনী যোগ-সম্বেগের পরম উৎস
তিনিই। ২৮৫ ।

তুমি যদি পূর্ব্বে কা'রো প্রতি
কোন অপ্রীতিকর ব্যবহার ক'রে থাক—
তা' ক্রমান্বয়েই হো'ক
বা কোন ব্যাপার বা বিষয়-ব্যপদেশে
বিশেষ কোন সময়েই হো'ক,
এবং তা'রপর তুমি যদি
তা'র প্রতি কোনপ্রকার হৃদ্য ব্যবহারও কর—
হৃদ্য বাক্ ও অনুচর্য্যা নিয়ে—
সে তোমাকে দেখতে চেষ্টা ক'রবে

ঐ পূর্ব্বের অপ্রীতিকর ব্যবহারের
অনুবেদনী অনুস্মৃতি নিয়ে;
তোমার আচার, ব্যবহার, বাক্য ও ভঙ্গীর প্রতিফলন
মানুষের স্মৃতি-চেতনায় দীপ্ত থেকে
তা'কে সাধারণতঃ তদ্‌ভাবেই
ভাবান্বিত ক'রে তুলতে চায়;
তাই, বুঝে রেখো—
কাউকে দুর্ব্যবহারে
উদ্বেজিত ও বিরূপ ক'রে রাখা
সমীচীন নয়কো,
এবং তা' তা'র ও তোমার
উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর,
তেমনতর স্থলে
বাক্য, ব্যবহার ও অনুচর্য্যায়
শুভদ অনুদীপনা নিয়ে
সে যা'তে নন্দিত হয়
তা' ক'রতে চেষ্টা ক'রো;
তোমার ঐ পূর্ববকৃতির দরুন
বার-বার বিফলমনোরথ হ'লেও
নাছোড়বান্দা হ'য়ে
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী শ্রেয়-সন্দীপী সংচলনে
নিজেকে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে
সুকেন্দ্রিক হৃদ্য অনুপ্রেরণায়
তা'র সত্তাসঙ্গত অস্মিতাকে উৎফুল্ল ক'রে তুলতে
চেষ্টা কর,
আর, কাজেও কর তেমনি—

অসৎ-নিরোধে সজাগ থেকে,
এতে তুমি সফলই হবে প্রায়শঃ—
তোমার প্রতি তা'র ঐ বিরূপ স্মৃতি-চেতনাকে
অপসারিত ক'রে
মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ ক'রতে তা'কে;
এমনি ক'রেই
তা'র ও তোমার মধ্যে অসদ্‌ভাব যা'
তা'র নিরাকরণ ক'রতে পারবে,
তা'র হৃদয় জয় ক'রতে পারবে তুমি,
শুধু তা'র কেন—
সপারিপার্শ্বিক তা'র,
তুমিও সুখী হবে,
সেও সুখী হবে;
ঈশ্বর সবারই প্রীতি-প্রেরণা,
ঈশ্বরই হৃদ্য অনুচর্য্যার জাগ্রত চেতনা—
প্রণয়ের প্রাণন-বিধাতা। ২৮৬।

তোমার চালচলন,
আচার, আত্মনিয়মন,
সভ্যতা, ভব্যতা,
সৌজন্য, আপ্যায়না
যা'ই বল না কেন,
সেগুলি যদি
সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্বার্থমূলক না হ'য়ে ওঠে,
সবতা'র ভিতর-দিয়েই
তাঁ'র প্রতিষ্ঠা ও প্রবর্দ্ধনার
প্রেরণা না থাকে—

সক্রিয় সম্বেদনায়,
এক-কথায়, তাঁ'র জীবন, যশ ও বৃদ্ধি
যদি সব সময়
সর্ব্বতোভাবে তোমার স্বার্থ হ'য়ে না ওঠে,
বুঝে নিও—
তোমার জীবন-অর্থ
ব্যর্থতায়ই বিযোজিত হ'য়ে চ'লেছে ;
তুমি অমনি ক'রে তাঁ'কে যদি
মুখ্যভাবে আপনার ক'রে
তুলতে না পার,
তোমার আমিত্বই তোমাকে
নানা রকমে ব্যঙ্গ ক'রবে—
এটা কিন্তু সুনিশ্চয় ;
তাঁ'র মনোজ্ঞ চলনকে যতই
ভাঁওতাবাজির অনুক্রিয়ায়
ব্যাহত ক'রে চ'লতে থাকবে,
ঐ ব্যর্থতাই কূটকটাক্ষে
বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীতে
তোমাকে ব্যঙ্গ ক'রতে থাকবে ;
তুমি জীবনে
যা'তে যতই মুগ্ধ হ'য়ে চল না কেন—
ঐ মুখ্য আনতিকে ব্যাহত ক'রে চ'লবে যতই,
মূর্খ ধৃষ্টতা তোমাকে
বিফল-মনোরথ ক'রে তুলবে তেমনি ;
ঐ শ্রেয়ের স্বার্থ এবং অর্থকে
মুখ্য না ক'রে
তাঁ'র আপূরণী প্রচেষ্টায়

মূক, নিষ্ক্রিয়
বা অল্পক্রিয় হ'তে চ'লেছ,
ঐ শ্রেয়ের বর্দ্ধন-বিভোর
সক্রিয় অনুবেদনা
নিয়ে চ'লছ না,—
ঐ শ্রেয়ের প্রতি
যত প্রীতির বাহানাই
কর না কেন,
ঐ শ্রেয় তোমার আপনার নয়
কখনও,
তোমার আপনার হ'লো
তোমার নিজের স্বার্থান্ধ অনুবেদনা,
আর, শ্রেয়প্রীতি
তোমার ভাঁওতাবাজি ছাড়া
বড় বেশী কিছু নয়কো ;
শ্রেয়-উৎসর্জ্জনই
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ। ২৮৭।

বিশেষ ক'রে স্মরণ রেখো—
তোমার আদর্শ,
তোমার ধর্ম্ম,
তোমার কৃষ্টির
অভিধায়ী অনুধায়িতা নিয়ে
শ্রদ্ধোৎসারিণী হৃদয়ে
যে-কোন দেশ হ'তে
যে-কেউই আসুক না কেন,
তা'কে সযত্নে

পরমাত্মীয়ভাবে
বিহিত সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে
সৌজন্য-আপ্যায়নার সহিত
অনুদীপনী অনুপ্রেরণায়
অনুশীলন-তৎপর ক'রে,
যোগ্যতা ও জ্ঞান-বিশারদ ক'রে,
বোধায়নী বর্দ্ধন-তৎপর ক'রে
কৃষ্টি-যাজ্ঞিকতায়
হোম-অভিষিক্ত ক'রতে ভুলে যেও না ;
তোমার হৃদয়ের স্পর্শ
তা'কে যেন আদৃত ক'রে,
তা'র সাত্ত্বিক-সম্বেগকে
অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে,
শ্রদ্ধোৎসারিণী হৃদয়ে
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী কৃষ্টি-অভিযাত্রী হ'য়ে ওঠে
যেন তা'রা ;
ঐ হৃদ্য-স্পর্শ-অন্বিত
উদ্বুদ্ধ সাত্ত্বিক সম্বেগই জেনো—
তোমার পরম দক্ষিণা ;
আবার, তেমনি কোন দেশ হ'তে
কেউ যদি
সুধী-অভিধায়না নিয়ে
প্রীতি-প্রদীপ্ত অন্তরে
তোমাদের সংস্রবেচ্ছু হ'য়ে
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অনুসারিণী অনুবেদনায়
স্ফীত অভিধ্যায়িতায় উৎফুল্ল হ'য়ে

তোমাদের মধ্যে
বা তোমাদের দেশে বসবাস ক'রতে চায়—
পালন, পোষণ ও আপূরণী প্রযত্নে,
অধ্যয়নী আবেগ নিয়ে,
সংহতির সংস্রব-মিলন আলিঙ্গন নিয়ে,
তা'কেও ব্যাহত ক'রো না;
কিন্তু যে-কেউই হো'ক না,
ঐ ক'রতে গিয়ে
সন্ধিৎসাপূর্ণ অনুধ্যায়ী দৃষ্টিসম্পন্ন
অনুকম্পী অসৎ-নিরোধী অনুদীপনাকে
পরিত্যাগও ক'রো না,
মনে রেখো—
সত্তা সচ্চিদানন্দময়,
অসৎ-নিরোধী স্বতঃই;
ঈশ্বরই সচ্চিদানন্দের ব্যক্ত প্রদীপনা,
ঈশ্বরই সচ্চিদানন্দ-ঘনবিগ্রহে বিস্ফৃষ্ট,
ঈশ্বরই অস্তি-সম্বেদনী
অসৎনিরোধী পরাক্রম। ২৮৮।

সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থ-সংশ্রয়ী
প্রেরণাপ্রদীপ্ত আপ্যায়না,
সৌজন্যপূর্ণ অনুচর্য্যা,
আত্মিক-সম্বেগী বাক্, ব্যবহার
ও উৎফুল্ল অস্মিতার স্ফুরিত বিভা নিয়ে
যা'রা তোমাতে আপ্যায়না-প্রবুদ্ধ নয়কো,
বরং অবজ্ঞাপ্রবণ, স্বার্থপর, কপট,
উদ্ধত আক্রুদ্ধ,

তা'দিগকেও যেন
অর্থাৎ, তা'দের অন্তর্নিহিত অস্মিতাকেও যেন
নন্দিত উদাত্ত সম্বেগে
তোমাতে আকৃষ্ট ক'রে তুলতে পার,
আর, তোমার প্রশংসা-পরিচর্য্যা
যেন তা'দের গৌরবের হ'য়ে ওঠে,
তা'রা যেন ধন্য মনে করে নিজদিগকে—
ঐ আপ্যায়না-মণ্ডিত
কিংবা আপ্যায়নী অনুচর্য্যানিরত হ'য়ে তোমাতে ;
এমনতর আচার, ব্যবহার
কথা ও করণের ভিতর-দিয়ে
তা'দিগকে ইষ্টানুগ অনুশাসনে
উদ্বুদ্ধ ক'রে
সৎ-উদ্‌গতিপরায়ণ ক'রে তোল—
তোমার আন্তরিক অনুপ্রেরণায় অনুপ্রেরিত ক'রে ;
মনে রেখো—
যা'রা তোমার শ্রী-কাতর,
তোমার বিভবে ক্ষুব্ধ,
তোমার সম্মানে যা'রা নিজেদের
অপদস্থ ব'লে মনে করে,—
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে
তোমার হৃদ্য আপ্যায়নী অনুচর্য্যা
উদ্বর্দ্ধনী অনুপ্রেরণা
আত্মীয়তার অনুবন্ধ
তা'দিগকে এমনভাবে পরিবেষণ করা উচিত—
সুতীক্ষ্ণ, সতর্ক, নিরাপত্তা-নিবদ্ধ অনুচলনে
সব সময়ে নিজেকে সংরক্ষিত রেখে,—

যা'র ফলে, তা'রা
তোমার ঐ উদাত্ত-প্রাণ-প্রদীপ্ত আত্মিক অনুবেদনায়
নিমগ্ন হ'য়ে
নিজেদিগকে কৃতার্থ মনে ক'রে,
আর, তোমার ঐ তীক্ষ্ণ সন্ধিৎসা,
সুসঙ্গত বোধবীক্ষিত নিয়মন
উৎসাহ-উদ্দীপনী নজর, অনুচর্য্যা
ও নিবিড় অনুকম্পায়
নিষিক্ত ও আপ্লুত হ'য়ে ওঠে ;
মনে ক'রো—
তোমার সঙ্গতি ও সাহচর্য্যে
তা'দের যে-আত্মপ্রসাদ
সেই আত্মপ্রসাদই তোমার উপঢৌকন ;
ঈশ্বরই আত্মিক নন্দনা,
ঈশ্বরই অসৎ-আসক্তিরও জীবন-সম্বেগ,
তিনিই পরম মিত্র। ২৮৯।

তুমি ইষ্টীতপাঃ হও,
সৎ হও,
কিন্তু বেকুব হ'তে যেও না ;
তুমি লাখো অসতের ভিতরেও যদি থাক,—
তোমার কুশল-কৌশলী দক্ষতা নিয়ে
ঐ অসৎদেরও পরম বান্ধব হ'য়ে থাক—
অনুকম্পী অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যে,
নিজের আদর্শে অটুট থেকে,
সুদক্ষ আত্ম-বিনায়নায়,
সত্তাপোষণী বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মের

সুসঙ্গত মিলন নিয়ে,
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে,
বিহিত মন্ত্রগুপ্তি-সহকারে;
আবার, অসৎ-নিরোধ ক'রতে গিয়েও
অযথা বিরোধ সৃষ্টি ক'রতে যেও না,
ঐ দক্ষকুশল তৎপরতার
হৃদ্য নিয়মনে তা' ক'রো,
যা'তে লোকে তোমাকে
পরম বান্ধব ব'লে আলিঙ্গন ক'রতে পারে—
সতৃপ্ত তর্পণায়;
তা'দের শত্রু ক'রে তুলো না,
হৃদ্য আচার, ব্যবহার, অনুকম্পী অনুচর্য্যায়
তা'দের দরদী বান্ধব হ'য়ে ওঠ,
আর, এ যত পারবে—
সর্ব্বতোভাবে ইষ্টীতপাঃ অনুচর্য্যায়
ইষ্টানুগ চলন নিয়ে,—
তোমার ঐ হৃদ্য-অনুকম্পী, দরদী চলন
তা'দের হৃদয়কে আকৃষ্ট ক'রে
তোমাতে সশ্রদ্ধ ক'রে
ঐ অসৎপ্রাণতা হ'তে
তা'দের অনেককেই নিবৃত্ত ক'রে তুলবে—
দেখতে পাবে;
কিন্তু তোমার নিজের চরিত্র যদি
ঐ অমনতর হৃদ্য-বিভান্বিত হ'য়ে না ওঠে,
তা' হ'লে কিন্তু পারবে না,
তুমিই বরং নির্য্যাতিত হ'তে থাকবে;

অবশ্য সব সময়ই নজর রেখো—
তোমাতে অনুরক্ত উদ্যোগী বেষ্টনী
ও তোমার সৎ-প্রসারণা যেন
শক্তিশালী পরাক্রমী হ'য়ে
বিস্তার-প্রবর্দ্ধনায়
প্রস্বস্তির দিকেই এগিয়ে যায়—
যোগ্যতায় সম্বুদ্ধ হ'তে
অভিদীপনার প্রদীপী প্রব্রজ্যায় ;

তুমি লাখ ভাল হও,
লাখ মানুষের সেবাই কর,
কিন্তু কুশলকৌশলী তৎপরতা নিয়ে
হৃদ্য বাক্য, ব্যবহার, আচার
ও ভাবভঙ্গীর সহিত
তা' যদি না ক'রতে পার,
তেমনভাবে না চ'লতে পার,—
মানুষের হৃদয়-আবেগকে
তুমি আকৃষ্ট ক'রে তুলতে পারবে না,
তোমার সক্রিয় সম্বর্দ্ধনাই
তা'দের স্বার্থ হ'য়ে উঠবে কমই ;

তোমার প্রত্যাশাই যেন হয়
ইষ্টানুগ লোক-প্রবর্দ্ধনা,
ইষ্টপ্রতিষ্ঠা,
আত্মপ্রতিষ্ঠা নয়কো,
আত্মস্বার্থ নয়কো,
ইষ্টার্থই তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠুক,—
দেখবে, তুমি সার্থকতার পথে

ক্রমেই এগিয়ে চ'লছ—
বিপর্য্যয়কে অতিক্রম ক'রেও ;
যা'রা সুস্থ আত্মনিয়মনপ্রবণ হ'য়ে
লোক-অনুকম্পী হ'য়ে
তা'দের উদ্বোধনার হোতা হ'য়ে চলে,—
ঈশ্বর তা'দিগকে
প্রস্বস্তি-অনুবেদনায় সাহায্যই ক'রে থাকেন ;
তুমি ক'রবে যেমন,
হবে যেমন,
ঈশ্বর তোমাকে তেমনি ক'রেই
গ্রহণ ক'রবেন । ২৯০ ।

তোমার সুনিষ্ঠ শ্রেয়-প্রাণন-পরিবেদনাপূর্ণ
অনুপ্রেরণী অনুচারণ—
যা' বাক্যে, ব্যবহারে,
এক-কথায় আচরণে
ঝঙ্কৃত হ'য়ে চ'লে থাকে—
তোমার সাত্ত্বিক অভিব্যক্তিতে,
তোমার স্বাভাবিক অনুভূতিসম্পন্ন অনুচর্য্যা
অবস্থা-অভিজ্ঞ বিনায়না,
উপযুক্ত সমর্থন ও সন্দীপনা—
এগুলির সুসঙ্গত অভিধ্যায়ী আবেগই হ'চ্ছে
তোমার ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি ;
এর খাঁকৃতি যেখানে যেমনতর,
মান বা ওজনের তারতম্যও
সেখানে তেমনি,
এই মান যা'কে

যেমনতর বিনায়নায়
সম্মানিত ক'রে থাকে,
সম্পোষিত ক'রে চলে
আপূরণী অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকে—
স্বাভাবিকভাবে,—
মানুষও তা'র প্রতি
তা'র নিজের আত্মিক সম্বেগ নিয়ে
বা সাত্ত্বিক সম্বেগ নিয়ে
সাধারণতঃ তেমনিই হ'য়ে থাকে,
সম্মানিতও ক'রে থাকে তা'কে তেমন ক'রেই,
সার্থক আত্মপ্রসাদে
তা'কে অবধারণ, বহন ও পালন করার
প্রবৃত্তিও হ'য়ে ওঠে তেমনতর,
সেইরকমই সাধ্যমত
অনুজ্ঞাবাহীও হ'য়ে থাকে তা'র;
আর, আপূরণী শ্রেয়-অনুধ্যায়িতা নিয়ে
তা'র ঐ সত্তার
চারিত্রিক দ্যুতি-বিকিরণী প্রভাবকেও
ধারণ, ধায়ন, পালন, চারণ
ও চলন-প্রদীপ্ত ক'রতে
প্রস্তুত বা নিজেকে তদনুপাতিক নিয়মিত ক'রতে
স্বতঃ-প্রণোদিত প্রচেষ্টাপরায়ণ
হ'য়ে ওঠেও তেমনি ;
জ্ঞাতসারেই হো'ক, অজ্ঞাতসারেই হো'ক,
অন্তর-আকূতি নিয়ে
এমনি ক'রেই সে তা'তে আকৃষ্ট হ'য়ে
ধন্য হ'তে চায়,

বা বিকর্ষণে দূরে স'রে যেতে চায়,
তাই, তোমার শ্রেয়ানুপ্রেরণী আবেগ
যদি মানুষকে শ্রেয়প্রবুদ্ধ ক'রে না তোলে,
তুমি অবস্থাকে বিনায়িত ক'রতে যদি না পার—
উপযুক্তভাবে,
মানুষকে সমর্থনপুষ্ট ও সন্দীপ্ত ক'রে তুলতে না পার,
তা'দের অন্তরে
শ্রেয়-প্রতিষ্ঠা ক'রে তুলতে না পার—
আত্মপ্রতিষ্ঠার আহাম্মকী সৌজন্যকে
পরিত্যাগ ক'রে,—
কেউ তোমাকে অনুসরণ ক'রতে চাইবে না,
তোমার নিদেশ-রক্ষায়
আপ্রাণ হ'য়ে উঠবে না—
তা' কা'রও লাখ সমর্থন থাকু না কেন তোমার প্রতি,
এগিয়ে দিলেও ছিটকে চ'লে আসবে ;
তোমার নিষ্ঠা বা ধৃতি যেমন,
অনুবেদনী অনুপ্রেরণা যেমন,
অবস্থানুগ বিনায়না যেমন,
বাক্য ও ব্যবহার প্রেরণ-প্রাণ যেমন,
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী তৎপরতাও
তেমনি হ'য়ে ওঠে,
ধারণ ও পালন-প্রকৃতিও
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে তেমনতর,
তোমার অন্তর্নিহিত ঈশিত্বের আধিপত্যও
স্ফুটতর হ'য়ে ওঠে তেমনি ;
না হ'য়ে পেতে চাওয়া

নিজেকেই ধিক্কার-ধুক্ষিত ক'রে তোলা ছাড়া
আর কিছুই নয় ;
ঈশ্বরই বিধাতা। ২৯১।

ব্যভিচার-ব্যস্ত যা'রা,
প্রবৃত্তি-বিক্ষুব্ধ উদ্ধত যা'রা—
এমনতর লোক,
কুটিল উদ্দেশ্য-অনুপ্রাণনা নিয়ে
মিষ্টি বাক্, ব্যবহারসম্পন্নও যদি হয়,
তোমার সুবীক্ষণী সন্ধিৎসায়
সঙ্গতি-সহকারে
বোধিচক্ষু দিয়ে তা'দের দেখে নাও—
চলনের কুটমাত্রাকে অভিনিবেশ-সহকারে
লক্ষ্য ক'রে,—
রকম, ভাব, ভঙ্গী, দৃষ্টি, আচার-ব্যবহার
ইত্যাদির সমন্বয়ী অনুবোধনায়,—
নির্ব্বাক্ অনুধাবনী বীক্ষণায় ;
সঙ্গে-সঙ্গে তোমার হৃদয়ের
উৎসারণী তৎপরতা নিয়ে
এমনতর হৃদ্য বিনায়নায়
তা'দের সত্তার মর্ম্মস্থল স্পর্শ কর—
ইষ্টীচলনে অচ্যুত থেকে,—
যা'তে সে বা তা'রা
যা'ই হো'ক আর যেমনই হো'ক,
তোমার ঐ হৃদ্য অনুপ্রেরণা
তা'দের সত্তাকে সন্দীপ্ত ক'রে তুলে'
তোমার প্রতি তা'দিগকে

এমনতর অনুচর্য্যাপরায়ণ ক'রে তোলে,
যা'র ফলে, তা'রা
তোমার ইচ্ছা ও চাহিদার আপূরণে
ত্রস্ত-ব্যস্ততা নিয়ে চলে—
আত্মপ্রসাদ-প্রণোদনায়,
তোমাকে তুষ্ট ও তৃপ্ত করার
অনুপোষণা নিয়ে,
তদনুগ আত্মনিয়ন্ত্রণ-তৎপর হ'য়ে;
ঐ আত্মপ্রসাদী অনুচলনের ভিতর-দিয়ে
তোমাকে প্রসাদ-মণ্ডিত ক'রে তুলতে,
এমনটা দেখলেই বুঝবে—
তুমি তা'র সত্তার মর্ম্মকে স্পর্শ ক'রেছ,
তোমার অস্তিত্ব তা'র ঐ মর্ম্মস্থলকে
অনুপোষণায় বিভামণ্ডিত ক'রে তুলেছে,
তোমাকে প্রীত করার অনুচর্য্যার প্রলোভন
সে এড়াতে পারছে না;
সঙ্গে-সঙ্গে তুমি তা'র প্রকৃতির
অসমঞ্জস অবিশ্বস্ত যে খাঁজগুলি আছে,
তা' তোমাকে ব্যাহত, ব্যতিক্রান্ত বা বিপন্ন
ক'রে তুলতে না পারে—
এমনতর সতর্ক নিরোধ সৃষ্টি ক'রে
চলৎশীল থেকো;
এর ফলে, তা'র প্রকৃতি যদি নাও বদলায়—
তোমার প্রীতি-প্রলোভন-সন্দীপনায়
সে তা'কে অনেকটা
অমনতরভাবেই সঙ্গত ক'রে তুলবে—
আশা করা যায়;

তা'ও অন্তরালে তুমি
অনুবেদনী বোধ-নিয়মনায়
নিজেকে যেখানে যেমন ক'রে চালাতে হয়,
তা'র ত্রুটি ক'রো না,
মিশে না যাও,
ফাঁদে না পড়—
সেটাকে কার্য্যতঃ দীপ্ত রেখে ;
আর, নারীই হো'ক, পুরুষই হো'ক,
ঐ ব্যভিচার-ব্যস্ত জীবন নিয়েও
সে যদি তোমাতে সংহত হ'য়ে
সুনিবদ্ধ হ'য়ে
তোমার স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
তা'র প্রকৃতিকে তোমাতে অর্থান্বিত ক'রে
তুলতে পারে,—
তাতে কোনপ্রকার নিরোধ সৃষ্টি ক'রো না
হয়তো, তোমাকে পেয়ে
তা'র জীবনচলনা বদলিয়েই যেতে পারে,
কিন্তু আত্মসংরক্ষণী নিরোধ ও আরতিকে
কখনই অবহেলা ক'রো না,
হয়তো, সত্তার স্বতঃ-নন্দিত আশীর্ব্বাদ
তা'কে ও তোমাকে
প্রসাদমণ্ডিত ক'রেও তুলতে পারে ;
ঈশ্বরই সব হৃদয়ের সাত্ত্বিক-মর্ম্ম,
ঈশ্বরই প্রীতি-অনুদীপনা,
ঈশ্বরই নিরাপদী নিরোধ—
ন্যায়, নীতি ও কুশলকৌশলী তৎপরতার
অনুদীপনী সম্বেগ । ২৯২ ।

শ্রেয়-নিষ্ঠ হও—
নিবিড় তঁদনুচর্য্যী অনুক্রিয়-উন্মাদনায়,
সন্তুষ্ট থাক,
তোমার হৃদয়
ঐ শ্রেয়-সর্ব্বস্ব হ'য়ে
হৃষ্ট আনত-নিয়তির অনুচর্য্যায়
উৎফুল্ল হ'য়ে চ'লতে থাকুক—
ক্লেশ-সুখ-প্রিয়তার আমোদরঞ্জনায় ;
মানুষের সুখে সুখী হ'তে চেষ্টা কর,
দরদে দরদী হও,
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে
যেখানে যেমনতর অনুচর্য্যা করণীয়
তা' ক'রতে একটুও পেছপাও হ'য়ো না—
তোমার পক্ষে যেমনতর শোভন
তেমনি ক'রেই ;
লোকের কাছে নিয়েই
খুশী হ'তে চেষ্টা ক'রো না,
বরং দিয়ে খুশী হ'তে চেষ্টা কর,
তা'র পাওয়ার তৃপ্তি
তোমাতে সুদীপ্ত হ'য়ে
নন্দনার আভা বিকিরণ করুক ;
মান চেও না,
মান দিও,
তোমার ভাবভঙ্গী, কথাবার্ত্তা, চলন-ফেরন
যেন অভিমানশূন্য বিনীত হয়,
যা'রা অপ্রীতিকর তোমার কাছে

তা'দের প্রতিও
বিরাগ-বিক্ষুব্ধ ব্যবহার ক'রো না,
আর, যা'রা তোমার কাছে প্রীতিকর,
তা'দের প্রতি বিনীত আপ্যায়নী
ব্যবহার নিয়ে চ'লো,
কাজকর্ম্ম যা'-কিছু কর না কেন,
তা' যেন সুব্যবস্থ বিনায়িত হয়—
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে ;

তোমার শিক্ষা, দীক্ষা,
বুদ্ধি, বিবেচনা, রাগ-আনতি
মানুষের অন্তরে
এমনতর প্রেরণার উদ্বোধনা সৃষ্টি করুক,
যা'তে তা'রা প্রত্যেকে
তোমাকে জীবনীয় ব'লে অনুভব করে,
কৃতি-প্রেরণায় বিভূষিত হ'য়ে ওঠে,
যোগ্যতায় জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠে—
অনুশীলন-নিরতি নিয়ে ;

আর, তোমার ঐ শ্রেয়প্রাণতা
তোমার চরিত্রের প্রতিটি রশ্মির ভিতর-দিয়ে
তা'দের অন্তঃকরণকে
শ্রেয়-নিষ্ঠ ক'রে তুলুক ;

এই-ই তোমার বাক্য, ব্যবহার,
আচার-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
শ্রেয়-প্রতিষ্ঠার পরম দীপনা ;

তোমার ব্যক্তিত্ব তোমার পরিবেশে
এমনতরই বিভা বিতরণ করুক,—

যে-বিভা তা'দিগকে
শ্রেয় বিভূতি-সম্পন্ন ক'রে তোলেই কি তোলে ;
তোমার স্নিগ্ধ চক্ষু,
স্মিত বদন,
মধুর ব্যক্তিত্ব,
হৃত্থ অসৎ-নিরোধ,
কঠোর ব্রতক্রিয়তা
তা'দিগকে দেববিভূতিসম্পন্ন ক'রে তুলুক—
অনুনয়নী অনুদীপনায়,
সক্রিয় তাৎপর্য্যে ;
তোমার আবির্ভাব বা উপস্থিতি
পরিবেশের প্রত্যেকের ভিতর
যেন এমনতর জীবন সঞ্চার করে,—
যে-জীবনজলুস
যশোগাথায় তোমার
স্বাগতম্-আহ্বানে
আবাহন-তৎপর হ'য়ে ওঠে ;
ঐ ব্রতী-ব্যক্তিত্ব
ব্রীড়াসুন্দর চক্ষুতে
স্মিতমধুর ভাষণে
মূক অনুকম্পায়
যেন ব'লে ওঠে—
'তোমরা সুখ-সম্বর্দ্ধনা নিয়ে
পরিবার-পরিজনসহ
সুদীর্ঘজীবী হও,
বর্দ্ধনশীল হ'য়ে ওঠ' ;

সদ্‌বিধায়না

স্বস্তির স্মিতযজ্ঞের
স্বতঃ-সূক্তে
তোমার জীবন
তা'দের সুরে সুরে মিলিয়ে যেন ব'লে ওঠে—
তোমরা অমৃতের অধিকারী হও,
মধুময় হও;
ঈশ্বরই অমৃতের পরম উৎস। ২৯৩।

সূচীপত্র

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

৬। বিশ্বস্ততার বিদ্রূপ।
৭। ইঙ্গিতজ্ঞ হওয়ার তুক।
৮। অশুভসন্দীপী ব্যবহারের প্রতিক্রিয়ায় পাবেও তুমি তাই।
৯। মর্য্যাদা পেতে হ'লে।
০। ভালবাসাকে ফিরিয়ে দেয় যা'রা তা'দের প্রতি আস্থা রেখো না।
১। প্রাধান্য-লাভে।
২। তুমি কাউকে আপনার ক'রে নিতে না পারলে তা'র আপনকরা বুঝতে পারবে না।
৩। ইষ্টার্থী সম্বেগে বিশৃঙ্খল সমাবেশগুলিকে বিন্যাস ক'রে চলা।
৪। তোমার কথা ও ব্যবহার যেন মানুষের সুখসম্বর্দ্ধনী ও স্বস্তিপ্রসূ হয়।
৫। বেফাঁস কথা বনাম সুসঙ্গত কথা।
৬। পাওয়া ও দেওয়া।
৭। অপরকে সুখী করার মত চারিত্রিক সম্পদ্ না থাকলে নিজে সুখী হওয়ার প্রত্যাশা বিদ্রূপমাত্র।
৮। বাক্ ও ব্যবহারে ভঙ্গী-সৌষ্ঠবের প্রয়োজনীয়তা।
৯। ভালকে মন্দ বা মন্দকে ভাল ভেবে চ'লে বেকুব হ'য়ো না।
০। চাল-চলন ও বাক্য-ব্যবহার।
১। তোমার উদ্ধত ব্যবহারে ক্ষুব্ধ যা'রা তা'দিগকে প্রস্বস্থ কর, বিহিত পরিচর্য্যায় নিজের দোষ স্বীকার ক'রে।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

৫২। তোমার প্রতি রুষ্ট যিনি, তাঁ'কে প্রশমিত কর হৃদ্য ব্যবহারে, তৃপ্তি পাবে।
৫৩। পরিচিত ও অপরিচিতের প্রতি ব্যবহার।
৫৪। অসৎ-নিরোধী পরাক্রমী হও, কিন্তু বিনয়কে বিসর্জ্জন দিও না।
৫৫। যথাযোগ্য সম্বোধনই শ্রেয়প্রসূ।
৫৬। উপকৃত হ'তে হ'লে—।
৫৭। যাঁদের কাছে তুমি কৃতজ্ঞ, তাঁদের সাথে কেমন ব্যবহার ক'রবে?
৫৮। কা'রও মনোজ্ঞ হ'তে পার না কখন?
৫৯। তুমি যতই পরিশ্রম কর, তোমার আচরণ যদি প্রিয়ের মনোজ্ঞ না হয়, তবে তাতে আত্মপ্রসাদ নেই।
৬০। তোমার আচার-আচরণে পরিবেশের প্রত্যেকেই যেন তোমাতে আগ্রহান্বিত হ'য়ে ওঠে।
৬১। সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও তার পরিপালন।
৬২। শ্রেয়ানুরাগোদ্দীপ্ত অন্তঃকরণের অভিব্যক্তি।
৬৩। তোমার বাক্য-বিনায়না সার্থক কখন?
৬৪। তোমার চলা, বলা ও করা যেন কা'রও অসুবিধা সৃষ্টি না করে।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

২২৯। আত্মীয়তার মূর্ত্তনে তোমার ব্যবহার।

২৩০। হামেশাই তোমাকে দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে না যা'রা।

২৩১। যা'কে সইতে বা বইতে পারবে না, সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব ভেঙ্গে তা'র সাথে ভাব ক'রতে যেও না।

২৩২। কেউ তোমার নিন্দার নিরাকরণ-প্রয়াসী না হ'য়ে, নিন্দুক তোমাকে কী ব'লেছে তাই যদি শুধু বলে।

২৩৩। শুধু মৌখিক আত্মীয়তা বান্ধবতা সৃষ্টি ক'রতে পারে না।

২৩৪। যা'র কাছ থেকে সুযোগসুবিধা পাও, তা'কে ভারাক্রান্ত ক'রে তুলো না।

২৩৫। আপনজনের আপদে-বিপদে করণীয়।

২৩৬। কথার খেলাপকারীর সাথে সমঝে চ'লো।

২৩৭। তুমি যা'কে আপনার ক'রে নিতে চাইছ, তার প্রিয় যা'কিছুতেও মমত্বশীল থেকো—অসৎনিরোধী হ'য়ে।

২৩৮। তোমার নিন্দুকের প্রতি তুমি।

২৩৯। সর্ব্বতোভাবে কাউকে তোমার ব'লে দাবী ক'রতে পার কখন?

২৪০। তুমি যা'র প্রিয়, তা'কে শোষণ ক'রো না, পোষণ কর।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

২৪১। যদি কা'রও বিধ্বস্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখ।

২৪২। ভাগ্যদেবতার অস্তগমন।

২৪৩। তোমার প্রথম-বান্ধব।

২৪৪। আত্মীয়স্বজনের কাছে যেমন ব্যবহার পেতে চাও, তা' না পেলেও তা'দের প্রতি তেমনই কর।

২৪৫। তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার যে করে তা'র সাথে তুমি কেমন ক'রবে?

২৪৬। বান্ধব-বন্ধন।

২৪৭। কা'রও হৃদয়ে যদি বেদনার দাগ এঁকে থাক।

২৪৮। শুধু সুসময়ের বন্ধুদের সাথে ব্যবহারে।

২৪৯। তোমার দরদী অনুচর্য্যা থেকে বিচ্যুত যা'রা, তা'দের প্রতি তুমি।

২৫০। কা'রো সাথে মিশতে গেলে।

২৫১। তোমার বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করার যদি কেউ থাকে, তা'র প্রতি করণীয়।

২৫২। লাভজনক চলনা।

২৫৩। কা'রো কোনও কথা আঁকড়ে ধ'রে থেকো না।

২৫৪। তোমার গৃহাগত কেউ যদি তোমাদের ব্যবহারে দুঃখিত হয়, তা'র প্রতি করণীয়।

২৫৫। অন্তর যেমনই হোক, সশ্রদ্ধ ব্যবহারেই শ্রদ্ধা উদ্গাতিলাভ

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

ক'রে থাকে।

২৫৬। বিজ্ঞতার আগমনী।

২৫৭। যোগ্যতার পূজা কর।

২৫৮। বিদ্বেষকে বিদায় দাও।

২৫৯। তোমার ব্যবহার বিনায়িত যেমন, তোমার পরিবেশও প্রতিক্রিয়ায় তোমার প্রতি তেমন।

২৬০। কাউকে তোমার মনোমত ক'রে পাওয়ার প্রত্যাশা ক'রো না, বরং ইষ্টে আপ্রাণ হ'য়ে ওঠ, যা' পাওয়ার পাবে।

২৬১। তোমার প্রতি যদি কেউ অন্যায় ব্যবহার করে।

২৬২। শ্রেয়, প্রাচীন বা প্রবৃদ্ধ যাঁ'রা, তাঁ'দের কাছে সম্মান প্রত্যাশা না ক'রে তাঁদিগকে সম্মানিত ক'রে তোল, সার্থক হবে।

২৬৩। বাক, ভঙ্গী ও অনুচর্য্যায় শ্রেয়কে অভিনন্দন ক'রতে শেখ, মানুষের শ্রদ্ধার্হ ও প্রীতি পাত্র হ'য়ে উঠবে।

২৬৪। চলার পথে ইষ্ট ও পারিপার্শ্বিক।

২৬৫। তোমার আচরণের প্রতিক্রিয়ার অভিজ্ঞতাগুলিকে সঞ্চয় ক'রে বিহিতভাবে ব্যবহার ক'রো।

২৬৬। প্রত্যক্ষভাবে না জেনে কোনও অভিমত প্রকাশ ক'রো না।

২৬৭। তোমার চলা বলা দিয়ে তাঁকেই উপচয়ী ক'রে তোল।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

২৬৮। কোনও বিষয়ে শ্রেয় বা প্রবীণ যিনি, তাঁ'র প্রণাম নিতে যেও না।

২৬৯। পরিবেশ তোমার আপনার জন হ'য়ে উঠবে কখন?

২৭০। এমন কোনও ব্যবহার ক'রো না, যা'তে তোমার শ্রেয় হৃদয়ে আঘাত পান।

২৭১। পরিবেশকে শ্রেয়ার্থ-অনুদীপনায় অনুপ্রাণিত ক'রে তুলতে হ'লে।

২৭২। মানুষের অস্মিতাকে খোঁচা মেরে না।

২৭৩। ধারণ ক'রবে যেমন, ধৃতও হবে তেমন।

২৭৪। মানুষকে দোষমুক্ত ক'রে যদি তা'কে স্বস্থ ও সম্বর্দ্ধনায় অনুপ্রেরিত ক'রে তুলতে চাও।

২৭৫। কা'রও কাছ থেকে যদি কিছু পেয়ে থাক।

২৭৬। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েও তুমি কী ক'রবে?

২৭৭। কা'রও হৃদয় কিনতে হ'লেই কী চাই?

২৭৮। যেখানেই যাও না কেন, কা'রও ভার না হ'য়ে বান্ধব হ'য়ে উঠো।

২৭৯। তোমাকে যেন মানুষ সর্ব্বসত্তা দিয়ে উপভোগ ক'রতে পারে।

২৮০। পরিবেশের প্রতি তোমার প্রভাব সক্রিয় হ'য়ে উঠবে কখন?

২৮১। প্রতিলোমবিদ্ধ নয় অথচ বিকেন্দ্রিক

প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী

সূচী পৃষ্ঠা

এ

ক

সূচী পৃষ্ঠা

সূচী | পৃষ্ঠা

সূচী পৃষ্ঠা

সূচী পৃষ্ঠা

দ

ন

সূচী পৃষ্ঠা

প

ফ

ব

সূচী পৃষ্ঠা

সূচী পৃষ্ঠা

সূচী			পৃষ্ঠা

সূচী পৃষ্ঠা

সূচী

পৃষ্ঠা

শব্দার্থ-সূচী

সংখ্যা, শব্দ, বাণী সংখ্যা

১। অনুকম্পিতা—২১০=সমতানের সক্রিয় ভাবস্পন্দন।

২। অনুক্রমণী—২৭৪=অনুরূপ বা যথাযোগ্যভাবে চলৎশীল।

৩। অনুক্রিয়—২০৮=সদৃশভাবে ক্রিয়াশীল।

৪। অনুক্রিয়া—২৮৭=তদনুযায়ী কর্ম্ম।

৫। অনুচারণ—২৯১= চলন।

৬। অনুদীপনা—৫৬=দীপ্ত শক্তি।

৭। অনুধাবনা—৮৩=অনুধাবন, পর্য্যালোচনা।

৮। অনুধায়িতা—২৮৮=অনুসন্ধিৎসু হ'য়ে ধারণ-পোষণ করা।

৯। অনুধ্যায়িতা—২৬৭=অনুচিন্তনযুক্ত চলন।

১০। অনুধ্যায়ী—৭৬=অনুধ্যান-পরায়ণ।

১১। অনুনয়নী—২৭৭=কোন বিশেষ ভাব বা আদর্শ-অনুযায়ী নীত (চালিত) করে যে বা যা'।

১২। অনুবর্ত্তন—১৯০=অস্তিত্বের প্রয়োজন-পূরণ।

১৩। অনুবর্ত্তনা—৭৪=অনুসরণপূর্ব্বক চলতে থাকা।

১৪। অনুবেদনা—২২=অনুসরণপূর্ব্বক লব্ধ জ্ঞান।

১৫। অনুবোধনা—২৯২=সহজাত বোধ।

১৬। অন্তরাস—১৭৮=Interest, আগ্রহ।

১৭। অন্তরাসী—৬২=Interested, আগ্রহশীল।

১৮। অপদা—১৮১=বাজে, অপকর্ষ-উৎপাদক।

১৯। অভিধায়না—২৮৮=তন্মুখী চলন।

২০। অভিধায়িতা—১৮৭=তন্মুখী ধারণশীলতা।

২১। অভিধায়ী—২৮৮=তৎপরিপোষণী চলন-সমন্বিত।

২২। অভিধ্যায়িতা—২৮৮=স্মরণ-মননের তৎপরতা।

২৩। অভিনন্দনা—৫৯=সর্ব্বতোমুখী বিস্তার।

২৪। অর্থনা—১৯৫=কোন-কিছু প্রাপ্তির জন্য প্রচেষ্টা।

২৫। অস্তিসম্বেদনী—২৮৮=অস্তিত্বের জ্ঞানযুক্ত।

সংখ্যা, শব্দ, বাণী সংখ্যা

২৬। আক্রুদ্ধ—১৪৫=খুব বেশী ক্রুদ্ধ।

২৭। আক্রুষ্ট—২৪৫=আক্রোশযুক্ত।

২৮। আত্মবিনায়নী—৫৮=আত্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসে যা'।

২৯। আত্মবীক্ষণা—১৯৭=আত্মদর্শন, আত্ম-সমালোচনা।

৩০। আশ্লেষণ—১১৮=নিবিড় যোগ।

৩১। উৎসারণী—৮০=উন্নতি-অভিমুখে চলৎশীল।

৩২। উদয়নী—২৭২=উদয়ের পথে নিয়ে যায় যা'।

৩৩। উদ্বেজিত—১৯৪=উদ্বিগ্ন ক'রে তোলা।

৩৪। উপকৃতি—১৯৮=উপকার।

৩৫। উপচয়ন—১৫২=উপচয়, অর্থাৎ বৃদ্ধি।

৩৬। উপযোজনা—২০১=যথাযথভাবে যুক্ত ক'রে তোলার ক্রিয়া।

৩৭। উপস্রষ্টা—৭৮=হীন রকমের স্রষ্টা।

৩৮। একতীর্থী—২৭৭=একই আশ্রয় বা অনুশাসন যা'দের।

৩৯। একায়নী—১৯৩=ঐক্যবিধায়ক।

৪০। ক্লেশসুখপ্রিয়তা—৭৩=কষ্টটাই যখন সুখের হয়, সেটাকে ভাল লাগা।

৪১। ক্ষেমঙ্কর—২৬৬=মঙ্গলবিধায়ক।

৪২। গর্ব্বেপ্সী—২৫৬
৪৩। গর্ব্বেপ্সু—২৫৬ } =গর্ব্ব করতে চায় যে।

৪৪। গৌরবজ্‌ম্ভী—২০৯=গৌরবকে বিকশিত ক'রে তোলে যা'।

৪৫। চেতন-সম্বেগী—৭৮=চৈতন্যলাভের জন্য সম্বেগসম্পন্ন।

৪৬। জ্বলন-দিগ্ধ—১৬৮=জ্বালাময়।

৪৭। তড়িৎ-ক্রিয়—২০৪=অতি দ্রুত ক্রিয়াশীল।

৪৮। তর্পণা—৮৯=তৃপ্ত ক'রে তোলার ক্রিয়া।

৪৯। তর্পণী-চলন—১৬৮=তৃপ্তিকারী যে চলন।

৫০। দীর্ণী—১৪৭=দীর্ণ করে যা'।

৫১। দোদুলবাঞ্ছা—২৮১=দোলায়মান মনোবৃত্তি-সম্পন্ন।

৫২। দ্বন্দ্বিত-আনতিসম্পন্ন—২৮১=দুইদিকে ঝোঁকওয়ালা, দ্বিধাগ্রস্ত মন যা'দের।

৫৩। ধায়ন—২৯১=ধাবন।

সংখ্যা, শব্দ, বাণী সংখ্যা

৫৪। ধুক্ষিত—১৭৫=পীড়িত, ক্লিষ্ট।

৫৫। নিবন্ধনা—২৩৭=নিবিড় বন্ধন।

৫৬। পরিবীক্ষণী—১৯=সম্পূর্ণ এবং সমীচীন দর্শন-সমন্বিত।

৫৭। পরিবেক্ষণী—৬০=সর্ব্বতোমুখী দর্শন আছে যা'র মধ্যে।

৫৮। পরিবেদনা—৬০=সম্যক বা সর্ব্বতোমুখী জ্ঞান।

৫৯। পাপ-প্রলোভী—৮৫=পাপের প্রতি লোভসম্পন্ন।

৬০। প্রচ্ছন্ন-স্বল্পী—১৭৩=স্বল্পতা যেখানে প্রচ্ছন্ন থাকে।

৬১। প্রদীপনা—২৮৮=প্রদীপ্ত ক'রে তোলা।

৬২। প্রদীপী—২৯০=প্রদীপ্ত ক'রে তোলে যা'।

৬৩। প্রীতি-উৎসারণ—৬৯=প্রীতিকে বিকশিত ক'রে তোলে যা'।

৬৪। বজায়ী তাৎপর্য্য—১৪৭=বজায় থাকার তৎপরতা।

৬৫। বাক্য-বিনায়না—৬৩=বাক্যের সুনিয়ন্ত্রিত প্রয়োগ।

৬৬। বিজৃম্ভণ—২৭২=বিকাশ, প্রকাশ।

৬৭। বিদগ্ধ—২০২=বিশেষভাবে দগ্ধ।

৬৮। বিধায়না—২৮১=ধারণ-পোষণের বিহিত পথ।

৬৯। বেধন-অভিমত—১৫৪=বিদ্ধ অর্থাৎ পীড়িত করার ইচ্ছা।

৭০। ব্যঞ্জনা-আহরণী—২৬২=মূল ভাবকে আহরণ করে যা'।

৭১। ব্যতিপাতী—২৩৫=ব্যতিপাত অর্থাৎ বিপর্য্যয়-যুক্ত।

৭২। ব্যাহৃতি-বিতুষ্ট—১৮৭=বিচ্ছেদের বুদ্ধিতে বিশেষভাবে তুষ্ট।

৭৩। ব্রতক্রিয়তা—২৯৩=শ্রেষ্ঠ এবং উন্নত কর্ম্মের অনুশীলন-তৎপরতা।

৭৪। ভাবানুকম্পিতা—১৯২=অন্তরস্থ ভাবের অনুরণন।

৭৫। ভৃতি-সন্দীপনা—২৭৮=ভরণ-পোষণের ভিতর দিয়ে সম্যকপ্রকারে দীপ্ত ক'রে তো

৭৬। মরুচারী—১৭৫=দিশেহারার মত শূন্য অন্তরে মরুভূমিতে বিচরণ করে

৭৭। মায়িক—২৮২=মায়া অর্থাৎ পরিমাপনক্রিয়া-সমন্বিত।

৭৮। মিত—১১৬=পরিমিত, measured.

৭৯। মিতি-চলন—২১০=পরিমাপিত চলন।

৮০। যমন-যাগী—২৮৪=নিয়মনরূপ যজ্ঞ-কারী।

৮১। যশতপাঃ—৭৬=যশের জন্য তপস্যাপরায়ণ।

সংখ্যা, শব্দ, বাণী সংখ্যা

৮২। যুত—২০৯=যুক্ত।

৮৩। যোক্তা—২৬৪=যুক্ত করায় যে।

৮৪। লগ্ন—৬০=লেগে থাকা।

৮৫। লালিত্য-নিষ্যন্দী—১৮১=চেকনাই-ঝরানো।

৮৬। শাতন—১৫২=ছেদন ও পতন-কারী শয়তান, Satan.

৮৭। শান্তা—১১২=শান্তিদাতা।

৮৮। শাস্তা—১১২=শাস্তিদাতা।

৮৯। শুভ-বোধায়নী—৭৫=শুভ বোধের পথে নিয়ে চলে যা'।

৯০। শুভ-সঙ্কল্পী—১৪৩=শুভ সঙ্কল্প যা'র আছে।

৯১। শেল-সন্তাপী—১২৭=আঘাতজনিত দুঃখ-যুক্ত।

৯২। শ্রেয়ানুবেত্ত—৮৯=শ্রেয় বা শ্রেষ্ঠের সদৃশ অনুরণনে ঝঙ্কৃত।

৯৩। সহচর্য্যা—২৬৮=নিকট সান্নিধ্যে থেকে সেবা।

৯৪। সুধী-অভিধায়না—২৮৮=সুষ্ঠু ধী-যুক্ত যে অভিধায়না অর্থাৎ অভিমুখে চলন।

৯৫। সুবীক্ষণা—৮০=সুষ্ঠু এবং সমীচীন দর্শন।

৯৬। স্রোতকল্লোলী—৭০=কল্লোলযুক্ত স্রোত-সম্পন্ন, অর্থাৎ অবিরাম এবং সক্রিয়।

৯৭। স্বাধ্যায়ী চলন—১৩৫=নিত্য অনুশীলনাত্মক চলন।

৯৮। হিতী—১৩৪=মঙ্গলকর।

৯৯। হ্লাদন-তৃষ্ণা—৩৯=আনন্দের প্রতি যে তৃষ্ণা।

১০০। হ্লাদিত—৩৯=আনন্দিত, হৃষ্ট।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশের সময়ে শব্দার্থ দেওয়া ছিল মাত্র চব্বিশটি। বর্ত্তমান প্রকাশে, আরো দেখেশুনে, পুস্তকে ব্যবহৃত বেশ কিছু শব্দের অর্থ সংযোজন ক'রে দেওয়া হ'ল।

নিবেদক—

শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়